হাদিসের আলোকে শেষযুগ ঃ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো ব্লগ থেকে সংগ্রহ করে সংকলিত। সংকলকের নিজস্ব কোন অভিমত এখানে ব্যক্ত হয় নি। তবে সতর্কতার জন্য লেখাগুলো খুবই সময়োপযোগী।

মূল ব্লগে যেতে নিচে Click করুন

কিয়ামতের আলামত

সূচীপত্র

(১) সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনী কারা? কবে তাদের উত্থান হবে?

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রতিটি সচেতন মুসলমানের জন্য আবশ্যক। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে কঠিনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগ দিবে। অর্থাৎ খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে যুক্ত হওয়া প্রতিটি মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। তাই সচেতন মুসলমানদের জন্য খোরাসানের বাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা বাধ্যতামূলক। কারণ, এই দলটির মধ্য থেকেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

খোরাসান কোথায় অবস্থিত?

মূলত রাসূল (সাঃ) এর যুগে বৃহত্তর খোরাসান বলতে এর সীমানা নিম্নলিখিত ভূখণ্ডের সমষ্টিকে বুঝায়, যার মূল কেন্দ্র হচ্ছে বর্তমান আফগানিস্তান। বিস্তৃতি নিম্নরূপঃ

"উত্তর-পশ্চিম আফগানিস্তান (হেরাত, বালখ, কাবুল, গাজনি, কান্দাহার দিয়ে বিস্তৃত), উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ব উজবেকিস্তান (সামারকান্দ, বুখারা, সেহরিসাবজ, আমু নদী ও সীর নদীর মধ্যাঞ্চল দিয়ে বিস্তৃত), উত্তর-পূর্ব ইরান (নিশাপুর, তুশ, মাসহাদ, গুরগান, দামাঘান দিয়ে বিস্তৃত), দক্ষিণ তুর্কমেনিস্তান (মেরি প্রদেশ, মার্ভ, সানজান), দক্ষিণ কাজিকিস্তান, উত্তর ও পশ্চিম পাকিস্তান (মালাকান্দ, সোয়াত, দীর ও চিত্রাল), উত্তর পশ্চিম তাজিকিস্তান (সুগ্ধ প্রদেশের খোজান্দ, পাঞ্জাকেন্ত দিয়ে বিস্তৃত)।"

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল সম্পর্কে হাদীসের ভবিষ্যৎবাণী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "পূর্বদিক (খোরাসান) থেকে কিছু লোক বের হয়ে আসবে, যারা ইমাম মাহদির খিলাফত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা সহজ

করে দিবে।" (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদিস নং ২৮৯৬; সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ৩, হাদিস নং ৪০৮৮)

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেও। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহদি থাকবে।" (মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মিশকাত শরীফ, কেয়ামতের আলামত অধ্যায়)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সাঃ) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। উনি বলতে ছিলেন, "ঐ দিক থেকে একটি দল আসবে (হাত দিয়ে তিনি পূর্ব দিকে ইশারা করলেন)। তারা কালো পতাকাবাহী হবে। তারা সত্যের (পূর্ণ ইসলামী শাসনের) দাবী জানাবে, কিন্তু তাদেরকে দেওয়া হবে না। দুইবার বা তিনবার এভাবে দাবী জানাবে, কিন্তু তখনকার শাসকগণ তা গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা (ইসলামী শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব) আমার পরিবারস্থ একজন লোকের (ইমাম মাহদির) হাতে সোপর্দ করে দিবে। সে জমিনকে ন্যায় এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে ভরে দিবে, ঠিক যেমন ইতিপূর্বে অন্যায় অত্যাচারের মাধ্যমে ভরে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঐ সময় জীবিত থাকো, তবে অবশ্যই তাদের দলে এসে শরীক হয়ে যেও, যদিও বরফের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে আসতে হয়।" (আবু আ'মর আদ দাইনি, ৫৪৭, মুহাক্কিক আবু আবদুল্লাহ শাফেয়ী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন কালো পতাকাগুলো পূর্বদিক (খোরাসান) থেকে বের হবে, তখন কোন বস্তু তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। এমনকি এই পতাকাকে ইলিয়ায় (বাইতুল মুকাদ্দাসে) উত্তোলন করা হবে (খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে)।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৭৬০)

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আবির্ভাব হওয়া পূর্বে কি কি ঘটবে?

১। তুরস্ক ও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, সিরিয়াতে বাশার আল আসাদ ও তার সহযোগী রাশিয়া, ইরান, হিজবুল্লাহ ও শিয়া মিলিশিয়াদের বিপক্ষে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। যার কারণে শিয়ারা ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেনে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

২। ইরাক ও সিরিয়া, মিশরে ইসলামিক স্টেট এর ব্যাপক পুনরায় উত্থান হবে। যার কারণে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, মসূল, সিরিয়ার হোমস শহর দখল করবে।

৩। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী হারাস্তা শহরে মারাত্মক একটি ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটবে। যার কারণে রাশিয়ার সৈন্য বাহিনী সিরিয়াতে ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং সেখানে এক লক্ষ লোক নিহত হবে।

৪। মিশর লিবিয়াতে কালো পতাকাবাহী (Islamic state) কে হটিয়ে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতির (Tuareg Militant) ব্যাপক উত্থান হবে এবং তারা সিরিয়ার হোমস শহরে ১৮ মাস অবরোধ করে রাখবে।

৫। দক্ষিণ সিরিয়ার daraa শহর থেকে হঠাৎ করে সুফিয়ানীর উত্থান হবে। সে কালো পতাকাবাহী (Islamic state) হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) কে পরাজিত করে সিরিয়া থেকে বের করে দিবে এবং সম্পূর্ণ সিরিয়াতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করবে।

৬। ইয়েমেন থেকে ‘মনসুর’ নামে কালো পতাকাবাহী একজনের আবির্ভাব হবে এবং সে ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে আসবে।

৭। রমজান মাসে পূর্বাকাশে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যাবে এবং এটি বিস্ফোরণের কারণে ভয়ংকর আওয়াজ সৃষ্টি হবে। বিজ্ঞানীদের ধারণা এটি ২০২২ সালে ঘটবে।

৮। ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে ২০২৩ সালে (ইনশাল্লাহ) এবং এটি দখল করার জন্য সুফিয়ানী বিরুদ্ধে তুরস্ক ও আমেরিকা সিরিয়ার দেইর আজ জুরে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যার কারণে সেখানে এক লক্ষ বা, এক লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে।

খোরাসানের বাহিনীর উত্থান কবে হবে?

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের ধনভাণ্ডারের (ফোরাত নদীর স্বর্ণের পাহাড়ের) নিকট তিনজন বাদশাহের সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার (স্বর্ণের পাহাড়) তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে কতগুলো কালো পতাকাবাহী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি (সাঃ) আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "তারপর আল্লাহর খলীফা মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহদি।" **(সুনানে ইবনে মাজা; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০)**

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠার পর খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হবে। ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠার আগে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হবে না এটাই গ্রহণযোগ্য মত। এখন প্রশ্ন হল, ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় কবে ভেসে উঠবে?

উত্তর হল ঃ ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে ২০২৩ সালে। (ইনশাল্লাহ)

অর্থাৎ ২০২৩ সালের পর যখন স্বর্ণের পাহাড় দখল করার জন্য তুরস্ক, আমেরিকা সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে তখনই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হবে।

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদীর আত্মপ্রকাশ এবং মাহদীর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছরের) মধ্যেই সংঘটিত হবে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮০৪)**

কোন এলাকার মানুষ খোরাসানের বাহিনীর সহযোগী হবে?

“দরিদ্র পীরিত তালোকান অঞ্চল (আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল) সেখানে স্বর্ণ, রৌপ্যের খনি নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ। তারাই আল্লাহর রহমত দ্বারা স্বীকৃত, শেষ জমানায় তারাই হবে ইমাম মাহদীর সহযোগী।” **(লেখকঃ আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখিরুজ্জামান)**

কেবলমাত্র তাজিকিস্তান সীমান্তবর্তী তালোকান, কুন্দুজ, জালালাবাদ পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষেরাই কেবলমাত্র সত্যিকারের খোরাসানের বাহিনীর সহযোগী হবেন।

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর যোদ্ধার সংখ্যা কত হবে?

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আর্যদের পিতল বর্ণের চার ব্যক্তি বনি তামিম গোত্রের অভিমুখে বের হবেন। তাদের মধ্যে একজন হবেন হাঙর মাছের মত, যার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তার সাথে ৪০০০ সৈন্য থাকবে। তাদের পোশাক হবে সাদা, আর তাদের পতাকা হবে কালো। তারা ইমাম মাহদীর অগ্রগামী অনুগত সৈন্য হবে এমনকি তারা তাদের শত্রুদের পরাজিত না করে মাহদীর সাথে সাক্ষাৎ করবে না।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৯৭)**

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (রহঃ) ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত তারা বলেন, “সুফইয়ানী তার অশ্বারোহী বাহিনী ও সৈন্যদল প্রেরণ করবে। তারা খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে (ইরানের ইসফাহান শহর) ও পারস্য (ইরানের) ভূমিতে পৌঁছবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের (ইরানের) অধিবাসীরা তাদের সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর তাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় অনেক

যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম (শুয়াইব ইবনে সালেহ)। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়িওয়ালা। পাঁচ হাজারের (সৈন্য নিয়ে) মধ্যে তার দিকে বের হবে।" (কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৯১৫)

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, খোরাসানের মূল বাহিনী বের হওয়ার পূর্বেই খোরাসান থেকে কিছু যোদ্ধারা ইরানের ভূখণ্ডে তাদের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তারপর শুয়াইব ইবনে সালেহ এর নেতৃত্বে ৪-৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ইরানের ফার্স শহরের ইস্তাখর নামক ঐতিহাসিক স্থানে সুফিয়ানী বাহিনীর সাথে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর এই যুদ্ধেকেই আহওয়াজের যুদ্ধ বলা হয়েছে। তবে শুয়াইব ইবনে সালেহ যখন ৪-৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ইরানের দিকে রওনা দিবে তার সাথে আরো কয়েকটি ছোট ছোট দলও থাকবে।

মনসুর ইয়ামানী কে? কখন তার উত্থান হবে?

'মানসুর' সম্পর্কে হযরত হিলাল ইবনে আমর বর্ণনা করেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রসুল (সাঃ) বলেছেন, "এক লোক মা-আরউন্নহর (নদীর ওপার) থেকে আবির্ভূত হবে যাকে হারছ হাররাস নামে ডাকা হবে। তবে তার পূর্বে জনৈক ব্যক্তি (ইরাকের কুফায়/মসূল শহরে) আসবেন। যার নাম হবে মানসুর, যে (খেলাফত বিষয়ে) মুহম্মদ (সাঃ) বংশের জন্য পথ সুগম করবে বা শক্ত করবে, যেমনটি কুরাইশ আল্লাহর রাসূলকে ঠিকানা দান করেছিল। তার সাহায্য সহযোগিতা করা কিংবা তার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯০)

ইসলামের পরিভাষায়, আমু নদীর ওপারে অবস্থিত মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় 'মা-আরউন্নহর' বা 'নদীর ওপার' বলা হয়। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজিকিস্তান এর অন্তর্ভুক্ত যা কিনা বৃহত্তর খোরাসানের একটি অংশ।

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, খোরাসানের বাহিনীর আবির্ভাবের পূর্বেই ইয়েমেন থেকে মনসুর ইয়ামানী ইরাকের কুফা/মসূল শহরে আসবেন। যিনি খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করবেন। তারপর খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হবে।

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানী এবং (মনসুর) ইয়েমেনীর উত্থান হবে প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত।" (অর্থাৎ সুফিয়ানী যখন দক্ষিণ সিরিয়ার Daraa শহর থেকে আবির্ভাব হবে একই সময়ে ইয়েমেন থেকে 'মনসুর' ইয়েমেনী ইরাকের কুফা/মসূল শহরে আসবেন) **(কিতাবুল গাইবাহ, ১৮ নং অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫; মুজ'য়াম আল হাদীস ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭৫, ২৫৩)**

অন্যান্য হাদীস অনুসন্ধান করে বুঝা যায়, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ৬/৭ বছর পূর্বে সিরিয়ার দারা শহর থেকে সুফিয়ানীর উত্থান হবে, ঠিক একই সময়ে ইয়েমেন থেকে মনসুর ইয়েমেনী ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে আসবেন। তিনি খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থানের জন্য একটি সুন্দর অবস্থান তৈরি করবেন।

কোন দল থেকে মনসুর ইয়েমেনীর উত্থান হবে?

মূলত ইয়েমেনে দুইটি কালো পতাকাবাহী দলের অস্তিত্ব রয়েছে। আর এই দুটি দলের যেকোন একটি দল থেকেই মনসুর এর উত্থান হবে।

১। AQAP (Al Qaeda in the Arabian peninsula) বা আনসার আস শরিয়া। এই দলটিকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী আল কায়দার ব্রাঞ্চ হিসেবে গণ্য করা হয়। তারা মূলত ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট, ইয়েমেনের সেনাবাহিনী, আমেরিকা ও শিয়া হুতী বিদ্রোহীদের সাথে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ইয়েমেনের আদন ও আবিয়ান প্রদেশের বেশ কিছু এলাকা নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা আমির ছিলেন নাসের আল ওহাইসী (রহঃ) আর বর্তমান আমির হল কাসিম আল রাইমী। এই দলেরই একজন সদস্য ছিলেন বিখ্যাত দায়ী আনোয়ার আল আওলাকি (রহঃ)।

২। **ISIL-YP** (Islamic state of Iraq and Syria-Yemen province) বা, উলিয়ায়ে ইয়েমেন। এই দলটি মূলত ইসলামিক স্টেট খিলাফত ঘোষণা করার পর আনসার আস শরিয়া থেকে বের হয়ে ইসলামিক স্টেট এর প্রতি বাইয়াত দেয়। তাদের আমির হল বিলাল আল হারবি, বর্তমানে তারা নিজেদের দল সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে।

তবে এমনও হতে পারে, মনসুর, নাসের, আনসার বা অন্য নামও থাকতে পারে। কারণ মনসুর, নাসের, আনসার সবগুলোর অর্থই সাহায্যকারী। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আনসার আস শরিয়া দলে একাধিক কমান্ডারের নাম হল, যেমনঃ মুহাম্মদ নাসের দেহিস, নাসের মুহাম্মদ জুবাহ আল মাকনী, নাসের মুহসিন বাসাবরেন, নাসের মুবারক আল মুহাইল। এছাড়াও মনসুরী ব্রিগেড নামে একটি শাখাই রয়েছে। আর আনসার আস শরিয়া যার, অর্থই হল শরিয়া এর সাহায্যকারী।

অর্থাৎ সুফিয়ানীর উত্থানের সমসাময়িক ইয়েমেন থেকে যারা-ই ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে আসবে তাদেরকেই মনসুর ইয়েমেনী ধরে নিতে হবে এবং তাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক বা ওয়াজিব।

হারস হাররাস কে? তিনি কোথায় থেকে বের হবেন?

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থানের পূর্বে কালো পতাকাবাহী দলগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে (যেমনটি বর্তমানে রয়েছে), এই হারস হাররাসই পুনরায় সকল কালো পতাকাবাহী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। তিনি আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশের) লোক হবেন। কিছু কিছু বর্ণনায় বুঝা যায়, তিনি মাহদীর পূর্বে ১৮ মাস খলিফা থাকবেন। তিনি হবেন মাহদীর বৈমাত্রিয় ভাই বা চাচাতো ভাই। এমনকি মাহদী নিজেও প্রথমদিকে হারস হাররাস এর দলের একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে থাকবেন। পরবর্তীতে তিনি শুয়াইব ইবনে সালেহ এর সাথে যোগ দিবেন।

হযরত হেলাল ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "একজন লোক মা আরউন্নহর (আমু নদীর ওপার) থেকে বের হবে। যাকে হারস হাররাস নামে ডাকা হবে।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯০)

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "মাহদীর পূর্বে তার প্রাচ্য (মধ্য এশিয়ার দেশ) থেকে আহলে বাইতের এক ব্যক্তি (হারস হাররাস) বের হবে। তার কাঁধে ১৮ মাস বা ৮ মাস তরবারী বহন করবে (যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবে)। সে মানুষকে হত্যা করে লাশ বিকৃত করবে এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। সেখানে পৌঁছানোর পূর্বেই সে মারা যাবে, কিন্তু সে বাইতুল মুকাদ্দাসে পৌঁছতে পারবে না।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯২০)

হযরত আবু ত্বহাবী (রহঃ) বলেন, "প্রাচ্যের দিক থেকে ৮০০ বা ৮০০০ (মুসলিম মুজাহিদ) বের হবে। যাদের অন্তরে ইমানে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর তাদের ইরানের পদস্খলন ঘটবে 'ওয়ার' নামক স্থানে। এর এটাই হল ভাগ্যবিরম্বনা। যখন হাশেমী ব্যক্তি (হারস হাররাস) ও তার সঙ্গী সাথীগণ কালো পতাকাবাহী দল নিয়ে খোরাসান থেকে বের হবে, তখন সুফিয়ানীর ক্ষমতা প্রথমবারের মতো কেঁপে উঠবে। তখন হাশেমী ব্যক্তি (হারস হাররাস) ও সুফিয়ানীর মধ্যে কোন চুক্তি সম্পাদন হবে না, যতক্ষণ না সুফিয়ানী সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রাচ্যে না পৌঁছে। (হাদীসের শেষ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে)" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১১)

কোন দল থেকে হারস হাররাস এর উত্থান হবে?

সাধারণ মধ্য এশিয়ার আমু নদীর ওপারের দেশগুলোতে যেমন উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাকিস্তান, পূর্ব তুর্কিস্থান (চীনের উইগুর অঞ্চল), রাশিয়ার চেচনিয়া, বসনিয়া এই দেশগুলোতে কালো পতাকাবাহী তিনটি দল কাজ করছে।

১। **Caucasus Emirates** ঃ কাকেশাশ অঞ্চলের যারা একটি পরিপূর্ণ ইসলামিক শাসনব্যবস্থার জন্য যুদ্ধ করছে। তারা আল কায়দার সাথে থাকলেও ককেশাশ অঞ্চলের ইসলামিক স্টেট এর শাখার সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। বর্তমানে তাদের বড় একটি অংশ সিরিয়ার HTS (হায়াতা তাহরির আল শামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে)।

২। **Cacusas province, vilayat kabkaz** ঃ এই দলটি মূলত ককেশাশ এমিরাটস থেকে আলাদা হয়ে ইসলামিক স্টেট এর আনুগত্য প্রকাশ করে সেন্ট্রাল এশিয়াতে নিজেদেরকে একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামিক স্টেট ২০১৫ সালে Cacusas province নিজেদের একটি শাখা হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে আল কায়দার অনুসারী cacusas emirate এর যোদ্ধারা সিরিয়া ও আফগানিস্তানে যুদ্ধরত রয়েছে। আর cacusas province, vilayat kavkaz এর যোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে, এই শাখার চেচনিয়া অঞ্চলের যোদ্ধারা রাশিয়াতে তাদের হামলার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। ২০১৮ সালের মে মাসে রাশিয়াতে ৩/৪ বার হামলা করেছে।

৩। **Islamic movement of Uzbekistan (IMU)** ঃ এই দলটি Islamic state এর অন্তর্ভুক্ত উলিয়ায়ে খোরাসান (Khorashan Province) এর সাথে মিলিত হয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছে। ২০১৫ সালে এসে দলটি দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটি ইসলামিক স্টেট এর প্রতি বাইয়াত দিয়ে খোরাসান প্রদেশের সাথে মিশে গেছে। অন্যটি আল কায়দা ও তালেবানের সাথে থেকে গেছে। তবে এই দলটির একটি ভাল দিক হচ্ছে, তারা একই সাথে আল কায়দার অনুসারী বিভিন্ন গ্রুপের সাথেও ভাল সম্পর্ক রাখছে। কাউকে তাকফির করছে না।

এছাড়াও পূর্ব তুর্কিস্থান বা, চীনের উইগুর (জিংজিয়াং) প্রদেশে পূর্ব তুর্কিস্থান ইসলামিক পার্টি ও জুন্দুল্লাহ নামে দুটি দল কালো পতাকাবাহী দলের সাথে সংযুক্ত

রয়েছে। কিন্তু তারা শুয়াইব ইবনে সালেহ বের হওয়ার পর তাদের সাথে যোগ দিবে।

শুয়াইব ইবনে সালেহ কে? তিনি কোন দল থেকে বের হবেন?

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে। অতপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো এবং তাদের পোষাক হবে সাদা। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ ডাকা হবে এবং সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে (ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে) অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে ৩০০ লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের (৬ বছরের) ব্যবধান হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৯৪)**

হযরত সুফিয়ান কালবী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "মাহদীর দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুন যুবক (শুয়াইব ইবনে সালেহ) বের হবে। আর ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ উল্লেখ করেন নাই। যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাহাড়কে কাঁপিয়ে দিবে। আর ওয়ালীদ বলেন 'ভেঙ্গে ফেলবে'। **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০২)**

খোরাসানের বাহিনীর মূল নেতৃত্বে থাকবেন শুয়াইব ইবনে সালেহ নামের একজন ব্যক্তি, যিনি বনু তামীম গোত্রের লোক হবেন। তার চেহারা হবে হাঙ্গর মাছের মত অর্থাৎ লম্বা চেহারা। এবং তার গায়ের রঙ হবে পিতলের মত অর্থাৎ শ্যামল বর্ণের। তিনিই মূলত সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ইরানের ফার্স প্রদেশের ইস্তাখর প্রান্তের যুদ্ধে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের নেতৃত্ব দিবেন।

কোন দল থেকে শুয়াইব ইবনে সালেহ এর উত্থান হবে?

১। **Islamic state of Iraq and Lavant- khurasan provinces (ISIL-KP)ঃ** এই দলটি ২০১৫ সালে আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিন থেকে আলাদা হয়ে ইসলামিক স্টেট এর প্রধান খলিফা আবু বকর আল বাগদাদীকে বাইয়াত প্রদান করে। বর্তমানে তারা আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের জালালাবাদ প্রদেশের সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলা নিজেদের দখলে নিয়েছে। এছাড়াও তারা নিজেদেরকে কাবুল প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত হামলা ও যোদ্ধা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

২। সুফিয়ানী কুফা (মসূল) নগরীতে হামলা করার সময় একটি দল সিরিয়া ও ইরাক থেকে খোরাসানে ফেরত যাবে। সম্ভবত 'মনসুর ইয়েমেনী' দল হতে পারে বা সিরিয়ার আল কায়দার অনুসারী তানজিম হুররাস আদ-দীন বা, HTS ও হতে পারে। সুফিয়ানী ইসলামিক স্টেটকে চুড়ান্তভাবে ধ্বংস করার সময় একটি দল ইরাক থেকে খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানী ইসলামিক স্টেটকে চুড়ান্তভাবে ধ্বংসের জন্য খোরাসানের বাহিনীকে খুঁজতে থাকবে। এই দল থেকেও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর উত্থান হতে পারে। তবে এই দলটির বেশিরভাগ যোদ্ধারাই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে যুক্ত থাকবে। (ঐ সময় ইরাক থেকে কোন দল আফগানিস্তানে ফেরত গেলে তার সাথে যুক্ত হওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে)।

তাহলে আফগানিস্তানের তালেবানের ভূমিকা কি হবে?

এ যাবৎকাল পর্যন্ত আফগানিস্তানের তালেবান মুজাহিদিনগণ সবচেয়ে বেশি সময় ধরে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সরাসরি জিহাদে লিপ্ত রয়েছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ১০ বছর, আফগানিস্তানের গৃহযুদ্ধে ৫ বছর, আমেরিকার নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৭ বছর যুদ্ধরত রয়েছে। তাদের হাত ধরেই মুজাহিদিনগণ আফগানিস্তান থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ইয়েমেন, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, মালি, লিবিয়া, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, পিলিপাইন, চেচনিয়া, ইস্ট তুর্কিস্থান, কাশ্মীরসহ পৃথিবীর সব জায়গায়। ইসলামের হারিয়ে

যাওয়া জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ তাদের মাধ্যমেই আল্লাহতা'য়ালা পুনর্জীবিত করেছেন।

যদিও তারা খোরাসানের ময়দানে কয়েকটি যুগ পর্যন্ত তারা জিহাদে অটল রয়েছে, কিন্তু খোরাসানের বাহিনী তারাই হবে, এ রকম কোন সরাসরি হাদিস নেই। তবে তারা খোরাসানের বাহিনীকে সাহায্য সহযোগিতা করবে এ রকম বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অতঃপর তারা (সুফিয়ানী বাহিনী) কুফা (মসূল) শহরে প্রবেশ করবে। সেখানে মুহাম্মদ (সাঃ) এর বংশের (খলিফার অর্থাৎ Islamic state এর) অনুসারীদের হত্যা করবে। অতপর খোরাসানবাসীদের প্রত্যেককে (সুফিয়ানী বাহিনী জোটবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাবে। তখন খোরাসানবাসী ইমাম মাহদীকে অনুসন্ধান করতে থাকবে। তার (ইমাম মাহদীর) জন্য দোয়া করতে থাকবে এবং তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকবে। (হাদীসের শেষ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে)" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮২)**

খোরাসানের বাহিনীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

- তাদের পোশাক হবে সাদা ঢিলেঢালা এবং পাগড়ি হবে কালো রঙের।
- তাদের পতাকা হবে কালিমা খচিত কালো পতাকা।
- তাদের চুল, দাড়ি হবে ঝুল পরিহিত উষ্ঠির মত বা বাবরি চুল বিশিষ্ট।
- তাদের বংশ হবে প্রাচীন, তাদেরকে উপনামে (ছদ্মনামে) ডাকা হবে।
- তালোকান (আফগানিস্তানের কুনদুজ, জালালাবাদ) অঞ্চলের মানুষ বেশি থাকবে এই দলে।
- তাদের নেতার নাম হবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। তিনি বনু তামীম গোত্রের লোক হবেন। তার চেহারা হবে হবে হাঙ্গর মাছের মতো আর গায়ের রঙ হবে পিতল বর্ণের।
- তাদের সৈন্যবাহিনী সংখ্যা হবে ৪ বা ৫ হাজার।
- তাদের উত্থান হবে ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠার পর।

- তারা সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ইরানের ফার্স প্রদেশের ইস্তাখর নামক ঐতিহাসিক স্থানে যুদ্ধ করবে।
- তাদের সাথে ৯টি বা ১২টি কালো পতাকাবাহী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।
- সুফিয়ানীকে পরাজিত করার পরেও তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদেরকে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় স্বাধীনভাবে বসবাসের সুযোগ দিবে।
- কয়েক মাস পর সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে তারা পরাজিত হবে। তখন শুয়াইব ইবনে সালেহ পালিয়ে ফিলিস্তিনের জেরুজালেম চলে যাবেন আর মাহদী ও মনসুর পালিয়ে মক্কা চলে যাবেন।

খোরাসানের বাহিনীর আবির্ভাবের পূর্বে সর্বশেষ ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে বড় ধরনের গণহত্যা সংগঠিত হবে

হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন,"সুফিয়ানি কুফায় (মসূল শহরে) প্রবেশ করবে। ৩ দিন পর্যন্ত সে দুশমনদের (Islamic state) বন্দীদেরকে সেখানে আটকে রাখবে এবং ৬০ হাজার কুফাবাসীকে (মসূলবাসী) হত্যা করে ফেলবে। তারপর সে ১৮ রাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের (Islamic state) সম্পদগুলো বণ্টন করবে। তখন তাদের মধ্যে একদল খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানির সৈন্যবাহিনী আসবে এবং কুফার (মসূল) বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে সে খোরাসান বাসীদেরকে তালাশ করবে। খোরাসানে একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইমাম মাহদীর দিকে আহ্বান করবে। অতঃপর মাহদী ও মানসুর উভয়ে কুফা (মসূল) থেকে পলায়ন করবে। সুফিয়ানি উভয়ের তালাশে সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদী ও মানসুর পালিয়ে মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন সুফিয়ানীর বাহিনীকে 'বায়দা' নামক স্থানে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মাহদী মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় যাবেন এবং ওখানে বনু হাশেমকে মুক্ত করবেন। এমন সময় কালো পতাকাবাহী লোকেরা এসে পানির (সমুদ্রে) উপর অবস্থান করবে। কুফায় (মসূল) অবস্থিত সুফিয়ানির লোকেরা কালো পতাকাবাহী দলের আগমনের কথা শুনে পলায়ন করবে। কুফার (মসূল) এর সম্মানিত লোকেরা বের হবে যাদেরকে 'আসহাব' বলা হয়ে থাকে, তাদের কাছে কিছু অস্ত্র-শস্ত্রও থাকবে এবং তাদের

মধ্যে বসরাবাসীদের থেকে একজন লোক থাকবে। অতঃপর কুফাবাসী (মসূল শহরের লোকজন) সুফিয়ানির লোকদেরকে ধরে ফেলবে এবং কুফার যে সব লোক তাদের হাতে থাকবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। পরিশেষে কালো পতাকাবাহী দল এসে মাহদির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।" **(আল ফিতান, ৮৯৩, মুহাক্কিক আহমদ ইবনে শুয়াইব এই হাদিসটির সনদকে 'লাবাসা বিহা' বা 'বর্ণনাটি গ্রহণ করা যেতে পারে' বলেছেন)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন সুফইয়ানী ফোরাত নদী পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যার নাম হবে আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা)। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল (দাজলা নদী/Tigress River)। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে ৭০ হাজার তরবারীধারী (যোদ্ধা) লোককে সে হত্যা করবে। তখন তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর স্বর্ণের ঘরের (পাহাড়) উপর প্রকাশ পাবে। অতপর তারা যুদ্ধ করবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে এবং মহিলাদের পেট চিড়বে বা ফাড়বে। তারা বলবে হয়তো সে কোন গোলাম (Islamic state) কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে র্মারা (Samrra city) এর দিকে কুরাইশ মহিলাদের (সুফিয়ানীর সমর্থনকারী শিয়াদের) নিকট সাহায্য কামনা করবে। সুফুনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাতে পারে। আর তারা বনু হাশেমের (Islamic state) উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না, কেননা তাদের বংশ থেকেই রহমতের নবী (সাঃ) আর তাদের থেকে জান্নাতে পাখি (হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রহঃ) হবে (জন্ম হয়েছে)। হে মহিলাগণ! তখন কি অবস্থা হবে যখন জাহান্নামের অন্ধকার গর্তসমূহে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে, যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতপর তাদের নিকট সাহায্য (খোরাসানের বাহিনী) আসবে। এমনকি তারা (খোরাসানের বাহিনী) সুফইয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান-সন্ততি

আটক থাকবে তাদেরকে বাগদাদ ও কুফা (মসূল) থেকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৫)

বনু হাশেমের কালো পতাকাবাহী দল (Islamic state) যখন সুফিয়ানীর তান্ডবের কারণে ইরাকের মসূল শহরে চুড়ান্তভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সেখানে তাদের ৭০ হাজার সৈন্য বাহিনীকে হত্যা করা হবে, তারপরেই কেবল খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থান হবে।

সকল কালো পতাকাবাহী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হবে

ইরাকের মসূল শহরে ইসলামিক স্টেট যখন চুড়ান্তভাবে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে, তারপর অবশিষ্ট যত কালো পতাকাবাহী দল থাকবে সবগুলো পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হবে। এবং সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে ইরানের ফার্স প্রদেশে ও ইরাকে যুদ্ধ করবে।

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "বনু হাশেম হতে এক যুবক (হারস হাররাস) বের হবে। যার ডান হাতের তালুতে খোরাসানের কালো ঝান্ডবাহী দলের বন্ধুত্ব থাকবে (অর্থাৎ সে কালো পতাকাবাহী দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবেন) তার মধ্যে একটি দলের ভিতর শুয়াইব ইবনে সালেহ থাকবে। সে সুফিয়ানীর সাথীদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের পরাজিত করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০১)

হযরত তাবে (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খোরাসান হতে কালো ঝান্ডাবাহী দল বের হবে তখন তাদের সাথে (কয়েকটি) দূর্বল জাতি বের হবে, তারা সকলেই একত্র হবে। আল্লাহতা'আলা তার সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করে দিবেন। তাদের পরপরই পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীরা (Tuareg Militant) বের হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০০)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার ঘরের অধিবাসীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি (হারস হাররাস) ৮টি ঝান্ডার মধ্যে বের হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৯৮)

তবে কোন কোন বর্ণনায় ৯টি বা ১২ টি দলকে ঐক্যবদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। ঐ সকল সম্ভাব্য দলগুলো হল, যেমনঃ

- Islamic state of Iraq and Syria- Khurasan province (ISIS-KP)
- Islamic state, Cacusas province ev, vilayat kabkaz.
- Islamic movement of Uzbekistan (IMU)
- Ansar Al Furkan (আনসার আল ফোরকান)
- Jundullah (জুন্দুল্লাহ)
- Tarkistan Islamic Party (পূর্ব তুর্কিস্থান ইসলামিক পার্টি)
- Cacusas Emirates (কাকেশাশ এমিরাটস)
- মনসুর ইয়েমেনীর দল (AQAP or, ISIS-YP)
- ইরাকের কুফা (মসূল) থেকে খোরাসানে ফেরত যাওয়া দল।
- Al qaida in subcontinental (AQIS)
- Al Qaida in Afghanistan.

(তবে আল্লাহতা'য়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন)

তাই যে সকল অতি উৎসাহী, দলকানা সমর্থকরা তালেবানকে মুরতাদ বলে, আল কায়দাকে মুরতাদ বলে, জিহাদের ইহুদী বলে বা ইসলামিক স্টেটকে খারেজী, জাহান্নামের কুকুর বলে তাদের এখনই সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।

ইমাম মাহদীর বাহিনী যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইমাম মাহদীর (বাহিনীর) বিরুদ্ধে ১৩টি জাতি বা শহর যুদ্ধ করবে এবং তিনিও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।" এগুলো হলঃ

১। মক্কা (সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা শহর)।

২। মদিনা (সৌদি আরবের মদিনা শহর)।

৩। বসরা (ইরাকের বসরা শহর, এই শহরের বেশিরভাগ মানুষ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন, যারা কালো পতাকাবাহী আহলুস সুন্নাহ এর বিরুদ্ধে ইরাক ও সিরিয়াতে সরাসরি যুদ্ধরত রয়েছে)

৪। আহলে দাস্তে মাইসান (দাস্তে মাইসান এলাকাটি ইরাকের দজলা নদীর সমতল ভূমির নিকটে অবস্থিত, বর্তমানে মসূল, ইরবিল, কিরকুক শহরকে বুঝানো হয়েছে। সূত্রঃ তাবারীর ইতিহাস, ১২তম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮৬)

৫। শাম (সিরিয়াতে বর্তমানে সকল রাফেজি শিয়ারা কালো পতাকাবাহী দলের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে)

৬। উমাইয়া গোত্র (প্রথম সুফিয়ানী ও দ্বিতীয় সুফিয়ানী)

৭। কুর্দি জাতী (বর্তমান YPG, SDF, PzD, PKK, KDP, PUK, KUC)

৮। আরব যাযাবর জাতী।

৯। দাব্বা উপজাতি (সম্ভবত উত্তর আফ্রিকার বর্বর আবকা জাতির বা, Tuareg Militant এর কথা বলা হয়েছে)

১০। গানিয়া (সম্ভবত Ghaniy বলতে আফগানিস্তানের পশতুনদের গানী উপজাতির কথা বলা হয়েছে, কারণ তারাও বর্তমানে কালো পতাকাবাহী দলের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়িত রয়েছে। যেমন আফগানিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আশরাফ গানী এই গোত্রের লোক)

১১। বাহিলা গোত্র। (সৌদি আরবের নজদ বর্তমানে রাজধানী রিয়াদ এলাকায় বসবাসকারী প্রাচীন একটি গোষ্ঠী, বর্তমানে আমরা সৌদি সরকার ও তাদের সহযোগীদের মনে করতে পারি, আর বর্তমানে তারা ইয়েমেনে কালো পতাকাবাহী মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেখতে পাচ্ছি।

১২। আজদ গোত্র। (আজদ বানু কাহলান গোত্রের একটি শাখা, যারা প্রাচীন কাল থেকেই ইয়েমেনে বসবাস করত। বর্তমানে আমরা ইয়েমেনের হুতী বিদ্রোহীদের মনে করতে পারি)

১৩। আহলে রাই। (ইরানের রাজধানী তেহরানের একটি এলাকার নাম Shahr-E-Ray অর্থাৎ বর্তমানে ইরানের সেনাবাহিনী, IRGC ও শিয়া মিলিশিয়ারা ইমাম মাহদীর সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যা আমরা ইতিমধ্যেই দেখতে পাচ্ছি)

(কিতাবুল গাইবাহ, ১৭ নং অধ্যায়, ৬ নং হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৩২; ই'বাত আল হুদাত, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৪৪; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ৩৬৩; হিলয়াতুল আবরার, খন্ড-২, পৃষ্ঠা ৬৩২, A town between basra and ahwaz**)**

এই হাদিসের আলোকে আমি একটি মাত্র দলকেই দেখতে পাই, যারা উপরের প্রতিটি শত্রুর বিরুদ্ধেই একটি অসম লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। আর এই দলটি হল পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক তথাকথিত টেরোরিস্ট গ্রুপ, যারা ৯০ বছর পর খিলাফত ঘোষণা দেওয়ার সাহস করেছে। যদিও তাদের খিলাফত ঘোষণাটি ছিল বিতর্কিত। এছাড়াও আমরা যে দলের উপর সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা করেছিলাম, সেই দলটি এখন পর্যন্ত বসরা, আহলে দাস্তে মাইসান, কুর্দি জাতি ও আহলে রাই এর বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধে জড়াতে দেখিনি।

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে ইরানের যুদ্ধ

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (রহঃ) ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত যে তারা বলেন, সুফিয়ানী খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে (ইরানের ইস্পাহান শহর) ও পারস্যের (ইরানের) ভুমিতে তার সৈন্যবাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনী (ট্যাংক) বাহিনী পাঠাবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের (ইরানের) সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির (হারস হাররাস) নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম (শুয়াইব ইবনে সালেহ)। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়িওয়ালা। **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৫)**

হযরত আবু জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “সুফিয়ানী বাগদাদ ও কুফা (মসূল) প্রবেশের পর তার সেনাবাহিনীকে দূরবর্তী অঞ্চলে (ভাগ ভাগ করে) পাঠিয়ে দিবেন। তার পাঠানো (সৈন্যবাহিনীর) একটি অংশ খোরাসানবাসিদের নদীর (কাস্পিয়ান সাগরের) তীরে পৌঁছে দিবেন। তখন প্রাচ্যবাসীরা (মধ্য এশিয়ার কালো পতাকাবাহী যোদ্ধারা) তাদেরকে যুদ্ধের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাবে। অতঃপর সুফিয়ানীর সৈন্যবাহিনী (প্রাণের ভয়ে) কুফা (মসূল) শহরে ফিরে যাবে। তারপর সুফিয়ানী বনি উমাইয়া গোত্রের একজনের নেতৃত্বে বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় ময়দানে (ফার্স প্রদেশের ইস্তাখর নামক স্থানে) বিশাল একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাবে। অতঃপর কুমুস (কোম শহর), রি অঞ্চল (রাজধানী তেহরান), খুমের জারিহ (তেহরানের পূর্বদিকের সারিহ শহরে) নামক স্থানে যুদ্ধ হবে। ঐ সময় সুফিয়ানী কুফা (মসূল) শহরের ও মদিনাবাসিদের হত্যার নির্দেশ দিবেন। এমন সময় বনি হাশেম গোত্রের একজন যুবক (হারস হাররাস) সমস্ত মানুষদেরকে একত্রিত করার জন্য অনুমোদন করবেন এবং খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে (সাহায্যের জন্য) গ্রহণ করবেন। তার ডান হাতে বড় তিলক থাকবে। আল্লাহতা'য়ালা যুবকটির সমস্ত কাজ ও পথকে সহজ করে দিবেন। তারপর খোরাসানের সীমান্তে যুবকটিকে (প্রতিপক্ষ) আক্রমণ করবে। তখন তিনি রি নামক (তেহরানের পাশে দিয়ে) রাস্তা দিয়ে চলে যাবেন। তারপর বনি তামীম গোত্রের একব্যক্তি যাকে আঞ্চলিক ভাষায় শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে, সে ইস্তাখর ময়দানে উমাইয়াদের (সুফিয়ানী বাহিনীর) দিকে (যুদ্ধের জন্য) বেড়িয়ে পরবে। তখন দুটি অংশের (দুটি রাষ্ট্রের) একটি একটি ভূখণ্ডে যুদ্ধ হবে এবং তাদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ বেধে যাবে। এমনকি অশ্বারোহী বাহিনীর রক্ত পায়ের গোড়ালির গিট পর্যন্ত জমে যাবে। তারপর বনি আদি গোত্রের এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সাজিস্তান থেকে বড় একটি সৈন্যদল এগিয়ে আসবে। আল্লাহ কিভাবে তাকে এবং তার সৈন্যদেরকে সাহায্য করবেন, তা প্রকাশ করবেন। তারপর (কালো পতাকাবাহী দল) রি নামক এলাকা (তেহরান) আক্রমণের পর মাদায়েন শহর (বাগদাদের নিকটবর্তী এলাকা) আক্রমণ করবে। সর্বশেষ আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডারে) এলাকা আক্রমণ করে সবাইকে নিষ্কৃতি প্রদান করবেন। এরপর ঘোষণা দিয়ে বৃহৎ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হবে বাকিল (ফার্স প্রদেশের সিরাজ শহরে) নামক

স্থানে। অতঃপর বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে তারা বাছাই করতে বের হবে এবং কুফা (মসূল) ও বসরা (ইরাকের) লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করবে। এমনকি ঐ সময় কুফা (মসূল) শহরে (সুফিয়ানীর নিকট) যেসব যুদ্ধবন্ধি থাকবে, তাদেরকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৩)

সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে খোরাসানের বাহিনী কোথায় যুদ্ধ করবে?

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন সুফইয়ানী ঘোড়া (সৈন্য) কূফার (মসূল শহরের) দিকে বের হবে। সে খোরাসানবাসীদের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। আর এদিকে খোরাসানবাসীরা মাহদীর খোঁজে বের হবে। অতঃপর সে (হারস হাররাস) এবং হাশেমী ব্যক্তি (মাহদী) কালো পতাকা সহকারে যে পতাকাবাহী দলের সম্মুখভাগে থাকবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। অতঃপর তার এবং সুফইয়ানীর দলের ইস্তাখাররা বাবের (ইরানের একটি প্রাচীন এলাকা) নিকট সাক্ষাৎ (যুদ্ধের জন্য মুখোমুখি) ঘটবে। অতপর তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে এবং (খোরাসানের) কালো পতাকার প্রকাশ পাবে। এবং সুফিয়ানীর সাথী বা দল পালিয়ে যাবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদীর জন্য আকাঙ্খা করবে এবং তাকে ডাকবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১২)

ইস্তাখর বাব শহরটি ইরানের দক্ষিণের ফার্স প্রদেশের (Fars province) একটি ঐতিহাসিক স্থান। আর এখানেই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে সুফিয়ানীর চুড়ান্ত যুদ্ধ হবে। তখন সুফিয়ানী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মারাত্মক ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।

সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হওয়া এবং মাহদীর মক্কায় পালিয়ে যাওয়া

ইরানের ইস্তাখর নামক স্থানে সুফিয়ানী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার ১৮ মাস পরে উল্টো সুফিয়ানী খোরাসানের বাহিনীকে পরাজিত করবে। তখন ইমাম মাহদী ও মনসুর কুফা (মসূল) থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে, আর শুয়াইব ইবনে সালেহ পালিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস চলে যাবে। শুয়াইব ইবনে সালেহ জেরুজালেমে মাহদীর জন্য ভালো একটি অবস্থান তৈরি করতে থাকবেন।

মূলত আল্লাহতা'য়ালা মাহদীর উত্থানের জন্যই হয়তো তাদেরকে সাময়িক পরাজয় দান করবেন। যাতে করে নবুয়তের আদলে খিলাফত পুরো মুসলিম বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করা যায়। কোন কোন সময় পরাজয় বিজয়ের চেয়েও বেশি কিছু প্রদান করে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সুনিপুণ কারিগর। (আলহামদুলিল্লাহ)

মদিনা শহরে সুফিয়ানীর ধ্বংসলীলা চালানো এবং সেখানে হত্যাকাণ্ড

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, "কূফায় (মসূল শহরে) ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর সুফিয়ানী ঐ ব্যক্তির (বানু কাল্ব গোত্রের তার সহযোগীর) নিকট পত্র লিখবে যে, তার সৈন্যদল নিয়ে কূফায় এসেছে। সে পত্রে তাকে হিজাজের (সৌদি আরবের) দিকে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিবে। ফলে সে মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। অতপর সে কুরাইশের উপর অস্ত্র ধারণ করবে। অতপর তাদের থেকে ও অন্যান্যদের থেকে চারশত লোককে হত্যা করবে। মহিলাদের পেট চিড়বে এবং শিশুদেরও হত্যা করবে। আর কুরাইশের দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, একজন পুরুষ ও তার বোনকে। তাদেরকে মুহাম্মাদ ও ফাতেমা বলা হবে এবং তাদেরকে মদীনার মসজিদের (মসজিদে নববীর) গেটে তাদের শুলে চড়ানো হবে (বা তাদের মাথা ঝুলিয়ে রাখা হবে)।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯২২)**

বলা হয়ে থাকে, ৬৩ হিজরীতে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া যখন জোর করে ক্ষমতা দখল করেছিল, তখন মদিনার বড় বড় সাহাবীরা তাকে মেনে নেয়নি, যার কারণে ইয়াজিদ মদিনা আক্রমণ করেছিল এবং সেখানে ১০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল। পুরো মদিনা শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল। আর সুফিয়ানী যখন মদিনা আক্রমণ করবে তখন মদিনার সকল মানুষ পালিয়ে চলে যাবে, যারা থাকবে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে। সুফিয়ানীর তান্ডব দেখে মনে হবে ইয়াজিদের মদিনা আক্রমণ ছিল সামান্য একটি বেত্রাঘাতের মত।

মাহদীর আবির্ভাব এবং বাইদার প্রান্তে মরুভূমিতে সুফিয়ানীর সৈন্যবাহিনী ধ্বসে যাওয়া

হযরত আমর ইবনে শু'আইব তিনি তার দাদা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, (ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর) "জুলকা'দা মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে দ্বন্দ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ঘটনা ঘটবে। ফলে হজ্জ পালনকারীরা লুণ্ঠিত হবে এবং মিনায় যুদ্ধ সংগঠিত হবে। সেখানে ব্যাপক প্রাণহানির ঘটনা ঘটবে এবং রক্তের স্রোত বয়ে যাবে। অবশেষে তাদের নেতা (হযরত মাহদী) পালিয়ে রুকন ও মাকামে ইব্রাহিমের মধ্যখানে চলে আসবে। তাঁর অনীহা সত্ত্বেও মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। তাঁকে বলা হবে, আপনি যদি আমাদের থেকে বাইয়াত নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমরা আপনার ঘাড় উড়িয়ে দিব। বদর যুদ্ধের সংখ্যার সমসংখ্যক (৩১৩ জন) মানুষ তাঁর হাতে বায়'আত গ্রহণ করবে। সেদিন যারা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।" **(মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫৪৯)**

উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "জনৈক খলীফার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করে বিরোধ সৃষ্টি হবে। তখন মদিনার একজন লোক পালিয়ে মক্কা চলে আসবে (এই আশঙ্কায় যে, পাছে মানুষ আমাকে খলীফার পদে অধিষ্ঠিত করে কিনা) মক্কার লোকেরা তাঁকে খুঁজে বের করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুকুন এবং মাকামে ইব্রাহিমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবে। বাইয়াতের খবর শুনে সিরিয়ার দিক থেকে এক বিশাল বাহিনী প্রেরিত হবে। মক্কা মদিনার মাঝামাঝি বায়দা নামক স্থানে এসে পৌঁছানোর পর এই বাহিনীটিকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেওয়া হবে। বাহিনী ধ্বসের সংবাদ শুনে সিরিয়ার 'আবদাল' (শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ) ও ইরাকের 'আসাইব' (সম্মানিত মুসলিম ব্যক্তিবর্গ) মক্কায় এসে তাঁর (ইমাম মাহদীর) নিকট বাইয়াত হবে। অতঃপর সিরিয়ার বনু কালব গোত্রের এক কুরায়শীর আবির্ভাব হবে। সিরিয়ার দিক থেকে সে বাহিনী প্রেরণ করবে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে পরাস্ত করবেন, যার ফলে তাদের উপর বিপদ নেমে আসবে। এটিই হল 'কালবের যুদ্ধ'। যে ব্যক্তি কালবের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে, সে ব্যর্থ বলে বিবেচিত হবে। তাঁরপর তিনি ধনভাণ্ডার খুলে

দেবেন, মাল দৌলত বণ্টন করবেন এবং ইসলামকে বিশ্বময় খেলাফতের আদলে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। এই অবস্থা অব্যাহত থাকবে সাত বছর কিংবা (বলেছেন) নয় বছর।" (আল মু'জামুল আওসাত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৫; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস ৬৯৪০; ইবনে হিব্বান, হাদিস ৬৭৫৭; আল মু'জামুল কাবীর, হাদিস ৯৩১)

সুনির্দিষ্ট উপসংহারে না পৌঁছালেও একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে হাদিসে বর্ণিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরি সামরিক পরিস্থিতির উপর। বিশেষ করে, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, ইয়েমেন, জর্দান, মিশর, লিবিয়া, সৌদি আরব, আফগানিস্তান, ইরান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, পূর্ব তুর্কিস্থানসহ সকল মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে। যাতে আমরা গাফিলতির কারণে ভূল পথে চলে না যাই।

(২) হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি কারা হবে? কিভাবে তাদের উত্থান ও পতন হবে?

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আর সুফিয়ানীর পূর্বে অবশ্যই সিরিয়াতে হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতির (Tuareg) উত্থান হবে। আর এই সুফিয়ানী কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) দের পরাজিত করেই সিরিয়াতে তার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) কিন্তু আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, কিন্তু আমরা কেউ তাদেরকে চিনতে পারছি না। তাই আমরা না জেনেই বলে দিচ্ছি আবকা জাতি হল, লেবাননের হিজবুল্লাহ, কেউ বলছে ইরাকের কুর্দি বাহিনী, কেউ বলছে মিশরের ইখওয়ানুল মুসলিমীন (Muslim Brotherhood)। তারা কেবল হলুদ পতাকা দেখেই বিভিন্ন দলের উপর আবকা জাতির ট্যাগ লাগিয়ে দিচ্ছে। সত্যিকার অর্থে কেউ তাদেরকে চিনতে পারছি না, তাই কেউ তাদেরকে নিয়ে মানুষকে সতর্ক ও করছে না।

হলুদ পতাকাবাহী এই আবকা জাতি (Tuareg) এতই হিংস্র এবং ক্ষমতাধর হবে যে, তাদের কাছে সর্বপ্রথম পরাজিত হবে উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থানরত কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির অনুসারীরা (Islamic state), তারপর তারা মিশর দখল করবে, আমেরিকানদের মিশর থেকে পরাজিত করে বের করে দিবে, জর্দান দখল করবে, ফিলিস্তিনে তাদের উপস্থিতি থাকবে, সর্বশেষ সিরিয়ার অর্ধেক এলাকা তাদের দখলে থাকবে।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজি (রহঃ) থেকে শুনে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "পশ্চিমারা একসময় (অর্থাৎ হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি Tuareg) পৃথিবী শাসন করবে। কতইনা জঘন্য হবে তাদের শাসন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৫১)

আসমা ইবনে কাইস সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি সর্বদা তার নামাযে মাগরিবী (Tuareg) ফিৎনা থেকে আল্লাহতা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৪৯)

প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, "আসমানের নিচে বর্বর জাতি (Tuareg) থেকে নিকৃষ্টতম কোনো জাতি নেই। আল্লাহতা'আলার রাস্তায় সামান্য পরিমাণ জায়গা সদকা করা আমার কাছে শত বর্বর জাতি (Tuareg) আযাদ করা থেকে অনেক উত্তম।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৫৩)

উম্মুল মুনিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে কিছু সদকা করতে বলে বললেন, এ সদকা থেকে যেন বর্বর জাতির (Tuareg) কাউকে কোনো কিছু দান করা না হয়। যদিও সেগুলো কোনো কুকুরকে ভক্ষণ করানো হলেও (অর্থাৎ তাদের কুকুরকেও যেন কিছু না দেওয়া না হয়)" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৫৪)

কিন্তু কেন রাসূল (সাঃ) তাদের ব্যাপারে আমাদেরকে এত কঠিন ভাষায় সতর্ক করলেন?

১। তাদের পূর্ব পুরুষরা আল্লাহতা'য়ালার প্রেরিত একজন নবীকে জবাই করে সে নবীর মাংস রান্না করে খেয়েছিল।

২। তারাই উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির অনুসারীদেরকে কাফের সম্বোধন করে বের করে দিবে।

৩। তারাই হাজার বছর পূর্বের হারিয়ে যাওয়া দাস প্রথা পুনরায় চালু করবে এবং মিশরের সম্মানিত মহিলাদেরকে মাত্র ২৫ দিরহামের বিনিময়ে দাসী হিসেবে বিক্রি করবে।

৪। তারাই সিরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর হোমস (Homs) শহরে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির অনুসারীদের উপর ১৬ মাস অবরোধ করে রাখবে।

৫। তারা নারী-পুরুষ সবাইকে কোন কারণ ছাড়াই হত্যা করবে এবং গর্ভবতী নারীদেরকে পেট ছিঁড়ে বাচ্চা বের করে আনবে।

৬। তারা আমেরিকা, ফ্রান্স ও ব্রিটেনেকে মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে পরাজিত করে বের করে দিবে।

তাদেরকে চিনার উপায় এবং তাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১) তারা হবে হলুদ পতাকাবাহী এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বরজাতি।

২) তাদের নেতা হবেন লম্বা প্রকৃতির একজন মানুষ। এবং তার নাম হবে আব্দুর রহমান হিন্দ।

৩) তারা উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থানরত কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির অনুসারীদের সাথে ৭ বার যুদ্ধে ঝড়াবে।

৪) তারা মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর এবং নৌ বন্দর আলেকজেন্দ্রিয়া থেকে আমেরিকান/ফ্রান্স/ব্রিটেনের সৈন্য এবং যুদ্ধ জাহাজকে হামলা করে দেশ থেকে বের করে দিবে। (২০১৭ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট সিসি আলেকজেন্দ্রিয়াতে মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সামরিক কেন্দ্র উদ্বোধন ঘোষণা করেন)

৫) তাদের মোকাবিলা করার জন্য কালো পতাকাবাহী লোকজন এবং আরবরা সবাই একসাথে হামলা করবে।

৬) তারা হবে সভ্যতার বাইরের এক জাতি এবং সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক এর মসজিদের সৌন্দর্য দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে।

৭) তারা মিশর দখল করার পর দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল ফিলিস্তিনের রামাল্লায় এই থাকবে। আরেক দল সিরিয়ার হোমস শহরে থাকবে।

কারা সেই জাতি? তাদের বর্তমান অবস্থা কি?

উত্তর আফ্রিকার দেশ নাইজার, মালি, বুরকিনা ফ্রাসো, দক্ষিণ আলজেরিয়া, এবং দক্ষিণ পশ্চিম লিবিয়ার তাওয়ারেগ (Tuareg) বা, তুরেগ উপজাতি। তাওয়ারেগ শব্দের অর্থ হল, আল্লাহর অবহেলিত বা পরিত্যক্ত জাতি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শাহারা মরুভূমিতে তাদের বসবাস। বর্তমানে তারা পৃথিবীর সবচেয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত জাতি। তাদের বর্তমান সংখ্যা প্রায় ২৫-৩০ লক্ষ। তার মধ্যে নাইজার ২০ লক্ষ, মালিতে ৫ লক্ষ, বুরকিনা ফ্রাসোতে ৪ লক্ষ। এছাড়া আলজেরিয়া ও লিবিয়াতে প্রায় ২ লক্ষ লোক বসবাস করে। তারা মরুভূমিতে ছাগল, গরু, উট পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও সাহারা মরুভূমির সবচেয়ে বড় পাচারের রুট তারা নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রায় ৩০০০ বছর ধরে তারা সাহারা মরুভূমিতে বসবাস করে আসছে। প্রাচীন গ্রিক ইতিহাসে তাদের বর্ণনা রয়েছে। ৮ম শতাব্দীতে তারা ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। যদিও তারা মালেকি মাজহাবের অনুসারী কিন্তু তাদের পরিবার পরিচালনা করে মহিলা। ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের

উপনিবেশ ছিল তাদের এলাকায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি এবং মূল্যবান পদার্থ ইউরেনিয়াম রয়েছে তাদের এলাকায়। লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি তাদেরকে লিবিয়াতে প্রবেশ এবং পশু ক্রয় ও বিক্রয়ের সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু গাদ্দাফির মৃত্যুর পর তারা আবার ও বিপদে পরে যায়।

কবে হবে তাদের উত্থান? কিভাবে হবে?

২০১১ সালে আরব বসন্ত যখন লিবিয়াতে মুয়াম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে আন্দোলন যখন গৃহযুদ্ধে রুপ নেয়। তখন তাদের জীবিকা নির্বাহ আরো কঠিন হয়ে যায়। এছাড়াও উত্তর আফ্রিকাতে আল কায়দার অনুসারী ইসলামিক মাগরিব (Islamic Magrib) আনসার আদ দিন, ইসলামিক শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছিল একই সাথে তাওয়ারেগদের আয়মান আলী গ্রুপ আজওয়াদ বা, তাওয়ারেগদের জন্য স্বাধীন দেশের আন্দোলন শুরু করে। অল্প দিনের মধ্যেই তাওয়ারেগরা এবং আল কায়দার অনুসারীরা মালির রাজধানী কিদাল, তিমবুক্তুসহ অধিকাংশ এলাকা দখল করে নেয়। তখন এই এলাকার সাবেক উপনিবেশ স্থাপনকারী ফ্রান্স তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ফ্রান্সের হামলার পর আল কায়দার অনুসারীরা পিছু হটলেও অল্প দিনের মধ্যেই তাওয়ারেগরা ঘুরে দাঁড়ায়। কিন্তু লিবিয়াতে তারা দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে। ২০১৫ সালে কাতারের মধ্যস্থতায় ফিল্ড মার্শাল খলিফা হাতফার পরিচালিত Libyan National Army সাথে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করে। ২০১৭ সালে এসে তাওয়ারেগরা মালি (Mali) এর তিমবুক্তু থেকে লিবিয়ার গাট (Ghat), গাদামেস, উবারি (Ubari) প্রদেশ পর্যন্ত বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

হযরত ওলীদ ইবনে ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কালো পতাকাবাহী হয়ে যখন তুর্কী সম্প্রদায় (তুরস্ক) বের হয়ে আসবে, তখন তোমরা তাদের ঘোড়ার যৌবন (ট্যাংক) নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না পশ্চিমারা (Tuareg) বের হয়ে আসে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৪৭)

অত্যন্ত আশ্চর্যের সাথে আমরা দেখছি, সিরিয়া যুদ্ধের শুরু থেকেই তুরস্ক নিজেদের দুরত্ব বজায় রাখছে। কিন্তু ২০১৬ সালে তারা হঠাৎ করেই ইসলামিক স্টেট এর সাথে লড়াই করে উত্তর সিরিয়ার আল বাব শহর, এইজাজ শহরসহ কিছু এলাকা দখল করে, তারপর ২০১৭ সালে সুন্নীপন্থী বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি ইদলিব রক্ষা করতে রাশিয়া, ইরানের সাথে কাজাকিস্তানের রাজধানী আস্তানায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি করে। ২০১৮ সালে তারা উত্তর সিরিয়ার আফরিন শহরে আমেরিকানপন্থী কুর্দি বাহিনী, YPG, SDF, PKK এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়ায়। ইতোমধ্যেই তারা ঘোষণা দিয়েছে, মানবিজ শহরেও অভিযান চালাবে। হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারি, তুরস্ক দীর্ঘদিন ধরেই সিরিয়া যুদ্ধে জড়িত থাকবে। তাই তাদের যুদ্ধ করা অবস্থায় হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) সম্প্রদায়ের উত্থান হবে।

প্রসিদ্ধ সাহাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "যখন মাগরিববাসীরা (Tuareg) মিশর ভুখন্ডে প্রবেশ করে এতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থান করবে। মিশরের আদিবাসিকে হত্যা করবে এবং বন্দি করবে। সে সময় অনেক ক্রন্দনকারী মহিলা তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হওয়ার কারণে বিলাপ করতে থাকবে, অনেকে কান্নাকাটি করবে তাদের সম্মানহানী হওয়ার কারণে। আবার অনেকে কাঁদবে তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করার কারণে। আবার কেউ কেউ বিলাপ করতে থাকবে মৃত্যু ও কবরকে আলিঙ্গন করার জন্য।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৬৭)

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "বর্বরজাতি লুকানো জাহাজ (সাবমেরিন) থেকে অবতরণ করে উম্মুক্ত তলোয়ার (ক্রুজ মিজাইল) নিয়ে হিমসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে। এক পর্যায়ে হিমস নগরীতে প্রবেশ করবে। তখন বর্বর জাতির লক্ষণ হবে, তাদের মুখে থাকবে, ইয়া হিমস! ইয়া হিমস!! (হোমস শহর জঙ্গীরা ধ্বংস করে দিল)" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৭৯)

আব্দুস সালাম ইবনে মাসলামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি আবু কাবিলকে বলতে শুনেছি, যখনই মিশরের মিম্বরে আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ কালো পতাকাবাহী দলের নেতা) আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাঠ করা হবে, তাহলে বেশিদিন আর অপেক্ষা করতে হবে না সেই মিম্বরে পৃথিবীর

নিকৃষ্টতম বাদশাহ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান (অর্থাৎ হলুদ পতাকাবাহী দলের নেতা) আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করা হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৩৮)

অর্থাৎ যখন মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মালিতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state of Iraq and Syria এর অনুসারীরা) মিশর দখল করে নিবে এর কিছুদিন পরেই হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি অর্থাৎ (তাওয়ারেগ Tuareg) উত্থান হবে। তারা ইতোমধ্যেই লিবিয়া ও মালি সীমান্তবর্তী এলাকায় কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) এর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে, মালি লিবিয়া সীমান্তে ইসলামিক স্টেট এর সাহারা মরুভূমি অঞ্চলের আমিরকে হত্যা করেছে।

আমাদের জন্য উদ্বেগ বিষয় হল সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক ও সিরিয়ায় চাপের মুখে থাকা ইসলামিক স্টেট (Islamic state) ২০১৭ সালে শুধু লিবিয়াতে ১২ হাজার সৈন্য জড়ো করেছে এবং নতুন অনুসারীদেরকে লিবিয়াতে হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। তাই পরবর্তীতে যেকোন সময় তারা ইরাক ও সিরিয়ার মত বড় ধরনের অভিযান শুরু করতে পারে। ইতোমধ্যেই তাদের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে তারা ৫ম সাহেল অভিযান (Shahel desert war) শুরু করবে। যার লক্ষে তারা লিবিয়াতে প্রচুর পরিমাণে ভারি অস্ত্র, গাড়ি, ট্রাক, বুলডেজার ও অর্থ সংগ্রহ করছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর আফ্রিকায় আল কায়দার মাগরিব অঞ্চলের চারটি জোট একত্রিত হয়ে (Jamat Nusrat Al Islam wal Muslimin-JNIM) নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মালি, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিশরে তাদের তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও শুধু মিশরেই আল কায়দা ও ইসলামিক স্টেট এর অনুসারী ১৭টি গ্রুপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এছাড়াও ২০১৮ সালের ৩মার্চ মাসে খলিফা হাতফার পরিচালিত Libyan National Army তাদের আশেপাশের Tuareg militant, JNIM, কালো পতাকাবাহী (Islamic state) সৈন্যদের আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচতে রাশিয়াকে লিবিয়ায় দ্রুত সামরিক ঘাঁটি করতে অনুরোধ করে।

তাই সকল মুসলমানদের যারা ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের অপেক্ষায় আছেন, তাদের জন্যে অবশ্যই উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থানরত কালো পতাকাবাহী (Islamic state of Iraq and Syria এবং আল কায়দার অনুসারীরা Jamat Nusrat Al Islam and Muslimin-JNIM) এবং হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ (Tuareg) সম্প্রদায়ের উপর নজর রাখা জরুরী।

(৩) ইসলামিক স্টেট (ISIS) কি আসহাব জাতি? তাদের কি পুনরায় উত্থান হবে? তাদের শেষ পরিণতি কি হবে?

সিরিয়া যুদ্ধের পর থেকেই ইসলামিক স্টেট (ISIS) একটি বিতর্কিত নাম। মিডিয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগ মানুষ এই দলটির নাম শুনেছে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এই দলটিকে শত্রু মনে করে থাকে। তাদের মনে ধারণা হচ্ছে, ইসলামিক স্টেট মানেই শিরশ্ছেদ করা, আত্মঘাতী বোমা হামলা করা, নারীদের ধর্ষণ করা, আর মিডিয়ার হেডলাইনে থাকা। এমনকি বেশিরভাগ মডারেটপন্থী মুসলমান মনে করে ইসলামিক স্টেট হচ্ছে আমেরিকা এবং ঈসরাইলের তৈরি একটি দল, এবং তারা ইহুদীদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে। যদিও তাদের কাছে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য প্রমাণ নেই। তাই আসুন হাদীসের আলোকে জানি, ইসলামিক স্টেট আসলে কে? কি হবে তাদের চূড়ান্ত পরিণতি? তারা কি আসলেই আমেরিকা ও ঈসরাইলের তৈরি? নাকি অন্য কিছু?

ইসলামিক স্টেট সম্পর্কে হাদিসের আশ্চর্য কিছু বর্ণনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুরাইর আল-গাফিকী (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, "স্বর্ণ খনিতে যেমনিভাবে স্বর্ণ বাছাই করা হয় অচিরে এমন ফিত্না হবে যে, তাতে মানুষকে তেমনিভাবে বাছাই করা হবে। সুতরাং তোমরা শামবাসীকে গালি দিও না বরং তাদের মধ্য হতে যারা যালেম তাদেরকে দোষারোপ করো। কেননা তাদের মাঝে রয়েছে আব্দাল তথা; আল্লাহর প্রিয় বান্দারা। আর অচিরেই আল্লাহতা'আলা তাদের উপর আসমান থেকে এমন সুখ-সাচ্ছন্দ প্রেরণ করবেন যে, তাতে তিনি তাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন। এমনকি অবস্থা এমন হবে যে, তাদের সাথে যদি শিয়ালও লড়াই করে তাহলে

শিয়ালও তাদের উপর জয়লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহতা'আলা সেই সময়ে রাসূল (সাঃ) এর পরিবার থেকে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, (এমনই এক দল নিয়ে) যারা সংখ্যায় হবে কম করে বারো হাজার, আর বেশী হলে সংখ্যায় তারা হবে পনের হাজার। তাদের আলামত অথবা লক্ষণ হবে "মৃত্যু বরণ করাও, মৃত্যু বরণ করাও"। তাদের বিরূদ্ধে লড়াই করবে সাত পতাকাধারীরা। প্রত্যেক পতাকাধারীই সাম্রাজ্যের/দুনিয়ার জন্য লালায়িত হবে এবং তারা লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পরাজিত হবে। অতঃপর হাশেমীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তখন আল্লাহতা'আলা মানুষের নিকটে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ভালোবাসা ও নিয়ামত ফিরিয়ে দিবেন। অতঃপর তাদের এ অবস্থা থাকতেই দাজ্জালের উদয় ঘটবে।" **(মুসতাদরাক হাকেম, হাদিস নং ৮৬৫৮, ইমাম হাকেম (রহঃ) এবং ইমাম যাহাবী (রহঃ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)**

হযরত উসমান ইবনে আবু শায়বা (রহঃ), হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, একদা আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিকটে বসা ছিলাম, তখন বনু হাশেম (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিজের) গোত্রের কতিপয় যুবক এসে উপস্থিত হল। যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে দেখলেন, তখন তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তার চেহারার রং পাল্টে গেল। হাদিস বর্ণনাকারী রাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেন, আমরা আপনার চেহারায় সব সময় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখতে পাই। তখন তিনি বললেন, "আমরা সেই পরিবারের লোক, যাদের জন্য আল্লাহতা'য়ালা দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে নির্বাচন করেছেন। আমার পরিবার পরিজন আমার (মৃত্যুর) পরে অচিরেই কঠিন বিপদ আপদের সম্মুখীন হবে, দেশান্তরে বাধ্য হবে। এমনকি তাদের সাহায্যে প্রাচ্য (খোরাসান) থেকে কালো পতাকাবাহী একদল লোক এগিয়ে আসবে। তারা কল্যাণ (খিলাফত) চাইবে কিন্তু তাদেরকে তা দেওয়া হবে না, তখন তারা যুদ্ধ করবে এবং বিজয়ী হবে। একপর্যায়ে তারা যা (খিলাফত) চেয়েছিল, তাদেরকে তা দেয়া হবে কিন্তু তখন তারা তা গ্রহণ করবে না। অবশেষে তারা আমার পরিবারের একজনের (মাহদীর) নিকট তা (খিলাফত) সোপর্দ করবে। সে পৃথিবীকে ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করে দিবে, যেমনিভাবে এর পূর্বে এটি অন্যায় ও জুলুম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তোমাদের মধ্যে যারা সেই যুগ পাবে, তারা

যেন তাদের নিকট যায়। যদিও বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪০৮২)

ইসলামিক স্টেটের (ISIS) এর বর্তমান খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী তিনি মূলত কুরাইশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের হযরত হোসাইন (রাঃ) এর বংশধর। এছাড়াও প্রাক্তন আমির আবু উমর আল বাগদাদী তিনিও কুরাইশ বংশের ছিলেন।

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "তখন কেমন হবে? যখন ইমাম মাহদীর সহযোগীরা কুফা (মসূল) শহরের মসজিদে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করবে? তারপর তিনি (মাহদী) নতুনভাবে নতুন শাসক রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি আরবদের প্রতি কঠোর হবেন।" (কিতাবুল গাইবাত, অধ্যায় নং ২১, হাদিস নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৪৭০; মুজ'য়াম আল হাদীস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৪, পৃষ্ঠা নং ৪৭; বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ২২৩)

ইসলামিক স্টেট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে বলে রাখি, হাদিসে বর্ণিত কুফা নগরী সম্পর্কিত সকল হাদিসগুলো সতর্কতার সাথে মসূল শহরের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

২০১৪ সালে রমজান মাসে ইসলামিক স্টেট যখন প্রথম খিলাফত ঘোষণা করে, তখন প্রথমবারের মত তাদের খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী ইরাকের মসূল শহরের ঐতিহাসিক আন নুর মসজিদে প্রকাশ্যে আসেন এবং জুমার নামাজের খুৎবা (ভাষণ) প্রদান করেন। তখন থেকে ইসলামিক স্টেট এর অনুসারীরা মসূল শহরের এই তাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়াও ইসলামিক স্টেট থেকে American lead coalition নেতৃত্বাধীন বাহিনী যখন মসূল পূনর্দখলের যুদ্ধের সময়ে তারা এটিকে ইসলামিক স্টেট এর ঘাঁটি মনে কওে, এই মসজিদটির উপর বোমা হামলা চালিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এক কথায় বলা চলে, ইসলামিক স্টেট এর উত্থান হয়েছে এই মসূল শহর বিজয় এবং আন নুর মসজিদে জুমার নামাজে আবু বকর আল বাগদাদীর ভাষণের মাধ্যমে।

হযরত আবু বসির (রহঃ), হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন তিনি (ইমাম মাহদী) আবির্ভূত হবেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তুমি ইরাকের আনবার, ফোরাত নদীর উপকূল, দাজলা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা, সিরাজ (ইরানের একটি শহর) থেকে সৈন্য বাহিনীকে আসতে দেখবে এবং কুফা (মসূল) শহরের (আন নুর মসজিদের) মিনার ধ্বংস হতে দেখবে, এবং কুফা (মসূল) শহরের কিছু বাড়ি ঘর আগুনে জ্বলতে দেখবে। তখনই আল্লাহতা'য়ালা তার ইচ্ছা অনুযায়ী (বিশেষ) কিছু ঘটাবেন। অর্থাৎ তখনই সত্যিকার অর্থে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। কেউ আল্লাহর নির্দেশকে আটকাতে পারবে না, কেউ আল্লাহর বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।" (ফালাইস সায়েল, পৃষ্ঠা ১৯৯; আল মিসবাহ, পৃষ্ঠা ৫১; আল বালাদুল আমিন, পৃষ্ঠা ৩৫)

হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "বনী হাশেমের এক ব্যক্তি বাদশা হবে। অতপর সে বনী উমাইয়াকে হত্যা করবে। এমনকি তাদের মাঝে দূর্বল ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। তাদের ব্যতীত অন্য কাউকে সে হত্যা করবে না। অতপর বনী উমাইয়া হতে এক ব্যক্তি বের হবে। সে প্রত্যেক এক ব্যক্তির পরিবর্তে দুই জনকে হত্যা করবে। এমনকি বনী হাশেমের মহিলা ব্যতীত কেউ জীবিত থাকবে না। অতপর মাহদী বের হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৬৮)

ইসলামিক স্টেট এর খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী, তিনি হচ্ছেন কুরাইশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের লোক। তাই যদি হাদীসে বনি হাশেম বলা হয়ে থাকে, বুঝতে হবে ইসলামিক স্টেট এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আসহাব জাতি (Islamic state) রাজত্ব পাওয়ার পর পরই তারা বনি উমাইয়া বংশের একজনকে হত্যা করবে। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় সুফিয়ানী হয়ে যে আত্মপ্রকাশ করবে, সে কিন্তু সরাসরি বনি উমাইয়া বংশের আবু সুফিয়ানের বংশধর থেকে হবে। আর তার সহযোগী হবে বানু কাল্ব গোত্রের লোকজন অর্থাৎ বর্তমানে যারা বাশার আল আসাদকে সমর্থন করে যুদ্ধ করছে, তারাই প্রথম সুফিয়ানী ও দ্বিতীয় সুফিয়ানীর পক্ষেই যুদ্ধ করবে।

অর্থাৎ সহজ ভাষায়, ইসলামিক স্টেট রাজত্ব পাওয়ার সাথে সাথেই বাশার আল আসাদের সমর্থনকারী শিয়া মিলিশিয়া, কাল্বী/আলাবী, হিজবুল্লাহ, SAA, IRGC রাশিয়ান সৈন্যকে হত্যা করবে। এমনকি একসময় দূর্বল সাধারণ লোক ব্যতিত তাদের পক্ষে যুদ্ধ করার মত কোন লোকই থাকবে না। এরপর পুনরায় বনি উমাইয়া বংশের (সুফিয়ানী) আত্মপ্রকাশ করবে এবং প্রতি ১ জনের বিপরীতে দুইজন হত্যা করবে। এমনকি আসহাব জাতির (Islamic state) মহিলা ব্যতীত কোন পুরুষ লোকই বেচেঁ থাকবে না। সবাইকে সুফিয়ানী হত্যা করে ফেলবে।

কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) ও হায়াতা তাহরির আল শাম (HTS) এর মধ্যকার ফিৎনা সম্পর্কে হাদিস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "শাম দেশে ফিৎনা এত বেশি, তীব্র আকার ধারণ করবে যা দ্বারা সমাজের সম্মানী লোকজন প্রথমে বিজয়ী হবে। অবশ্যই সেটা খুবই অল্প সময়ের জন্য থাকবে। অতঃপর নিম্ন শ্রেণীর লোকজন জয়লাভ করতে থাকবে। যাদের জ্ঞান বুদ্ধি হবে খুবই কম। তারা সম্মানী লোকদেরকে কৃতদাস বানিয়ে রাখবে যেমন পূর্ববর্তী যুগের লোকজন গোলাম বানিয়ে রাখতো।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৯)**

আমরা দেখেছি, সিরিয়া যুদ্ধের প্রথমদিকে ২০১২-১৩ সালে খুব দ্রুতই (Islamic state of Iraq-ISI) এবং জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান HTS) যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়। তারা অল্প দিনেই দেইর আজ জুর, রাক্কা, আলেপ্পো, ইদলিব, দারা, দামেস্ক এর পূর্বাঞ্চলসহ সিরিয়ার বেশিরভাগ এলাকাই দখলে নিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ২০১৬ সালের শুরু থেকেই তারা একে একে আলেপ্পো, পালমিরা, দারা, রাক্কা, দেইর আজ জুর হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে কেবল ইদলিব ছাড়া সিরিয়ার বেশিরভাগ এলাকাই শিয়াপন্থী সিরিয়ার সরকারি বাহিনী এবং কুর্দি বাহিনীর দখলে রয়েছে। এবং এই পুনর্দখলকৃত এলাকাগুলোতে সুন্নিপন্থী বিদ্রোহী এবং ইসলামিক স্টেট এর অনুসারীদের উপর হত্যা, বন্দি, নির্যাতনসহ অনেকটাই কৃতদাসের মতই আচরণ করছে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সুবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কিছুদিনের মধ্যে এমন এক খলীফা আত্মপ্রকাশ করবে, লোকজন যার হাতে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে এবং তার নায়েব (সহযোগী) তার দুশমন হয়ে যাবে। যার কারণে একাকী সফর করা বিহীন তার আর কোনো উপায় থাকবে না। এভাবে চলতে চলতে এক সময় তারা দুশমনের (শত্রুর) উপর বিজয়ী হবে। ইরাকবাসিরা তাকে ইবায় ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানাবে এবং বলবে এটা হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান, যার কারণে তারা তাকে ছেড়ে চলে যাবে। তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা নিযুক্ত করবে, সকলে তার কাছে যাবে এবং হিমস নগরীর হানাসিরা পাহাড়ে তার স্বাক্ষাৎ পাবে। শামবাসিদের কাছে এ সংবাদ পাঠানো হলে তারা একজনের সান্নিধ্যে জমায়েত হবে, তাদের সাথে ভয়াবহ একটি লড়াই হবে। এমনকি এক লোক তার বাহনের উপর দাড়াতে চাইলে সে গণনা করতে পারবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৭২)

ইসলামিক স্টেট খিলাফত ঘোষণার পূর্বে জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান HTS) সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শিয়া নুসাইরি, কাল্বী, হিজবুল্লাহ, ইরান ও বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল, তখন তারা খুব দ্রুতই সাফল্য পাচ্ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেট যখনই খিলাফত ঘোষণা করল, তখন সিরিয়ার কোন জিহাদী গ্রুপ তাদেরকে বাইয়াত তো দেয়নি। বরং জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান HTS) এর কমান্ডার আবু মুহাম্মদ জুলানী (হাফিঃ) তাদের শত্রু হয়ে গেল। যে কিনা ২০১৪ সালের পূর্বে তাদের বিশ্বস্ত সহযোগী ছিল। তখন একাকী পথ চলা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় রইল না। হাদিসের শেষ অংশটি অন্য হাদীসের সাথে আলোচনা করা হবে।

হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, “একজন লোক যে ফিতানের আলামত হবে। তিনি বলেন সে রিক্কায় (রাক্কা) অবস্থান নিবে। আর সে হবে আব্বাসীয় বংশভূত একজন লোক। অতপর সে সেখান দুই বছর অবস্থান করবে। অতপর সে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অতপর সে রোমের উপর যতটা না বিপদের কারণ হবে তার বেশী বিপদের কারণ হবে মুসলমানদের জন্য। অতপর সে যুদ্ধ হতে রিক্কাতে (রাক্কাতে) ফিরে আসবে। অতপর তার নিকট

পূর্বাঞ্চল (ইরাক) হতে যা সে অপছন্দ করে তা তার নিকট আসবে। অতপর সে পাশ্চাত্যে ফিরে যাবে। কিন্তু সে সেখান থেকে ফিরে আসবে না। অতপর বনি আব্বাসের আরেকজন তার স্থলাভিষিক্ত হবে। আর তার মাথার উপরেই সুফইয়ানির আর্বিভাব হবে। এবং তার রাজত্ব কাটা পড়বে। (অর্থাৎ তার আমলেই সুফিয়ানী বের হবে) এবং তার মাধমেই তাদের রাজত্ব শেষ হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৭৬)

সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর করে ইসলামিক স্টেটকে নিয়ে এই হাদিসে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। ইসলামিক স্টেট এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদী কিন্তু কুরাইশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের লোক। আর আব্বাসীয় বংশ হল কুরাইশ বংশের বনু হাশেমের একটি শাখা। অর্থাৎ বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন হাদিসে বনু হাশেম বা, বনু আব্বাস বুঝানো হলে আমরা সতর্কতার সাথে ইসলামিক স্টেট এর সাথে মিলিয়ে দেখব। ২০১৪ সালে ইসলামিক স্টেট ইরাক ও সিরিয়াতে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় খিলাফত ঘোষণা করে। তার পরপরই আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়ার বিমান হামলা, মিসাইল নিক্ষেপ, স্থল অভিযানের মুখে পরতে হয়। তারপর একে একে ইরাকের রামাদি, ফাল্লুজা, তিরকিত, কিরকুক, মসুল, আনবার, হাওয়াজি, সিরিয়ার পালমিরা, উত্তর আলেপ্পো, রাক্কা, দেইর আজ জুর, মাদায়েন শহর ২/৩ বছরের মধ্যেই হাত ছাড়া হয়ে যায়। শুধুমাত্র রাক্কা শহরেই আমেরিকান বিমান বাহিনী ২০,০০০টি বোমা হামলা চালিয়েছে। আর মসুল শহরে তো তার চেয়েও বেশি বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকান বিমান বাহিনী ও ইরাকী বিমান বাহিনী। ইসলামিক স্টেট থেকে মসূল উদ্ধার করার জন্য ইরাকী সৈন্যবাহিনী, শিয়া মিলিশিয়া, PMU, কুর্দি বাহিনীসহ সর্বমোট ১,২৫,০০০ যোদ্ধা মাত্র ৫/৬ হাজার আইএস যোদ্ধার বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধ করতে হয়েছে। মসূল যুদ্ধে ইরাকী সৈন্য বাহিনীর ২১০০০ যোদ্ধা নিহত হয়েছে, এবং ৫০% এর বেশি সামরিক যান, ট্যাংক, হামাবী, আর্টিলারি, ধ্বংস হয়েছে। এছাড়াও মসূল যুদ্ধে সাধারণ মানুষসহ সর্বমোট ৪০,০০০ লোক নিহত হয়েছে। ইসলামিক স্টেট এই যুদ্ধে ৪০০ আত্মঘাতী/ইশতিহাদি হামলা চালিয়েছে, যা আধুনিক যুগের যুদ্ধের অন্যতম একটি ঘটনা। এছাড়া রামাদি, ফাল্লুজা, তিরকিত, দেইর আজ জুর,

পালমিরা, উত্তর আলেপ্পোতে আমেরিকান বিমান বাহিনী, রাশিয়ান বিমান বাহিনী কয়েক হাজার বার বিমান হামলা চালিয়েছে। এছাড়াও ক্রুজ মিজাইলসহ প্রায় ২০০ প্রকার অস্ত্র দিয়ে ইসলামিক স্টেট এর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে।

তারপর হাদীসের শেষ অংশে বলা হয়েছে, তার নিকট পরবর্তীতে পূর্বাঞ্চল (ইরাক) থেকে যা, সে অপছন্দ করবে তা আসবে। অন্যান্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, অচিরেই ইরাকের মানুষেরা কালো পতাকাবাহী দলের (Islamic state) হয়ে বাগদাদ, মসূল সিরিয়ার হোমস শহর দখল করবে এবং তাকে ইরাকে ফিরিয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু সে তাদেরকে ফিরিয়ে দিবে, এবং বলবে এই সিরিয়া হচ্ছে নবী রাসূলগণের পবিত্র ভুমি, এটাই যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত স্থান। একপর্যায়ে সিরিয়ার হোমস শহরে তার বিরুদ্ধে ইরাকের কালো পতাকাবাহী দল (অর্থাৎ ইরাকের Islamic state এর লোকেরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তার পর বলা হয়েছে, তার পরবর্তীতে আরেকজন খলিফা স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং তার সময়েই সুফিয়ানীর উত্থান হবে।

হযরত ইবনে যুরাইর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "লোকজন চারজন জালেমের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য হয়ে যাবে। একজন হবে প্রতাপশালী (Islamic state), যে নিজের জন্য খেলাফতের বাইয়াত করাবে। লোকজনকে একশত একশত করে দান করতে থাকবে। অন্য দুইজন শাম দেশের বাসিন্দা তারাও মানুষকে এত বেশি দান করবে, যা ইতোমধ্যে কেউ করেনি। তাদের দুই জন থেকে সেই দিমাশকে বিজয়ী হবে, সে লোকই হবে শাম (সিরিয়া) দেশের নেতৃত্ব দানকারী।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৪৩)**

তাহলে বর্তমানে আমরা যদি সিরিয়ার দিকে তাকাই, তাহলে চারটি প্রধান গ্রুপকেই দেখতে পাই। যেমনঃ

১। আসহাব জাতি (Islamic state) বা কালো পতাকাবাহী দল। এরা বর্তমানে ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী মরুভূমি এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

২। হায়াতা তাহরির আল শাম (HTS) সহ সকল বিদ্রোহী গ্রুপ। আহরার আল শাম, জাইশুল ইসলাম, হারাকাত নুরুদ্দিন জিংকি, FSA। এরা বর্তমানে ইদলিব প্রদেশ, উত্তর আলেপ্পো, আফরিন নিয়ন্ত্রণ করছে। এদেরকে তুরস্ক, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, কুয়েত অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে।

৩। আমেরিকান সমর্থনপুষ্ট কুর্দি বাহিনী, PKK, YPG, PYD, SDF। এরা বর্তমানে রাক্কা, হাসাকা, মানবিজ, কোবনী, তাবকা নিয়ন্ত্রণ করছে।

৪। বাশার আল আসাদের অনুগত SAA, শিয়া নুসাইরি, কাল্বী/আলাবী, হিজবুল্লাহ, ইরানের IRGC, রাশিয়ান সৈন্য বাহিনী। যারা বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ এলাকাই পুনঃদখল নিতে সক্ষম হয়েছে।

ইসলামিক ইস্টেট (ISIS) খুব শীঘ্রই ইরাকের বাগদাদ, মসূল ও সিরিয়ার হোমস শহর দখল করবে

যদিও ২০১৬-১৭ সালে ইসলামিক স্টেট ইরাক ও সিরিয়ার প্রায় সবগুলো শহরের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে কিন্তু ইসলামিক স্টেট খুব শীঘ্রই ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর মসূল শহর এবং সিরিয়ার হোমস শহর দখল করবে। মূলত সুফিয়ানী সিরিয়াতে তার রাজত্ব পূনঃপ্রতিষ্ঠা করার পর ইরাকের বাগদাদ এবং কুফা (মসূল) শহরে হামলা করবে এরকম অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। এছাড়াও হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) তারা সুফিয়ানীর উত্থানের পূর্বে সিরিয়ার হোমস শহরে কালো পতাকাবাহী দলকে ১৬ মাস অবরুদ্ধ করে রাখবে এরকম হাদিসও রয়েছে। যেমনঃ

"দাজলা (Tigress) নদী ও ফোরাত (Euphretise) নদীর মাঝখানে একটা শহর নির্মাণ করা হবে। সেখানে বড় ধরনের একটি যুদ্ধ হবে। নারীদেরকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে জেলখানায় আবদ্ধ করা হবে এবং পুরুষদেরকে ভেড়ার মত জবাই করে হত্যা করা হবে।" (আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, কানজুল উম্মাল, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৮)

ইসলামিক স্টেট (ISIS) সাধারণত কোন শহর বা, এলাকা দখল করলে বিরোধী পক্ষের সেনাবাহিনীর মধ্যে ভয় এবং ফাটল সৃষ্টির জন্য শিরশ্ছেদ করে এটা মোটামুটি সবাই জানে। আর এই হাদিসটিতেও এরকমই বলা হয়েছে যে, বাগদাদ দখল করার পর সেখানকার পুরুষদের ভেড়ার মত জবাই করা হবে। ২০০৩ সালের পর থেকে বর্তমানে বাগদাদে শিয়া শাসক দ্বারা ইরাক শাসিত হয়ে আসছে। হয়তো খুব শীঘ্রই ইরাকের এসব শিয়াদেরকে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধারা ভেড়ার মত জবাই করে হত্যা করবে, ইনশাল্লাহ।

'শেষ জামানায় বাগদাদ আগুনের মাধ্যমে ধ্বংস হবে।' **(রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৭)**

যদিও ২০১৭ সালে ইরাক ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে অভিযান সমাপ্ত ঘোষণা করেছে, কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মাথায় তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং পুরোদমে গেরিলা আক্রমণ শুরু করেছে। ইতোমধ্যে বাগদাদের পার্শ্ববর্তী সালাউদ্দিন, দিয়ালা ও কিরকুক প্রদেশে তারা সফলভাবে ফিরে এসেছে। এছাড়াও ফাল্লুজা ও রামাদি এলাকাও ইসলামিক স্টেট প্রচুর পরিমাণে গোপন সেল তৈরি করছে। সাম্প্রতিক সময়ে কিরকুক-বাগদাদ মহাসড়কে প্রতিদিন গুপ্তহত্যা, অপহরণ ও গেরিলা যুদ্ধের খবর পাওয়া যাচ্ছে। সামরিক বিশ্লেষকদের ধারণা, ইসলামিক স্টেট এসব এলাকায় সফলভাবে অন্তত ২০০০ হাজার যোদ্ধা জড়ো করেছে। এসব পরিস্থিতিতে মনে হচ্ছে খুব শীঘ্রই ইসলামিক স্টেট বাগদাদ দখল করবে।

আর মসূল শহরের ব্যাপারে ইরাক সরকার আরো বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পরছে। সাম্প্রতিক সময়ে মসূলের নিকটবর্তী হিজ্জিন শহরের স্থানীয় গোত্র নেতারা অভিযোগ করেছেন, তাদের এলাকায় রাত হলেই নাকি ইসলামিক স্টেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়, তাই তারা সরকারকে দ্রুত অভিযান পরিচালনা করতে অনুরোধ করছেন। এছাড়াও মসূলের নিকটবর্তী ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডার এলাকায় তারা প্রচুর পরিমাণে গোপন সেল তৈরি করছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, বাগদাদের মত মসূল শহরও খুব শীঘ্রই ইসলামিক স্টেট দখল করবে। এছাড়াও সুফিয়ানী ইসলামিক স্টেটকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে এই মসূল শহরে

হামলা চালাবে এবং পুরো শহরটিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে। এমনকি সেখানকার ৭০ হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করা হবে।

ভবিষ্যতে আসহাব জাতি (Islamic state) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে

হযরত আবু নযর (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন আমার নিকট রাসূল (সাঃ) এর জনৈক সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "তিনি বলেন ইরাকে জনৈক খলিফা অবস্থান নিবে, যার নিকট সিরিয়াবাসীরা বাইয়াত গ্রহণে অপছন্দ করবে। অতপর যা হবার তাই হবে, তার নিকট এ খবর আসবে যে, তার শত্রু তার দিকে আসছে। তখন তার দিকে যাবার কোন পথ পাবে না। অতপর একপর্যায়ে পথ পাবে এবং তার দিকে সিরিয়া দিয়ে গমন করবে। পথিমধ্যে তার সাথে যার সাক্ষাৎ হবে এবং তাকেই হত্যা করে দিবে। অতপর সে ইরাকবাসীদের যারা তাকে সাহায্য করবে তাদের বলবে, এটা আমার দেশ, এটা আমার যমিন, এটাই আমার ভূমি। সুতরাং তোমরা তোমাদের দেশে ফিরে যাও, আমি তোমাদের থেকে অমুক্ষাপেক্ষী হতে চাই। ফলে তারা তাদের দেশে (ইরাকে) ফিরে যাবে, তখন তারা বলবে, আমরাই তাকে খলিফা বানিয়েছি এবং আমরাই তাকে সাহায্য করেছি, এবং আমরাই তাকে ব্যতীতই মানুষদের হত্যা করেছি। তারপরও সে আমাদের দেশ (ইরাক) ছাড়া অন্য দেশ (সিরিয়াকে) গ্রহণ করেছে। চলো আমরা সকলেই একত্র হই, যাতে আমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। সুতরাং তোমরা তার দিকে সফর কর এবং এ সময় তাদের সাথে তিন লাখ সন্দেহপূর্ণ লোক থাকবে। অতপর তারা তার সাথে হিস (হোমস) নামক এলাকায় মিলিত হবে। আর সেখানে তাদের মাঝে প্রচন্ড যুদ্ধ হবে। এমন যুদ্ধ ইতিপূর্বে আরবদের কেউ দেখেনি এবং একপর্যায়ে তাদের উপর সবর (ধৈর্য) ঢেলে দেওয়া হবে এবং তাদের থেকে সাহায্য উঠিয়ে নেয়া হবে। (যুদ্ধ শেষে) এমনকি একজন ব্যক্তি তাদের মাঝে দাড়াবে এবং যদি সে তাদেরকে গণনা করতে চাইলে (তাদের অবশিষ্ট লোকদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে সে) গণনা করতে পারবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৭৪)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে হিমইয়ার (রহঃ) তার কতিপয় শাইখ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "শাম (সিরিয়া) এবং ইরাকবাসীরা হিমস (সিরিয়ার হোমস শহর) নগরীতে একে অপরের উপর আক্রমণ করবে, তখন

ইরাকবাসীরা পরাজিত হবে এবং তাদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দেয়া হবে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৬৩)**

হযরত সালমান ইবনে সামীর আলহানী (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, “অচিরেই কূফাতে (ইরাকের মসূল শহরে) একজন খলীফা অবস্থান নিবে। আর পরাজয়ের ক্ষেত্রে সিরিয়াবাসী একমত হবে। অতপর তাদের মাঝে আগ্রহ হবে। আর তাকে (খলিফাকে) বলা হবে, তোমার জন্য আবশ্যক হল যে, তুমি সিরিয়ার ভূমিতে অবস্থান করবে। কেননা সেটা পবিত্র ভূমি, নবীদের ভূমি, খলীফাদের আবাস ভুমি। তখন তার দিকে ধন সম্পদ টেনে আনবে (জমা করবে)। তার থেকে সৈন্যরা পৃথক হয়ে যাবে। তখন সে তাদের কথা মেনে নিবে। আর যখন সে তাদের কথা মেনে নিবে তখনই আহলে মাশরিক তথা পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা (ইরাকীরা) তার উপর বদলা নিবে (যুদ্ধ করবে)। তখন তারা বলবে আমরা তার জন্য আমাদের নিজেদের রক্তকে, আমাদের মাল সম্পদকে বিপদে ফেলেছি। আর সে আমাদের উপর অন্যকে প্রাধান্য দিল। ফলে তারা তারা বিরোধিতা করবে। আর সিরিয়াবাসীরা কূফার দিকে চলে যাবে। আর সেদিন চামড়া মুছে দেয়ার ন্যায় প্রচন্ড যুদ্ধ করবে। যখন তারা (প্রেরিতরা) ইরাকে পৌঁছবে। তখন সুফইয়ানী হতে বাগদাদ ও মদীনাতুয যাওরাতে (বাগদাদ) কি কি ঘটবে। আর তার ধংসযজ্ঞের ব্যাপারে যা আলোচনা হয়েছে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৩)**

সর্বশেষ সিরিয়া যুদ্ধে মূলত দল/গ্রুপ থাকবে তিনটি

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, “শাম দেশে তিন ঝান্ডা বিশিষ্ট তিনজন লোক আত্নপ্রকাশ করবে, একজন আসহাব (Islamic state), দ্বিতীয়জন আবকা (Tuareg) এবং তৃতীয়জন হবে, সুফিয়ানী (বানু কাল্ব গোত্রের ব্যক্তি)। সুফিয়ানী বের হবে শাম (সিরিয়া) দেশ থেকে, আবকা (Tuareg) বের হবে মিশর থেকে। তবে সুফিয়ানী তাদের উপর জয়লাভ করবে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৪৫)**

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন কালো ঝান্ডাবাহীরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে তখন আরম জনপদের (সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের একটি ছোট এলাকা) একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক সাইড ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম (সিরিয়া) দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্নপ্রকাশ করবে। আসহাব (Islamic state), আবকা (Tuareg) এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা (বানু কাল্ব গোত্রের ব্যক্তি)। সুফিয়ানী বের হবে শাম (সিরিয়া) দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সব দলের উপর জয়লাভ করবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৪১)

যদিও এখনও আবকা জাতি (আফ্রিকার বর্বর Tuareg Militant) এখনো সিরিয়াতে এসে হাজির হয়নি। তবে, তারা খুব শীঘ্রই মিশর দখল করে সিরিয়াতে এসে হাজির হবে। আর বাশার আল আসাদের পক্ষে যারা যুদ্ধ করছে তারাই হবে বানু কাল্ব গোত্রের সুফিয়ানীর অনুসারী এবং কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি হল ইসলামিক স্টেট। অর্থাৎ তিনটি দল হলঃ

১। কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state)

২। আবকা জাতি (Tuareg)

৩। বানু কাল্ব গোত্রের সুফিয়ানী।

আসহাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আব্দুল্লাহ (Islamic state এর নেতা) নামে এক লোক আব্বাসীয় বাদশাহ হবে। তিনি খুবই বিচক্ষণ হবেন, তার মাধ্যমে তারা বিজয়ী হবে এবং তার হাতেই তাদের কল্যাণ নিহিত থাকবে। তিনিই হবেন, বালা-মুসিবতের চাবি এবং ধ্বংসের তলোয়ার। এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহর পক্ষ থেকে শাম দেশ থেকে আগত একটা চিঠি (মিশরে) পাঠ হবে। এরপর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না বরং তোমাদের কাছে আমীরুল মুমিনীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমানের (হলুদ পতাকাবাহী বর্বর

Tuareg এর নেতা) চিঠি এসে পৌঁছাবে। সেটাও মিশরের মিম্বরে পাঠ করা হবে। উক্ত ঘটনা প্রকাশ পাওার কিছুদিনের মধ্যেই মাশরিক (আসহাব জাতি Islamic state) মাগরিববাসীরা (বর্বর আবকা জাতি Tuareg) শাম দেশের দিকে ধেয়ে আসবে। যেন সমপর্যায়ের দুটি বাজির ঘোড়া পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে। তারা দেখতে পাবে নিঃসন্দেহে রাজত্ব ও ক্ষমতা যারা শামবাসীদের আনুগত থাকবে তাদের হাতে বাকি থাকবে। প্রত্যেকে একথা বলবে, যারা বিজয়ী হবে একমাত্র তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতার মসনদে আরোহন করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৪২)

অর্থাৎ যখন কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) ইরাক ও সিরিয়াতে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপ হয়ে ফিরে আসার সাথে সাথে, মিশরেও সেখানকার এবং লিবিয়ার যোদ্ধারা মিশর দখল করবে। ঠিক কিছু দিনের মধ্যেই হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) তাদেরকে হটিয়ে মিশর দখল করবে। তখন তারা মিশরের লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করবে এবং মহিলাদেরকে দাসী হিসেবে বিক্রি করবে। ঠিক ঐ সময়েই সিরিয়াতে কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাবে। একটি গ্রুপ হবে সিরিয়ানদের এবং আরেকটি গ্রুপ হবে ইরাকীদের। ইরাকীরা খলিফার নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহী হয়ে যাবে এবং তারাই হবে বড় অংশ। ঠিক ঐ সময়ে বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) সিরিয়ার হোমস শহরে আসহাব জাতি (Islamic state) কে ১৬/১৮ মাস অবরোধ করে রাখবে। তবে তারা যুদ্ধ করবে আসহাব জাতি (Islamic state) এর বিদ্রোহী ইরাকী গ্রুপটির সাথে। একপর্যায়ে তাদেরকে হত্যা করতে করতে ইরাকে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "মাহদীর আবির্ভাবের আলামত হল যখন তুর্কি (তুরস্ক) জাতি তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তোমাদের ঐ খলীফা মারা যাবে, যে মাল সম্পদ জমা করেছিল। আর তার পরে দূর্বল একজন শাসক তার স্থলাভিষিক্ত হবে। দুই বছর পর তার বাইয়াত নষ্ট হয়ে যাবে। দামেস্কের মসজিদের পূর্ব দিকের (হারাস্তা এলাকায়) দুটি দেয়াল ধসে যাবে এবং সিরিয়া হতে তিনটি দলের আত্মপ্রকাশ হবে। পূর্ব দিকের

অধিবাসীদের মিসরের দিকে যাওয়া। আর সেটা সুফইয়ানীর উত্থানের নিদর্শন।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৬৩)**

ইসলামিক স্টেট (ISIS) এর পুনরায় উত্থানের পরেই সুফিয়ানী এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে

হযরত জাবের আল জুফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার আমি আবু জাফর আল বাকের (রহঃ) কে সুফিয়ানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম? তিনি বলেন, সুফিয়ানীর উত্থান ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না, যতক্ষণ না শায়শাবানীর (Islamic state) উত্থান না হয়? সুফিয়ানীর পূর্বে শায়শাবানীর (Islamic state) ভূমি ফেটে পানি বের হওয়ার মতো উত্থান হবে। শায়শাবানীর (Islamic state) এর উত্থান হবে কুফা (মসূল) থেকে। সে তোমাদের প্রতিনিধিদেরকে হত্যা (ধ্বংস) করবে। তারপরই তুমি সুফিয়ানীর উত্থানের অপেক্ষা করতে থাক, এবং তারপর মাহদীর আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে থাক।” **(কিতাবুল গাইবাত, অধ্যায় নং ১৭, হাদিস নং ৮, পৃষ্ঠা ৪৪০; মুজআম আল হাদীস ইমাম আল মাহদী, খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা ২৬৮)**

হযরত জয়নুল আবেদিন (রহঃ) থেকে হাজলাম ইবনে বশির (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জয়নুল আবেদিন (রহঃ) কে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন আমাকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্ব আলামত সম্পর্কে অবহিত করেন? উত্তরে তিনি বললেন, “মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে জাজিরায় (ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডার) থেকে আউফ সালামী নামে এক ব্যক্তি বের হবে। তার মাতৃভূমি হবে তিকরিত (ইরাকের একটি শহর) এবং তার নিহত হওয়ার স্থান হবে দামেস্কের মসজিদ। তারপর সমরখন্দ (উজবেকিস্তানের একটি শহর) থেকে শুয়াইব ইবনে সালেহ আবির্ভূত হবে এবং একই সময়ে ওয়াদিউল ইয়াবেস (দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহর) থেকে অভিশপ্ত সুফিয়ানীর উত্থান হবে। আর এই সুফিয়ানী হবে আবু সুফিয়ানের ছেলে উৎবার বংশধর। সুফিয়ানীর আবির্ভাবের সময়ে মাহদী লুকায়িত থাকবে এবং কিছুদিন পরেই তার আত্মপ্রকাশ হবে।” **(কিতাবুল গাইবাত, লেখকঃ শাইখ তুসী; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৬৯)**

এই হাদিসটি যদি আমরা ইসলামিক স্টেট এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদীর সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, কারণ তিনি ইরাকের তিরকিত এর পার্শ্ববর্তী সামাররা শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং তিনি যদি দামেস্কের মসজিদে নিহত হন, তাহলে বুঝতে হবে তার পরেই সুফিয়ানীর উত্থান হবে।

আসহাব জাতি (Islamic state) ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে গণহত্যার শিকার হবে

হযরত ওয়ালিদ ইবনে হিশাম (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, "তিনি বলেন তারা সেখানে প্রচন্ড যুদ্ধ করবে। অতপর আমরা তাদের এভাবে বর্ণনা করলাম। যখন সুফিয়ানী তাদের উপর বিদ্রোহ করবে, তখন উভয় দল (Islamic state & Tuareg) ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে কূফায় (মসূল শহরে) প্রবেশ করাবেন। ফলে দিনের প্রথমাংশ হবে তাদের জন্য। আর শেষাংশ হবে তাদের বিরুদ্ধে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৭৩)**

অর্থাৎ সিরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে ইসলামিক স্টেট এবং হলুদ পতাকাবাহী বর্বর Tuareg Militant বিজয়ী হবে। কিন্তু যুদ্ধের শেষে সুফিয়ানী তাদের উপর বিজয়ী হবে এবং ইসলামিক স্টেট সুফিয়ানীর তান্ডবের কারণে ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হবে। তারপর সেখানেই সুফিয়ানী তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে।

মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের যুগে ইরাক ও কুয়েত নামে কোন ভূখণ্ড ছিল না, ঐ সময়ে বর্তমান ইরাক ও কুয়েতকে বসরা ও কুফা নামে ডাকা হত। অর্থাৎ যদি **কুফা** ও **বসরা** উল্লেখ করে কোন হাদিস বর্ণনা করা হত, তখন বুঝা যেত এটা বৃহত্তর ইরাক ও কুয়েতকেই বুঝানো হয়েছে? আর বাগদাদ শহরকে ডাকা হত 'জাওরা' নামে। চলুন হাদিস থেকেই জানি, ইরাকের কুফা নগরী বলতে বর্তমান কুফা নগরীকে বুঝানো হয়েছে? নাকি অন্য কোন শহরকে বুঝানো হয়েছে?

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন সুফিয়ানী ফোরাত নদী পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যার নাম হবে, আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা)। আল্লাহতা'আলা তার অন্তর থেকে

ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল (দাজলা নদী/Tigress River)। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে ৭০ হাজার তরবারীধারী (যোদ্ধা) লোককে সে হত্যা করবে। তখন তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর স্বর্ণের ঘরের (পাহাড়) প্রকাশ পাবে এবং তারা যুদ্ধ করবে ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর তারা (সুফিয়ানী বাহিনী) মহিলাদের পেট চিড়বে বলবে হয়তো সে কোন গোলাম (Islamic state) কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে র্মারা (Samarra/সামাররা শহর) এর দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের (সুফিয়ানীকে সমর্থনকারীদের) নিকট সাহায্য কামনা করবে। সুফুনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে (ধ্বংসস্তুপ থেকে) উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাতে পারে। তখন তারা (শিয়া সম্প্রদায়ের মহিলাগণ) বনু হাশেমের (Islamic state) উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না, কেননা তাদের (বংশ) থেকেই রহমতের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাদের থেকে জান্নাতে পাখি হবে (হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন) হে মহিলাগণ! তখন কি অবস্থা হবে যখন জাহান্নামের অন্ধকার গর্তসমূহে (যখন) তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে, যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতপর তাদের নিকট সাহায্য (খোরাসানের বাহিনী) আসবে। এমনকি তারা (খোরাসানের বাহিনী) সুফিয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান সন্ততি (সুফিয়ানী বাহিনীর নিকট) আটক থাকবে তাদেরকে (খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল) বাগদাদ ও কুফা (মসূল) থেকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৫)

এই হাদিসটিতে হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরীর ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সুফিয়ানী গণহত্যা চালাবে।

১। শহরটি হবে দাজলা বা Tigress নদীর তীরে। মসূল শহর কিন্তু দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহর। অথচ, ইরাকের বর্তমান কুফা নগরী হল ফোরাত নদীর তীরে।

২। বর্তমানে সিরিয়াতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন যেভাবে বাশার আল আসাদ বাহিনীকে সমর্থন করছে, ঠিক সুফিয়ানীর উত্থানের পরেও শিয়ারা বানু কাল্ব গোত্রের কুরাইশী শাসক সুফিয়ানীকে সমর্থন করবে। আর ইসলামিক স্টেট এর সাথে শিয়াদের জন্ম থেকেই একটা শত্রুতা রয়েছে। যার কারণে একে অপরকে হত্যা করেই চলছে। এটা পরবর্তীতে ও অব্যাহত থাকবে।

৩। সুফিয়ানী গণহত্যা সংগঠিত করার পর, সেখানে ধ্বংসস্তুপে আটকা পরা মহিলারা পার্শ্ববর্তী সুফূনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য ডাকবে। সুফূন থেকে বর্তমান কুফা নগরীর প্রায় ৪০০ কি.মি.। আর সুফূন থেকে মসূল শহরের দূরত্ব ১০০ কি.মি. এর মত। তাই ৪০০ কি.মি. দূরের লোকদেরকে উদ্ধারের জন্য ডাকবে এটা যৌক্তিক নয়।

৪। দাজলা নদীর প্রান্তে ধ্বংসস্তুপে আটকা পড়ে থাকা মহিলাগণ মার্রা (সামররা শহরের) কুরাইশদের নিকট সাহায্য চাইবে। কিন্তু তারা শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। অর্থাৎ সুফিয়ানী কিন্তু কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের লোক হবেন, যারা তাকে সমর্থন করবে তারা (শিয়ারা) তাদেরকে শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। কারণ বনু হাশেম (Islamic state) এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদী বনু হাশেম গোত্রের লোক, তাই বনু হাশেম বলতে ইসলামিক স্টেটকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে সামাররা শহরে ৬০%-৬৫% হচ্ছে শিয়া, আর সুন্নি মুসলিম হচ্ছে ৩২%-৩৫% এর মত। তবে সামররা শহরটি মসূল ও কুফা নগরীর মধ্যখানে অবস্থিত।

৫। সুফূনের অধিবাসীরা কালো পতাকাবাহী (Islamic state) এর ধ্বংসস্তুপে আটকা পরা মহিলাদের শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। সুফূন একটি গ্রামের নাম এর নিকটবর্তী বড় শহর হল কিরকুক। যার ৬০% মানুষ হল শিয়া মুসলিম। আর শিয়াদের সাথে Islamic state এর সাথে জন্ম থেকেই দা-কুমড়া সম্পর্ক।

সংক্ষেপে আসহাব জাতি (Islamic state) ভবিষ্যতে যেসব বিপদের মুখোমুখি হবে, তা হলঃ

১। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মৃত্যুর পর আসহাব জাতি (Islamic state) পুনরায় ইরাক ও সিরিয়াতে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপ হয়ে ফিরে আসা।

২। ইসলামিক স্টেট খুব শীঘ্রই সিরিয়ার হোমস শহর, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ও মসূল শহর বিজয় করবে।

৩। আসহাব জাতি (Islamic state) দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এবং ইরাকের যোদ্ধারা খলিফার নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহী হয়ে খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৪। আসহাব জাতি (Islamic state) এর মিশর ও লিবিয়ার যোদ্ধারা মিশর দখল করবে। কিন্তু কিছুদিন পর হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) সম্প্রদায় তাদেরকে হটিয়ে মিশর দখল এবং সিরিয়ার হোমস শহর অবরোধ করবে।

৫। হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) এর ইরাকী যোদ্ধাদের হত্যা করতে করতে সিরিয়া থেকে ইরাকে পাঠিয়ে দিবে।

৬। সুফিয়ানীর উত্থান হবে এবং সে আসহাব জাতিকে (Islamic state) পর পর ৭টি বড় বড় যুদ্ধে পরাজিত করে সিরিয়া থেকে ইরাকে পাঠিয়ে দিবে।

৭। সুফিয়ানী ইরাকের মসুল শহরে আসহাব জাতির (Islamic state) ৭০ হাজার সৈন্য বাহিনীকে হত্যা করে পুরো শহর ধ্বংস করে দিবে।

৮। ধ্বংসস্তুপে আটকা পরা আসহাব জাতি (Islamic state) এর মহিলা ও শিশুদের কালো পতাকাবাহী খোরাসানের বাহিনী উদ্ধার করবে এবং সুফিয়ানীর হাতে থাকা বন্দিদেরকেও উদ্ধার করবে এবং এর ৬ বছর পর ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

(৪) হাদীসে বর্ণিত সুফিয়ানী কে? কারা তার সহযোগী হবে? কবে তার আত্মপ্রকাশ হবে?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জন্মের পূর্বে আরবের ইহুদীরা অন্য লোকদের এই বলে হুমকি দিত যে, শেষ নবী তাদের মধ্য থেকে জন্মগ্রহণ করবেন, তারপর ইহুদীরা সেই নবীকে সাথে নিয়ে সবাই কে কচুকাটা করবে। কিন্তু আল্লাহতা'য়ালা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পাঠালেন কুরাইশ বংশে, যার কারণে আরবের অধিকাংশ ইহুদী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে মেনে নেয়নি। ঠিক বর্তমানে ইরান ইরাক, লেবানন, আফগানিস্তানের শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন সব সময় ইমাম মাহদীর আগমন নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করছে, অথচ ইমাম মাহদীকে হত্যা করতে তারাই ৭০ হাজার সৈন্য পাঠাবে। সহিহ হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইমাম মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীর আগমন হবে। কিন্তু কে হবে সুফিয়ানী? আর কিভাবে আমরা তাকে চিনতে পারব? মূলত প্রত্যেক সচেতন মানুষের জন্য সুফিয়ানীর পরিচয় জানা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে কিছু ব্যক্তি, যারা সুফিয়ানী সম্পর্কে কিছুটা জানে তারা মনে করে সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টই হল সুফিয়ানী। কিন্তু এই ধারণাটি ভুল, আসল কথা হল ইমাম মাহদীর শত্রু সুফিয়ানী বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের একই বংশ অর্থাৎ বানু কাল্ব গোত্রের হবেন এবং এই গোত্রের লোকজনই সুফিয়ানীর অনুসারী হবে। কিন্তু সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ সুফিয়ানী নয়

আল আকামা ইবনে মাসুদ বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন, “আমি তোমাদেরকে সাতটি মারাত্মক ফিতনার ব্যাপারে সাবধান করছি যা আমার পরে আসবে

১) প্রথম ফিতনা যা মদিনা থেকে আসবে

২) দ্বিতীয় ফিতনা যা মক্কা থেকে আসবে

৩) তৃতীয় ফিতনা ইয়েমেন থেকে আসবে

৪) চতুর্থ ফিতনা বৃহত্তর সিরিয়া থেকে আসবে (২০১১সালের পর থেকেই এই ফিতনা শুরু হয়েছিল

৫) পঞ্চম ফিতনা পূর্বদিক (ইরাক) থেকে আসবে, (কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির Islamic state এর আভ্যন্তরীণ দুই গ্রুপের মধ্যে সিরিয়ার হোমস শহরে একটি ভয়াবহ যুদ্ধ হবে)

৬) ষষ্ঠ ফিতনা পশ্চিম দিক (মিশর) থেকে আসবে (হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ জাতির কথা বলা হয়েছে, যাদের আবির্ভাব হবে ২০২০-২১ সালে)

৭) সপ্তম ফিতনা যা সিরিয়ার পাহাড়ি উপত্যাকা থেকে আসবে যা হল সুফিয়ানি (সিরিয়ায় বনু কাল্ব গোত্রের অত্যাচারী পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট শাসক)।"

বর্ণনাকারী ইবনে মাসুদ বলেন, 'আমাদের ভিতরে অনেকে প্রথমগুলো দেখেছি আর বাকিগুলো আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম দেখবে।' (মুসতাদরাকে হাকিম, আল ফিতান)

কে এই সুফিয়ানী? কি তার পরিচয়?

মূলত সুফিয়ানী হবেন দুইজন। **প্রথমজন** হবেন বংশগত দিক দিয়ে বানু কাল্ব গোত্রের লোক অর্থাৎ সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বংশের থেকেই এবং সে **সাড়ে তিন** বছর ক্ষমতায় থাকবে। এই সময়ে সে সিরিয়াতে অবস্থানকারী কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state), হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) এবং ফোরাত নদীতে ভেসে উঠা স্বর্ণের পাহাড়কে কেন্দ্র করে তুরস্ক ও আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করবে।

আর দ্বিতীয় জন হবেন উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ানের বংশের মধ্য থেকে। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আজহার ইবনে খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের বংশের। দ্বিতীয় সুফিয়ানী রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে প্রথম সুফিয়ানীর বোনের ছেলে অর্থাৎ ভাগিনা হবে। আর দ্বিতীয় সুফিয়ানীকেই হাদীসের ভাষায় পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক বলা হয়েছে। তবে এই দুইজন

আত্মপ্রকাশের পূর্ব থেকেই তাদের অনুসারীরা আগে থেকেই সিরিয়ার ক্ষমতায় থাকবে।

“শুরুর দিকে তারা (সুফিয়ানী) ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে, পরে যখন শক্তি ও ক্ষমতা পাকাপোক্ত হয়ে যাবে, তারা অত্যাচার-অবিচার ও অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে।” (ফয়জুল কদির, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১২৮) অর্থাৎ প্রথমে তাদেরকে মুসলমানদের মাঝে মহান নেতা বা হিরো হিসাবে উপস্থাপন করা হবে, কিন্তু পরে তাদের আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলিম বিশ্বের জন্য উদ্বিগ্নের বিষয় হল, ১৯৬৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থান এর মাধ্যমে সিরিয়ার ক্ষমতা দখলকারী হাফিজ আল আসাদ এবং তার পরিবারও ‘কালব্যিয়া’ বা ‘কাল্ব’ গোত্রের। তারা শিয়াদের যে শাখার অনুসারী অর্থাৎ “নুসাইরিয়া”/“আলাভি”/“আলাওয়াতি” রাও “কালব্যিয়া” বা ‘কাল্ব’ গোত্রের। বর্তমানে বাশার আল আসাদদের অনুগত ও অনুসারী প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগই “নুসাইরিয়া,“আলাভি” তথা ‘কালব্যিয়া’ বা “কাল্ব” গোত্রের। ইসরাইল ও আমেরিকার বিরুদ্ধে মিডিয়াতে উচ্চকণ্ঠের কারণে বেশির ভাগ মুসলিমরা এই পরিবারকে হিরো মনে করে। আজ ক্ষমতায় টিকে থাকতে গিয়ে তাদের আসল রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আজ তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআ’দের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। প্রথম শাসক ছিল হাফিজ আল আসাদ, সে ৩০ বছর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিল। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে দ্বিতীয় শাসক হয় বাশার আল আসাদ। কিন্তু আরবদের বিভিন্ন পশ্চিমা দালাল মিডিয়াতে নিজের ‘কালব্যিয়া’ বা ‘কাল্ব’ গোত্রের পরিচয়কে গোপন করে কুরাইশ বংশের পরিচয়কে বাশার আল আসাদ বার বার সামনে আনছে (হাদিসে এসেছে কালব গোত্রের কুরায়েশী ব্যক্তি) এবং রাসূল (সাঃ) এর কুরাইশ বংশের ধোঁয়া তুলে বর্তমান মুসলিম জাহানের অপেক্ষাকৃত উদাসীন, শেষ জামানার আলামত সম্পর্কে অজ্ঞ ও দুর্বল ঈমানের মুসলমানদের সহজেই পথভ্রষ্ট করছে।

সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ কেন সুফিয়ানী নয়?

আমাদের অনেক ভাই কিছু কিছু কারণে মনে করেন সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্টই হল হাদীসে উল্লেখিত সুফিয়ানী। কারণ হাদিসের দুই একটি ভবিষ্যৎবাণীর সাথে তার মিল রয়েছে। যেমন, সুফিয়ানী নামক ব্যক্তি বংশগত দিক থেকে বানু কাল্ব গোত্রের হবে, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বংশের দিক থেকে আরবের বানু কাল্ব গোত্রের লোক। আবার সুফিয়ানীর উত্থানের সময় বয়স হবে ৪০ এর কম, আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের ও প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় এরকমই বয়স এরকমই ছিল, কিন্তু সুফিয়ানী অধিকাংশ আলামতের সাথে বাশার আল আসাদের কোন মিল নেই। যেমনঃ

১। সুফিয়ানী উত্থান হবে হঠাৎ করে। অথচ বাশার আল আসাদ তার পিতার মৃত্যুর পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

২। সুফিয়ানীর উত্থানের পূর্বে সিরিয়াতে কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতির (Tuareg) মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকবে। অথচ বাশার আল আসাদের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ২০০০ সালের পূর্বে সিরিয়াতে এরকম কোন বাহিনীর অস্তিত্ব ছিলনা।

৩। সুফিয়ানীর উত্থানের পূর্বে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক (Damascus) শহরের আরম নামক জনপদে ও বনি উমাইয়া মসজিদের নিকটে একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প হবে। অথচ বাশার আল আসাদের বেলায় এরকম কিছু হয়নি।

৪। সুফিয়ানী উত্থানের পূর্বে মিশরে অবশ্যই হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ জাতি (Tuareg) দের উত্থান হবে। কিন্তু বাশার আল আসাদের পূর্বে মিশরে এরকম কিছু দেখা যায়নি।

৫। সুফিয়ানীর উত্থানের পূর্বে সিরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর হোমস শহরে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) উপর ১৮ মাস অবরোধ থাকবে। অথচ হাদীসের এই ভবিষ্যৎবাণী এখানো বাস্তবায়িত হয়নি।

৬। সুফিয়ানী একটি লাল উটের উপর (ট্যাংকের) থাকা অবস্থায় ৭ জন সহযোগীসহ আবির্ভাব হবে। কিন্তু বাশার আল আসাদের বেলায় এরকম কিছু হয়নি।

৭। সুফিয়ানীর উত্থানের পূর্বে দামেস্ক শহরের নিকটে তুরস্ক ও রোম (আমেরিকা) এবং খাসাফ সম্প্রদায়ের লোকজন জড়ো হবে। কিন্তু বাশার আল আসাদের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্বে কেউ জড়ো হয়নি।

কবে সুফিয়ানীর উত্থান হবে?

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানীর উত্থান অবশ্যই হবে, তিনি রজব মাসে আত্মপ্রকাশ করবেন।" **(কিতাবুল গাইবাহ, অধ্যায় নং ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪০; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৫০; মুজআম আল হাদিস ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, ৪৬৩)**

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "সুফিয়ানী এবং (মনসুর) ইয়ামানীর উত্থান হবে প্রতিযোগিতার দুটি ঘোড়ার মত।" **(কিতাবুল গাইবাহ, ১৮ নং অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ৪৪৫; মুজয়াম আল হাদীস ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭৮; বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭৫, ২৫৩)**

অর্থাৎ এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, খোরাসানের বাহিনীর নেতা মনসুর ইয়ামানী ও সুফিয়ানীর উত্থান একই সময়ে হবে। এখন প্রশ্ন হল খোরাসানের বাহিনী কবে আবির্ভাব হবে?

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদীর আত্মপ্রকাশ আর মাহদীর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছরের) মধ্যেই সংঘটিত হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৮০৪)**

এই তিনটি হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম, ইমাম মাহদীর ৬ বছর পূর্বে রজব মাসে (আরবি মাসের ৭ম মাস) সিরিয়ার ওয়াদিউল ইয়াবেস (Darra শহর) থেকে উত্থান হবে। কিন্তু আমরা কিভাবে বুঝব ২০২২ সালের রজব মাস

(ফেব্রুয়ারী) মাসে সুফিয়ানীর উত্থান হবে? *কারণ ইমাম মাহদীর আগমন হবে ২০২৮ সালে (ইনশাল্লাহ) তবে এর ব্যতিক্রম হতে পারে, এটা আমার ব্যক্তিগত গবেষণা মাত্র, এটা ভুল কিংবা সঠিক দুটোই হতে পারে। কারণ সুনির্দিষ্ট সময় কেবলমাত্র আল্লাহতা'য়ালাই ভালো জানেন।*

সুফিয়ানীর শারীরিক আকৃতি ও তাকে চিনার উপায়

১। তার জন্মের সময় আকাশে সিংঙ্গার আকৃতির ন্যায় একটি তারকা উদিত হবে। (১৯৮৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি হেলির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল)।

২। তার উত্থান হবে ওয়াদিউল ইয়াবেস নামক স্থান থেকে (Daraa শহর থেকে)

৩। তার চেহারায় বসন্তের দাগ থাকবে।

৪। তার চোখে কোটরাগত দাগ থাকবে এবং চোখ হবে লম্বা (সাদা চোখ)

৫। তার উত্থানের সময় সহযোগী থাকবে ৭ জন।

৬। তার বয়স হবে ৪০ এর কম।

৭। তার হাতে একটি লাল রঙের পতাকা থাকবে। অথবা, লাল রঙের উট (ট্যাংকের) উপর থাকবে।

৮। তার দুই পায়ের গোছা হবে শীর্ন (পা হবে চিকন)।

৯। তার চুল থাকবে কোকড়ানো।

১০। তার নাম হবে আব্দুল্লাহ/আজহার ইবনে কালবিয়্যাহ/জহুরী ইবনে কালবিয়্যাহ/উসমান।

প্রথম সুফিয়ানী কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

প্রথম সুফিয়ানী হবেন বানু কাল্ব গোত্রের লোক। অর্থাৎ সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মৃত্যুর পর তার আত্মীয় স্বজন বা, তার বংশের মধ্য থেকেই প্রথম সুফিয়ানীর আত্মপ্রকাশ হবে। সে সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করবে তারপর সে মারা যাবে। সে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেঃ

১। কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতি (Islamic state) কে পর পর ৭টি বড় বড় যুদ্ধে পরাজিত করে সিরিয়া থেকে বের করে দিবে।

২। হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ জাতি (Tuareg) কে পরাজিত করে মিশরে পাঠিয়ে দিবে। এবং সিরিয়াতে ক্ষমতা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করবে।

৩। তুরস্ক ও আমেরিকার বিরুদ্ধে স্বর্ণের পাহাড় দখলকে কেন্দ্র করে সিরিয়ার দেইর-আজ-জুর এর নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে যুদ্ধ হবে।

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "যখন তুর্কী (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা) এবং খাসাফ জাতি (সম্ভবত কুর্দি বাহিনী) দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে (সিরিয়াতে) আবকা, আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দিমাশক (Damascus) এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আবকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম (আমেরিকা) এবং তুর্কীরা (তুরস্ক) মিলে কারকায়সিয়া নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৩)

হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, তুর্কি (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা), এবং খাসাফ জাতি (রাশিয়া) দামেস্কের প্রান্তে একত্রিত হবে, যা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন হয়ে গেছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

আপনি জানেন কি? সিরিয়াতে আমেরিকা, রাশিয়া এবং তুরস্কের কয়টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে? রাশিয়া দাবী করেছে, আমেরিকা সিরিয়াতে এখন পর্যন্ত ২০টি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে হাসাকা প্রদেশ, রাক্কা, তাবকা ড্যাম, আল তানাফ, দেইর আজ জুর ও মানবিজে তাদের এসব ঘাঁটিগুলো রয়েছে।

এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও তুরস্কে একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। আর রাশিয়া এখন পর্যন্ত সিরিয়াতে ১৭টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। যার মধ্যে লাটাকিয়া ও তারতাস প্রদেশে ২টি স্থায়ী বিমান ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়াও শুধু রাজধানী দামেস্ক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪টি ঘাঁটি রয়েছে। তুরস্ক এখন পর্যন্ত সিরিয়াতে ১৬টি থেকে ২০টির মত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। যার মধ্যে ইদলিব প্রদেশে ১২টি, এবং আল বাব শহর ও আফরিন শহর বাকী সামরিক ঘাঁটিগুলো রয়েছে। এছাড়াও খুব শীঘ্রই তুরস্ক কুর্দি বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবিজে অভিযান চালাবে বলে শুনা যাচ্ছে। জাতিসংঘ ও ঈসরাইলের দাবী অনুযায়ী, সিরিয়াতে ইরানের ৮০ হাজার সৈন্য বাহিনী রয়েছে। ইরান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৭টি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে এছাড়াও এখন পর্যন্ত ইরান সিরিয়াতে প্রতি মাসে ৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী,

১. পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও তার সহযোগীদের হত্যা করা হবে।

২. কালো পতাকাবাহী (Islamic state) পুনরায় ব্যাপক উত্থান হবে।

৩. সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী হারাস্তা শহরে বড় ধরনের ভূমিধ্বস ঘটবে। যার কারণে সেখানে ১ লক্ষ লোক নিহত হবে।

৪. মিশরে হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতির (Tuareg Militant) এর উত্থান হবে। এরপর প্রথম সুফিয়ানীর উত্থান হবে এবং সে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী (Tuareg) দের এবং তুরস্ক ও আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে সবাইকে পরাজিত করে সিরিয়া থেকে বের করে দিবে। তারপর কালো পতাকাবাকী আসহাব জাতিকে (Islamic state) কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার জন্য ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করবে। কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডারে এলে সে মৃত্যুবরণ করবে।

দ্বিতীয় সুফিয়ানী কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

সুফিয়ানী যে লোক শেষ যুগে সিরিয়াতে দখল প্রতিষ্ঠা করবে সে বংশগতভাবে খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ানের বংশধর হবে। তার সহচরদের মধ্যেও 'কালব্যিয়া' বা 'কাল্ব' গোত্রের লোক বেশি হবে। মানুষের রক্ত ঝরানো তাদের বিশেষ অভ্যাসে পরিণত হবে। যে লোকই বিরোধিতা করবে, তাকেই হত্যা করা হবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানদের পর্যন্ত হত্যা করবে। যখন হারাম শরীফে ইমাম মাহদীর আগমনের খবর প্রকাশ পাবে, তখন এই শাসক ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী প্রেরণ করবে। **(মাজাহিরে হক জাদিদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৩)**

অর্থাৎ দ্বিতীয় সুফিয়ানী বংশের দিক দিয়ে উমাইয়া বংশের আবু সুফিয়ানের বংশধর হবে। এবং বানু কাল্ব প্রথম সুফিয়ানীর বোনের ছেলে বা, ভাগিনা হবে।

হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানির জামানায় বিকট এক আওয়াজ আসবে। আওয়াজটি এতই বিকট হবে যে, প্রত্যেক গোত্রই মনে করবে তাদের নিকটবর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৫০)**

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারন করবে, যদ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩২)**

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ দ্বিতীয় সুফিয়ানী যাদের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে যুদ্ধ করবে ঃ

১) ইরাকের কুফা নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) কে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে কুফা নগরী আক্রমণ করবে। সেখানে ৭০ হাজার বা, ১ লক্ষ সৈন্য কে হত্যা করবে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "যখন সুফইয়ানী ফোরাত নদী পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে, যার নাম হবে আকের কূফা। আল্লাহতা'আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে

একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল (অর্থাৎ দাজলা নদী Tigris river)। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে ৭০ হাজার তরবারীধারী (যোদ্ধাদের) সে হত্যা করবে। আর তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পাবে এবং তারা যুদ্ধ করবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর তারা গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিড়বে। তারা বলবে হয়তো সে কোন গোলাম (Islamic state এর সৈন্যদের দ্বারা) কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলা নদীর পাড়ে দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের নিকট সাহায্য কামনা করবে। সুফুনের (তিরকিত শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার) অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় (উদ্ধার করে) এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে পারে। তখন তারা বনু হাশেম (আসহাব জাতি Islamic state) উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের (আসহাব জাতি Islamic State) সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না। কেননা তাদের বংশ থেকেই রহমতের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাদের থেকে জান্নাতের পাখি (হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন)। আর মহিলাদের অবস্থা হল যখন রাত গভীর বা অন্ধকার হবে তখন তারা উহার গর্তসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের থেকে লুকায়িত থাকবে। অতপর তাদের নিকট সাহায্য আসবে (খোরাসানের বাহিনী)। এমনকি তারা (খোরাসানের বাহিনী) সুফইয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান সন্ততি থাকবে তাদেরকে বাগদাদ ও কুফা থেকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৫)

এই হাদিসটিতে ইরাকের কুফা নগরীতে আসহাব জাতির (Islamic state) উপর গণহত্যার পর, মহিলা ও শিশুদের যে ভয়াবহ দুর্ভোগে পরতে হবে তার বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে আসহাব জাতির (Islamic state) সকল যোদ্ধাদের হত্যার পর তাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ ধ্বংসস্তুপে আটকা পরবে, তখন তারা সাহায্য চাইলেও কেউ তাদের উদ্ধার করবে না। একপর্যায়ে আফগানিস্তান ও তার আশপাশের দেশ থেকে খোরাসানের বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে এবং তারা সুফিয়ানীকে পরাজিত করে তাদেরকে উদ্ধার করবে।

২) ইরাক রাজধানী বাগদাদ শহর আক্রমণ করবে এবং বাগদাদ শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিবে।

৩) হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ জাতি (Tuareg) সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে মিশর আক্রমণ করবে এবং মিশরকে ধ্বংস করে খন্ড বিখন্ড করে দিবে।

৪) মনসুর ইয়ামানী, হারস হাররাস ও শুয়াইব ইবনে সালেহ এর নেতৃত্বে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল সুফিয়ানী সৈন্যদেরকে আক্রমণ করে পরাজিত করে দিবে।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "যখন সুফইয়ানী ঘোড়া (সৈন্য) কূফার দিকে বের হবে। সে খোরাসানবাসীদের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে। আর এদিকে খোরাসানবাসীরা মাহদী (আঃ) খোঁজে বের হবে। অতপর সে (মনসুর ইয়ামানী) এবং হাশেমী ব্যক্তি কালো ঝান্ডা সহকারে যে ঝান্ডাবহী দলের সম্মুখভাগে থাকবে শুয়াইব ইবনে সালেহ। অতপর তার এবং সুফইয়ানীর দলের ইসতাখাররা বাবের (ইরানের ঐতিহাসিক স্থানের নাম) নিকট সাক্ষাৎ ঘটবে । অতপর তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে। অতপর (খোরাসানের) কালো পতাকাবাহী দল প্রকাশ পাবে এবং সুফিয়ানীর সাথী বা দল ভেগে যাবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদী (আঃ) এর জন্য আকাংখা করবে এবং তাকে ডাকবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১২)**

অর্থাৎ ইরাকের কুফা নগরীতে আসহাব জাতির (Islamic state) এর উপর গণহত্যার পর, তাদের (Islamic state) এর অন্যান্য সহযোগীরা কাকেশাশ, খোরাসান ও ইয়েমেন থেকে সংগঠিত হয়ে ইরানের ইস্তাখর প্রদেশে সুফিয়ানী বাহিনীকে পাল্টা হামলা করবে এবং তখন সুফিয়ানী বাহিনী পরাজিত হবে। মূলত এই দলটিকেই খোরাসানের বাহিনী বলা হবে। আর সেই সময়েই ইমাম মাহদীকে খুঁজতে থাকবে। কিন্তু ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ হবে ৬ বছর পরে।

৫) কিছুদিন পর সুফিয়ানী তাদেরকে পুনরায় হামলা করবে এবং পরাজিত করে দেশ ছাড়া করবে।

৬) সৌদি আরবে গৃহযুদ্ধের কারণে সেখানে উত্থান হওয়া কালো পতাকা দলকে ধ্বংস করতে সুফিয়ানী সৌদি আরব আক্রমণ করবে এবং সেখানে প্রচন্ড হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালাবে।

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "মদীনায় (সুফিয়ানীর) একদল সৈন্যদল প্রেরণ করা হবে। অতপর তারা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরিবার পরিজনদের থেকে যারা উহার উপর সক্ষম তাদের আটক করবে। আর বনু হাশেমের পুরুষ ও মহিলাদিগকে হত্যা করবে। আর ঐ সময়ই মাহদী (আঃ) ও মনসুর দুই ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কায় পলায়ন করবেন। অতপর তাদের দুজনের অনুসন্ধানের (আটক করার) জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হবে। আর তারা দুজন মিলিত হবে (বেঁচে যাবে) আল্লাহতা'আলা সম্মান ও আল্লাহতা'আলার আমানতে তথা নিরাপদে থাকবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯২৩)

বলা হয়ে থাকে, ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া যখন অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল, তখন মদিনায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, তারপর ইয়াজিদ পুরো মদিনা শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেন। আর হত্যা এবং ধর্ষণে মেতে ওঠে তার বাহিনী, ইয়াজিদের বাহিনী মদিনায় ১ হাজার নারীকে ধর্ষণ করেছিল। ঠিক একইভাবে ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের পূর্বে সুফিয়ানী আবার মদিনাকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করবেন। সুফিয়ানীর এত মারাত্মকভাবে মদিনা শহরকে ধ্বংস, হত্যা ও ধর্ষণলীলা চালাবেন, ইয়াজিদের তখনকার ধ্বংসলীলাকে মনে হবে একটি বেতের আঘাতের ন্যায় ।

৭) কাবা শরীফে ইমাম মাহদীর বাইয়াতের খবর শুনে পুনরায় সৌদি আরবে ৭০ হাজার সৈন্য বাহিনী পাঠাবে। এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যখানে বাইদা নামক স্থানে সবাই ধ্বংসে যাবে।

হযরত আবু জা'ফর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "তাদের থেকে কাল্বী গোত্রের দুই জন ব্যক্তি ব্যতীত আর কেই বাঁচতে পারবে না। যে দুই জনের নাম হবে ওবার এবং ওবাইর। তাদের দুইজনের চেহারা তাদের পিছনের দিকে ঘুরে যাবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৪৬)

শিয়াদের জন্য এই হাদিসটি যথেষ্ট, তারা দিন রাত ইমাম মাহদীর আগমনের অপেক্ষায় আছে। অথচ, দুঃখজনক হলেও সত্যি, তারাই আজকে যেমনিভাবে ইরাক ও সিরিয়াতে কালো পতাকাবাহী লোকজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত, ঠিক তেমনি ইমাম মাহদীকেও সন্ত্রাসী আর জঙ্গি মনে করে হত্যা করতে বাহিনী পাঠাবে, যাদের অধিকাংশই হবে বানু কাল্ব গোত্রের। তবে আল্লাহ্‌র আযাবের কারণে কেবল দুই জন ব্যতীত সবাই মাটির নিচে ধ্বংসে যাবে।

৮) কাল্বের যুদ্ধে সিরিয়াতে ইমাম মাহদীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার পর ইমাম মাহদী তাকে হত্যা করবে।

হযরত মুহাদ্দিস হতে বর্ণিত যে, "মাহদী (আঃ) সুফইয়ানী ও কাল্বী গোত্রের ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে যুদ্ধ করবে। যখন সে বাইয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। অতপর সুফইয়ানীকে বন্দি করে আনা হবে। অতপর বাবে রিহহাতে তাকে জবাই করা হবে। অতপর তাদের মহিলাদের ও তাদের পশুকে দামেস্কের সিড়ির নিকটে বিক্রি করা হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০০৮)

উল্লেখ, ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের পর যখন বাইদার প্রান্তরে মরুভূমিতে সুফিয়ানীর সৈন্য বাহিনী ধ্বংসে যাবে, তখন সুফিয়ানীর অনুগত দেইর-আজ-জুরের গভর্নর সুফিয়ানীকে ইমাম মাহদীকে আনুগত্য প্রকাশ করতে চাপ দিবে, তখন সে বাধ্য হয়ে ইমাম মাহদীকে বাইয়াত দিবে। কিন্তু পরবর্তীতে বানু কাল্ব গোত্রের তার সহযোগীদের প্ররোচনায় তিন বছর পর ইমাম মাহদীকে অস্বীকার করবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অবশেষে সুফিয়ানী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ইমাম মাহদীর সৈন্যদের হাতে আটক হবে। তার পর তাকে হত্যা করা হবে। তাই, কোন উপসংহারে না পৌঁছালেও সচেতন মুসলিম হিসাবে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকবে হাদিসে বর্ণিত মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর প্রতিটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বোপরি সামরিক পরিস্থিতির উপর।

(৬) ইমাম মাহদী কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? আমরা তাকে কোন দলে খুঁজে বের করব?

আমরা প্রায় সবাই জানি, ইমাম মাহদীর যখন ৪০ বছর বয়স হবে, তখন হজ্বের সময় পবিত্র কাবা শরীফে তার আবির্ভাব হবে। কিন্তু ৪০ বছর পর্যন্ত আল্লাহতা'য়ালা মাহদীকে গোপন রাখবেন, যাতে কাফেররা কোন ভাবেই চিনতে না পারে। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, ইমাম মাহদীর শত্রু সুফিয়ানী মক্কায় কুরাইশ বংশের কিছু লোকদেরকে হত্যা পর্যন্ত করবে, যাতে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাহদী নামে কারো আবির্ভাব হতে না পারে। তা সত্ত্বেও ঈমানদারেরা মক্কায় মাহদীকে ঠিকই চিনে ফেলবে এবং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করেই তাকে বাইয়াত দিবে এবং খলিফা নিযুক্ত করবে। তাই ঈমানদারেরা যাতে তাকে চিনতে পারে, সেজন্য মাহদীর কিছু অজানা তথ্য জানতে চাই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মাহদীর আগমন (জন্ম) হবে এমন একটি গ্রাম থেকে, যাকে 'কারাহ' বলা হয়।" (আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ), আল আরিফুল আরদি ফি আখবারিল মাহদী; ড. তাহেরুল কাদরী, আমাদ সাইয়েদেনা ইমাম মাহদী (আঃ) আবু নাইম, আবু বকর বিন মুখরী, মাজআম, ইবনে আদি আল কামাল; আল কুনুজি আল বায়ান)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, 'ক্রিমিয়া' নামের একটি শহর বা, গ্রাম থেকে মাহদীর আবির্ভাব (জন্ম) হবে। এই হাদিসটি আবু নাইম বলেছেন, এবং আবু বকর বিন আল মুখরী তার 'মুজআম' নামক বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। (আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রহঃ), আল আরিফুল আরদি ফি আখবারিল মাহদী)

মাহদী 'কারাহ' নামক গ্রাম থেকে আসবেন (অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করবেন) (রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী, পৃষ্ঠা নং ৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “একজন লোক (মাহদী) মদিনা থেকে (একটি বড় থেকে) মক্কায় আসবেন, লোকজন তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাবা শরীফ ও মাকামে ইব্রাহিমের পাশে বাইয়াত দিবে (খলিফা নিয়োগ করবে)” (মারী বিন ইউসুফ কারামী হাম্বলী, ফাতাওয়ায়ে আল ফিকহ ফিল মাহদী আল মুনতাজার)

কোথায় এই ‘কারাহ’ বা ‘ক্রিমিয়া’ শহর?

মূলত ‘কারাহ’ বা ‘ক্রিমিয়া’ নামে মধ্যযুগ ও বর্তমান পৃথিবীতে দুটি শহর বা, গ্রামের নাম পাওয়া যায়।

১। সদ্য ২০১৪ সালে হঠাৎ করেই ইউক্রেন থেকে জোর করে রাশিয়া যে ক্রিমিয়া শহর দখল করে নেয়, সেটা। এটি ১৪৪৯ সাল থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত তুর্কি অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তার পর ১৭৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার অধীনে ছিল। ১৯৯১ সালে cold war এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে ক্রিমিয়া ইউক্রেনের আধীনে চলে যায়। ২০১৪ সালে আমেরিকা গণঅভুত্থান ঘটিয়ে রাশিয়ানপন্থী সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করলে রাশিয়া পাল্টা ক্রিমিয়ায় গণভোট দিয়ে ক্রিমিয়া দখল করে নেয়।

এই ক্রিমিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের মতো। যার অর্ধেকের বেশি হল তাতার মুসলিম। এছাড়াও কিছু আছে তুর্কি মুসলিম, কিছু আছে উজবেক মুসলিম, কিছু আছে আরব মুসলিম, ২০০০ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আরব মুসলিমদের সংখ্যা হল ৫৫০০ মত, বর্তমানে হয়তো ১০-১৫ হাজার হতে পারে।

কিন্তু ক্রিমিয়া যখনই রাশিয়ানরা দখল করেছে, তখনই মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে, প্রথমবার, ১৭৮৩ সালে যখন ক্রিমিয়া দখল করে নেয়, তারপর সেখান থেকে ১,৬০,০০০ তাতার মুসলিমকে জোর করে বের করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার, ১৯৪৪ বিশ্বযুদ্ধের সময় জোসেফ স্টালিন আবার ২,০০,০০০ তাতার মুসলিমকে ক্রিমিয়া থেকে বের দিয়েছিল, পরবর্তীতে প্রায় ১,০০,০০০ লক্ষ তাতার মুসলিম উজবেকিস্তানের শরণার্থী শিবিরে মারা গিয়েছিল। তৃতীয়বার, ২০১৪ সালে রাশিয়া যখন হঠাৎ করে আবার ক্রিমিয়া দখল করে নেয়, তারপরে আবার সেখানকার মুসলমানদের উপর নির্যাতনের অন্ধকার দিন আবার

শুরু হয়। সেখানকার রুশপন্থী বিদ্রোহীরা তাতার মুসলমানদের নির্যাতন চালিয়ে আসছে। যার কারণে নতুন করে, অনেকেই ক্রিমিয়া থেকে তুরস্ক চলে যাচ্ছে।

ইমাম কুরতুবী তার 'তাজকিরাহ' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "ইমাম মাহদী পাশ্চাত্যের ইসলামিক দেশ (অর্থাৎ মধ্য এশিয়ার দেশ) থেকে আসবেন এবং সেখানকার একটি বড় শহরে জন্মগ্রহণ করবেন।" (The prophet Jesus & hazrat mahdi will come this century, পৃষ্ঠা নং ১১৭)

সৈয়দ আহমেদ হিশামুদ্দিন (রাহঃ) ইমাম মাহদীর জন্মস্থান সম্পর্কে লিখেছেন, 'কাকেশাশ' অঞ্চলের সর্বোচ্চ চুড়া, যেখানে সূর্যের রশ্মি পরে, সেখানকার মুসলমানদের থেকে একজন লোক (ইমাম মাহদী) আসবেন। (উসমান ইউকসেল সারদেনগেকটি, মাবেদসিজ সাহের (যার বাংলা অর্থ হল, যেখানে কোন উপাসনালয় নাই) পৃষ্ঠা নং ১০৭)

২। 'কারাহ' বা, 'কারাকুল' নামে মধ্যযুগে আরেকটি গ্রাম বা, শহরের নাম পাওয়া যায়, সেটা হল মধ্য এশিয়ার দেশ তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং পূর্ব তুর্কিস্থান এর সীমান্তবর্তী এলাকায়। আমার ব্যক্তিগত গবেষণায় মনে হচ্ছে, এই এলাকাই হবে ইমাম মাহদীর জন্মস্থান। কারণ,

ক) হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বনি তামিম গোত্রের শুয়াইব ইবনে সালেহ প্রাচ্যের সমরখন্দ থেকে আবির্ভূত হবেন।" (উল্লেখ সমরখন্দ এলাকাটি বর্তমান উজবেকিস্তানের একটি এলাকার নাম) (কিতাবুল গাইবাত)

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মাহদী (আঃ) এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ একই জেলা বা, প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৮৯৯)

খ) একটি হাদীসে বলা হয়েছে, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল যদি বের হয়, তাহলে তোমরা বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তাদের সাথে যোগ দিবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কেন বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও যোগ

দিতে বলেছেন? অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও পূর্ব তুর্কিস্থানের এই 'কারাকুল' হল একটি পাহাড়ি এলাকা এবং এখানে সবসময়ই বরফ আচ্ছাদিত থাকে।

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের ধনভাণ্ডারের (রাজত্বের জন্য) নিকট তিনজন বাদশাহ এর সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার (রাজত্ব) তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে কতগুলো কালো পতাকাবাকী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি।" বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি (সাঃ) আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "তারপর আল্লাহর খলীফা মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহদি।" **(সুনানে ইবনে মাজা, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০)**

গ) এছাড়াও আরো অনেক হাদীসে বলা হয়েছে, মাহদী পূর্বদিকের একটি শহরে জন্মগ্রহণ করবেন। এবং তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তানের এই 'কারাকুল' এলাকাটি কিন্তু মক্কা ও মদিনা থেকে পূর্ব দিকেই অবস্থিত।

ঘ) 'কারাকুল' এলাকাটি থেকে বর্তমান আফগানিস্তানের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। আর খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল যেহেতু এই এলাকা থেকেই বের হবে, তাই এখানেই মাহদীর জন্মস্থান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রয়েছে।

কোন কোন দলে আমরা তাকে খুঁজব?

বর্তমানে যারা পীর পন্থী তারা মনে করেন, ইমাম মাহদী বেলায়েত ও পীর তরিকার হবেন, যারা মডারেট ইসলাম পন্থী তারা মনে করেন, ইমাম মাহদী তাদের দলের কর্মী হবেন, কিন্তু এটা আমাদের সবাইকে মেনে নিতে হবে, বর্তমানে পাশ্চাত্য মিডিয়ার কারণে পৃথিবীতে যাদেরকে জঙ্গী, সন্ত্রাসী, Terrorist বলে জানি, তাদের থেকেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

তাই বর্তমানে যাদের ভিতর মাহদীকে খুঁজব, তা হল;

১। **Caucasus Emirates** (এই দলটির উপর আমাদের সবচেয়ে বেশি নজর রাখতে হবে, কারণ কাকেশাশ অঞ্চলের যারা একটি পরিপূর্ণ ইসলামিক শাসন ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধ করছে। বর্তমানে তারা সিরিয়ার HTS (হায়াতা তাহরির আল শামের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে)।

হযরত সুফিয়ান কালবী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "মাহদীর দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুন যুবক (হারস হাররাস) বের হবে। আর 'ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ' উল্ল্যেখ করেন নাই। যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাহাড়কে কাঁপিয়ে দিবে। আর ওয়ালীদ বলেন 'ভেঙ্গে ফেলবে'।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০২)

এই হাদিসের বৈশিষ্ট্যের সাথে কাকেশাশ অঞ্চলের মানুষের মিল রয়েছে। ঐ এলাকার মানুষগুলো দেখতে অনেকটা হলুদ বর্ণের দেখা যায়। উল্লেখ ইমাম মাহদীর আগে খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী যে দলের আবির্ভাব হবে, সেই দলের নেতৃত্বে থাকবেন হারস হাররাস নামে এক ব্যক্তি। পরবর্তীতে এই দল থেকেই ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

"এক লোক মা-আরউন্নহর (নদীর ওপার) থেকে রওনা হবে, যার নাম হবে হারছ হাররাছ। তার বাহিনীর সম্মুখ অংশের সেনাপতির নাম হবে মানসুর, যে (খেলাফত বিষয়ে) মুহম্মদ বংশের জন্য পথ সুগম করবে বা শক্ত করবে, যেমনটি কুরাইশ আল্লাহর রাসূলকে ঠিকানা দান করেছিল। তার সাহায্য সহযোগিতা করা কিংবা তার ডাকে সাড়া দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।" (সুনানে আবী দাউদ, হাদিস নং ৪২৯০)

আমু নদীর ওপারে অবস্থিত বলতে মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় 'মা-আরউন্নহর' বা 'নদীর ওপার' বলা হয়। উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, কাজিকিস্তান এর অন্তর্ভুক্ত। আর এই অঞ্চলের বেশিরভাগ যোদ্ধাই Cucesus Emirates, vilayat kavkaz & IMU এর সাথে যুক্ত।

২। **Cacusas province, vilayat kabkaz** (এই দলটি মূলত কাকেশাশ এমিরাটস থেকে আলাদা হয়ে ইসলামিক স্টেট এর আনুগত্য প্রকাশ করে সেন্ট্রাল এশিয়াতে নিজেদেরকে একটি শাখা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলামিক স্টেট ২০১৫ সালে Cacusas province নিজেদের একটি শাখা হিসেবে ঘোষণা করে। বর্তমানে আল কায়দার অনুসারী cacusas emirate এর যোদ্ধারা সিরিয়া ও আফগানিস্তানে যুদ্ধরত রয়েছে। আর cacusas province, vilayat kavkaz এর যোদ্ধারা নিজেদের সংগঠিত করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে)।

৩। **Islamic movement of Uzbekistan (IMU)** (এই দলটি Islamic state এর অন্তর্ভুক্ত উলিয়ায়ে খোরাসান (Khorashan Province) এর সাথে মিলিত হয়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ করছে। তবে এই দলটির একটি ভাল দিক হচ্ছে, তারা একই সাথে আল কায়দার অনুসারী বিভিন্ন গ্রুপের সাথে ও ভাল সম্পর্ক রাখছে। কাউকে তাকফির করছে না)।

এই দলটির ব্যাপারে একটি হাদীসও রয়েছে,

দরিদ্রপীড়িত তালোকান অঞ্চল (আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল) সেখানে স্বর্ণ, রৌপ্যের খনি নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ। তারাই আল্লাহর রহমত দ্বারা স্বীকৃত, শেষ জমানায় তারাই হবে ইমাম মাহদীর সহযোগী।" (আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখিরুজ্জামান)

তাই যারা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদেরকে অবশ্যই মধ্য এশিয়ার দেশ উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, পূর্ব তুর্কিস্থান, আফগানিস্তান, কাজাকিস্তান এসকল দেশসমূহের উপর তীক্ষ্ম নজর রাখতে হবে। এছাড়াও মধ্য এশিয়ার কালো পতাকাবাহী দলগুলো যেমনঃ Cacusas emirate, vilayat (ইসলামিক স্টেট এর মধ্য এশিয়ার শাখা), Islamic movement of Uzbekistan-(IMU), East Terkistan Islamic parties, আনসার আল ফুরকান (ইরানের আল কায়দার শাখা), Islamic state of Khurasan এই সকল কালো পতাকাবাহী দলগুলোর উপরও তীক্ষ্ম নজর রাখা খুবই জরুরী।

(৬) বর্তমান সিরিয়া যুদ্ধ নিয়ে কিতাবুল ফিতানের কয়েকটি আশ্চর্য হাদিস

সিরিয়া যুদ্ধ নিয়ে আমাদের জানার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ মনে করছে, এটা বাকি যুদ্ধের মতই তেলের খনি ও ক্ষমতা দখলের একটি যুদ্ধ। ২০১১ সালের আরব বসন্তের পর থেকেই এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে, কবে শেষ হবে তা কেউ জানে না? রক্ত পিপাসু বাশার আল আসাদ ও তার সহযোগী রাশিয়া, ইরান, হিজবুল্লাহর হাতে প্রতিদিন শত শত মানুষের রক্ত ঝড়ছে। এই পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ লক্ষ লোক নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ মানুষ। গৃহহীন হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ। আসুন সিরিয়া যুদ্ধ নিয়ে হাদীসের ভবিষ্যৎবাণীর আলোকে মূল্যায়ন করে দেখি, কিভাবে শুরু হল সিরিয়া যুদ্ধ, আর কি হবে সিরিয়া যুদ্ধের ভবিষ্যৎ।

সিরিয়ার গুরুত্ব ও যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বের অবস্থা

ইবনে কুররা তার পিতা কুররা ইবনে হায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, "শামবাসী (সিরিয়া) ধ্বংস হলে আমার উম্মতের জন্য তেমন কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না (সিরিয়াবাসীর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি)।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৫৭)

হযরত সুলাইমান ইবনে হাতেব হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক লোক প্রায় চল্লিশ বৎসর হতে হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে শুনে আসছে যে, তিনি বলেন, "যখন ফিলিস্তিন দেশে ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করবে, তখন কূপ বা কলসিতে পানি গড়িয়ে পড়ার ন্যায় শামের (সিরিয়ার) দিকে বিভিন্ন ধরনের ফিৎনা ধেয়ে আসবে। অতঃপর তাদের সামনে সবকিছু উম্মোচন হয়ে যায়, অথচ তখন তোমরা খুবই লজ্জিত ও নগণ্য জাতি হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৫)

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পৃথিবীর মূল বা মাথা হচ্ছে শাম দেশ (সিরিয়া), তার উভয় ডানা হচ্ছে মিশর এবং ইরাকে এবং লেজ হচ্ছে হেজাজ (সৌদি আরব, কাতার বাহরাইন, আরব আমিরাত) ভূমিতে। আর সেই লেজের উপর বাজ পাখিরা মলত্যাগ করবে (সিরিয়ার কারণে সর্বশেষ সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত আক্রান্ত হবে)।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬৭)

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "দীর্ঘদিন পর্যন্ত মানুষ মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হতে থাকবে। যখনই এভাবে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ শাম (সিরিয়া) দেশ আক্রান্ত হবে, তখনই মানুষ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে উপনীত হতে থাকবে। কা'ব (রহঃ) কে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শাম (সিরিয়া) দেশ বিরান (ধ্বংস) হয়ে যাওয়া।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬৮)

হযরত আবু আব্দুর রব তাবী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, "যখন তুমি শামে (সিরিয়াতে) আকাশচুম্বি ভবন নির্মাণ হতে দেখবে এবং সেখানে এমন ধরনের গাছ লাগানো হবে, যা হযরত নূহ (আঃ) এর যুগেও লাগানো হয়নি, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের প্রতি ফিৎনা ধেয়ে আসছে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬৬)

আমরা দেখেছি, অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ঈসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মুসলিম জাতির মুসলমানদের দুর্দিন শুরু হয়। এর পর একে একে ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালেও যুদ্ধ করে ইহুদীদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি, বরং মধ্যপ্রাচ্যের এই বিষফোঁড়াটি এখন পুরো পৃথিবীর জন্যই বিষফোঁড়ায় রুপান্তরিত হয়েছে। তারপর ২০১১ সাল থেকেই মুসলিম উম্মাহর জন্য আরো কঠিন দুর্দিন শুরু হয়। যার শেষ কোথায়, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না।

সিরিয়ার ফিতনা হবে খুবই ভয়াবহ

হযরত আবুল আলিয়া (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, "হে লোক সকল! যতক্ষণ পর্যন্ত শাম (সিরিয়া) দেশের দিক থেকে কোনো ফিৎনা আসবে না, ততক্ষণ তোমরা সেটাকে কোনো ফিৎনাই মনে করো না। যখনই শামের (সিরিয়া) দিক থেকে ফিৎনা আসবে, সেটাই হবে, অন্ধ ফিৎনা।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬১)**

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রতিটি ফিৎনা প্রাথমিক অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা শাম (সিরিয়ায়) দেশে প্রকাশ হবে না। যখনই শাম (সিরিয়ায়) দেশে উক্ত ফিৎনা দেখা দিবে তখন বুঝতে হবে, সেটা চূড়ান্ত রুপ নিয়েছে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬০)**

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "প্রত্যেক ফিতনা বড়ই কঠিন। এবং সেই ফিতনাই একদিন প্রকাশ পাবে, শাম (সিরিয়া) নামক দেশটিতে। আর যখন উক্ত শামদেশে ফিতনার উদ্ভব হবে তখনই চতুর্দিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৫৯)**

কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "শাম দেশে মোট তিন ধরণের ফিৎনা দেখা দিবে। একটি ফিৎনা হচ্ছে, অবাধ রক্তপাতের ফিৎনা; দ্বিতীয় ফিৎনা হচ্ছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন ও সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার ফিৎনা। উক্ত ফিৎনার সাথে সম্পৃক্ত হবে মারিবের ফিৎনা, যা মূলতঃ অন্ধ ফিৎনা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৫৬)**

২০১১ সালে শুরু হওয়া সিরিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে পঞ্চম ফিতনা শুরু হয়েছে। আর এর মাধ্যমেই গোটা পৃথিবীতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। গোটা মুসলিম উম্মাহ এর পর থেকে লাঞ্ছিত, অপমানিত হওয়া শুরু হয়েছে, সেটা সিরিয়া, লিবিয়া, মালি, আলজেরিয়া, ইয়েমেন, আরাকান, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনে আমরা দেখতে পেয়েছি। শরণার্থীদের মিছিল কেবল দীর্ঘই হচ্ছে। তুরস্কে প্রায় ৫০ লক্ষ, জার্মানিতে ১০ লক্ষ, বাংলাদেশে ১০ লক্ষ, জর্ডানে ৬ লক্ষ শরণার্থী আশ্রয়

নিয়েছে। নাস্তিক্যবাদ ও ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব নতুনমাত্রা পেয়েছে, এমনকি অমুসলিম দেশের পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোতেও এটি প্রকাশ্যভাবেই শুরু হয়েছে। সেটা আমরা ফ্রান্সের শার্লি এব্দো, বাংলাদেশের গণজাগরণ মঞ্চ, এছাড়াও ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা ও ইউরোপে দেখতে পাচ্ছি। এমনকি ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা বিরোধী আইন ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়াতে বাস্তবায়ন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গ্রামের লোকজন শহরে আশ্রয় নেয়া

হযরত আবু জাহিরিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন তোমাদের গ্রামবাসীদের লোকজন তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করে তোমদের ধন সম্পদের মধ্যে শরীক হয়ে যাবে এবং তোমাদের কেউ তাদেরকে বাধা দিতে পারবেন। যার কারণে কেউ বলে থাকে 'যত বেশি সময় তোমরা সম্পদশালী ছিলে, আমরা তত বেশি সময় পর্যন্ত দুর্ভাগ্যতে ছিলাম।' **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৮১)**

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে জাবের (রহঃ) বলেন, "তোমাদের গ্রামবাসীরা তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের মাঝে কল্যাণ বাকি থাকবে। তাছাড়া কল্যাণ তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত বহন করার মত পিঠ তোমাদের সাথে থাকবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৮২)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "কল্যাণ তোমাদের সাথে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের গ্রামবাসিরা শহরবাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকবে। যদি তারা তোমাদের কাছে আসে তাহলে তোমরা তাদেরকে নিষেধ করো না। যেহেতু তোমাদের কাছে সম্পদের ছড়াছড়ি থাকবে। তারা বলবে, দীর্ঘদিন থেকে আমরা ক্ষুধার্ত, অথচ তোমরা তৃপ্ত সহকারে খেয়ে যাচ্ছ এবং দীর্ঘদিন হতে আমরা কষ্ট শিকার করে যাচ্ছি অথচ তোমরা সাচ্ছন্দ বোধ করে যাচ্ছ। অতঃপর আজকে আমরা তোমাদের সহানুভূতি দেখাচ্ছি।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৮৫)**

২০০৭ সাল থেকে ২০১০ পর্যন্ত প্রচন্ড গরম ও খরার কারণে সিরিয়াতে বিভিন্ন এলাকার গ্রামের বাসিন্দারা প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ বড় বড় শহরগুলোতে আশ্রয় নেয়। ঐ তিন বছর তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বৃদ্ধি পায় এবং বৃষ্টিপাত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। গ্রামের কৃষকেরা পানির অভাবে কৃষিকাজ বন্ধ করে দেয়। তিউনেসিয়াতে যে যুবক আত্মহত্যার কারণে, আরব বসন্ত শুরু সেও চাকরির অভাবে নিজের গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অর্থাৎ পুরো আরব বিশ্বে এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরে। ২০১১ সালে শুরু হওয়া আরব বসন্তের সময় গ্রাম থেকে উঠে আসা লোকজন বিশেষ করে, সিরিয়াতে তারা সরকার বিরোধী বিক্ষোভ ও ফ্রি সিরিয়ান আর্মিতে যোগদান করে। বস্তুত আল্লাহতা'য়ালা তার সুনিপুণ কৌশলে তার জমিনে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে দিচ্ছেন। যা আমাদের কল্পনার বাইরে।

ছোট বাচ্চাদের মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হবে

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "একটা যুদ্ধ হবে, যার শুরুতে থাকবে ছোটদের খেলাধুলা (ছোটদের খেলা থেকেই যুদ্ধ শুরু হবে)। যুদ্ধটি এমন হবে যে, এক দিক দিয়ে থামলে আরেক দিক দিয়ে (যুদ্ধের আগুন) প্রজ্জলিত হয়ে উঠবে। যুদ্ধ শেষ হবে না, এমতবস্থায় আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী (জিব্রাইল আঃ) সম্বোধন করে বলবে, অমুক ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) নেতা। আর ইবনুল মুসাইয়িব তার দুই হাত গুটাবেন ফলে তার হাত দুটো সংকুচিত হয়ে যাবে। অতপর তিনি এই কথাটি তিন বার বললেন, সেই আমীর (ইমাম মাহদী) বা নেতাই সত্য।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৭৩)**

হযরত ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "সিরিয়ায় একটি যুদ্ধ হবে। যার শুরুটা হবে শিশুদের খেলাধূলা (দিয়ে)। অতপর তাদের এ যুদ্ধ কোনভাবেই থামবে না। আর তাদের কোন দলও থাকবে না। এমনকি আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী (হযরত জীব্রাইল আঃ) সম্মোধন করে বলবে, তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) তোমাদের আমীর সুসংবাদ দাতার হাত উত্থিত হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৭৭)**

২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ বছর বয়সী ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মুয়াইয়া সিয়াসনেহ টেলিভিশনে তিউনেশিয়া ও মিশরের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সরকার বিরোধী খবর দেখে দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহরে নিজের স্কুলের দেয়ালে সরকার বিরোধী স্লোগান লেখে। ব্যাস, রাতের বেলা পুলিশ এসে তাকেসহ আরো ৩ বন্ধুকে আটক করে মারাত্মক নির্যাতন করে। যার কারণে দারা শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পরে, এবং পরবর্তীতে যা পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পরে। পরিস্থিতি খারাপ দেখে বাশার আল আসাদ সেনাবাহিনী মোতায়েন করে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেয় বিক্ষোভকারীদের সরাসরি গুলি করতে। কিন্তু সেনাবাহিনীর কেউ কেউ গুলি করতে অস্বীকার করে। তারপর সেনাবাহিনীর সেই বিদ্রোহী অংশটি নিয়ে গঠিত হয় FSA। তারপর যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরবদেশের মিত্ররা বিদ্রোহীদের অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। ২০১২ সালে আল কায়দা আফগানিস্তান থেকে কিছু প্রশিক্ষিত যোদ্ধা সিরিয়াতে পাঠায় এবং ইরাকের ইসলামিক স্টেটকে সিরিয়াতে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। সাম্প্রতিককালে, HTS এর কমান্ডার আবু মুহাম্মদ জুলানী বলেন, মাত্র ৫টি AK-47 রাইফেল দিয়ে তারা সিরিয়া যুদ্ধের যাত্রা শুরু করে। পরের ইতিহাস কম বেশি সবারই জানা।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পর্যন্ত সিরিয়া যুদ্ধ চলবে

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "শাম দেশে (সিরিয়া) ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিৎনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এভাবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবে না, এক পর্যায়ে একজন ঘোষক আসমান থেকে ঘোষণা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, (ইমাম মাহদী) তোমাদের আমীর।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৩)**

হযরত আব্দুর রহমান (রহঃ) তার মাতা থেকে বর্ণনা করেন, তার মাতা ছিলেন বৃদ্ধা। তিনি বলেন, আমি (আমার মাতাকে) ইবনে যুবাইরের যুদ্ধের কথা বললাম যে, এটা এমন একটি যুদ্ধ যাতে মানুষ হালাক বা বরবাদ হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বললেন হে বৎস! কখনো নয়। বরং উহার পরে (আখেরী যুগে) এমন এক যুদ্ধ হবে (অনেক) মানুষ বরবাদ হবে। তাদের যুদ্ধ থামবে না, আর এরই

মাঝে আকাশ থেকে এক সম্বোধনকারী (হযরত জিব্রাইল আঃ) সম্বোধন করে বলবে তোমাদের উপর অমুক ব্যক্তি (ইমাম মাহদী) তোমাদের আমীর।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৭৬)

হযরত সুলাইমান ইবনে হাতেব হিময়ারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “নিঃসন্দেহে শাম (সিরিয়া) দেশে নানান ধরনের ফিৎনা প্রকাশ পাবে। যেখানে ফিৎনা এমনভাবে আসবে যেন কূপের ভিতর পানি পতিত হচ্ছে, যা তোমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং তোমরা ক্ষুধার কারণে অত্যন্ত লজ্জিত হবে। সে সময় রুটির ঘ্রাণ মেশকের ঘ্রাণ থেকেও বেশি পছন্দনীয় হয়ে উঠবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৬৫)

হযরত কা’ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, “মাশরেকী (ইরাকী) শামীদের (সিরিয়া) ফেৎনার প্রকাশ হবে, তখন আরবের বড় বড় রাজা বাদশাহদের পতন এবং আরববাসীদের বিভিন্ন লাঞ্চনার সম্মুখিন হতে হবে। এক পর্যায়ে পশ্চিমাদের (Tuareg) আগমন ঘটবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৫৬০)

অর্থাৎ কালো পতাকাবাহী ইরাকীরা যখন সিরিয়ার কালো পতাকাবাহীদের বিরুদ্ধে হোমস শহরে মারাত্মক যুদ্ধ শুরু করবে। তারপরই সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান কুয়েত এর বাদশাহদের পতন হবে। তার পরই হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) মিশর দখল করে সিরিয়ায় এসে হাজির হবে।

(৭) সিরিয়া যুদ্ধের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত

প্রথম পর্ব

মূলত খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০০ বছর থেকে সিরিয়ার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। সিরিয়াতে ইসলাম আসার সময়, সিরিয়া মূলত ‘শাম’ নামে পরিচিত ছিল এবং শাম এর বৃহত্তর অংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন ও দখলদার ইসরাইল। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রাঃ) এর খেলাফতের সময় সিরিয়া

রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ও হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) এর নেতৃত্বে একে একে পুরো বৃহত্তর সিরিয়া (শাম) ইসলামিক খেলাফতের অধীনে আসে এবং দলে দলে সেখানকার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে। খুলাফায়ে রাশেদিনদের পরে ১০৯৮ সাল পর্যন্ত জাজিরাতুল আরবভিত্তিক (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত,নকাতার, বাহরাইন ও ওমান) উমাইয়া বংশ, আব্বাসীয় বংশ ও মিশরভিত্তিক ফাতেমীয় রাজতন্ত্রের অধীনে শাসিত হয়। ১০৯৮ থেকে ১১৮৯ সাল পর্যন্ত ক্রুসেড যুদ্ধের সময় বর্তমানের মূল সিরিয়াসহ বৃহত্তর শামের বিভিন্ন অংশ জার্মান, ইংরেজ, ইতালি ও ফ্রান্সের দ্বারা শাসিত হয়। পরবর্তীতে সেলজুক, আইয়ুবি, মামলুকদের হাত ঘুরে এই ভূখণ্ড ১৫১৬ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে অটোম্যান সাম্রাজ্যের পরাজয়ের পর মূল সিরিয়াসহ বৃহত্তর সিরিয়া ব্রিটিশ ও ফ্রান্স সেনাবাহিনীর অধীনে আসে। এবং এই দুই সাম্রাজ্যবাদী জাতি তখন একটা চুক্তির মাধ্যমে এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। যদিও ১৯২০ সালে হাশেমি পরিবারের ফয়সাল নামক একজন তল্পিবাহককে আমীর করে একটি কয়েক মাসের ক্ষণস্থায়ী 'সিয়িয়ান রাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তা পরে আবার 'ফ্রান্স ম্যান্ডেট' এর অধীনে চলে আসে। এমনিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ফ্রান্স সেনাবাহিনী এবং সিরীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের মধ্যে দফায় দফায় কয়েকটি যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং ১৯৩৬ সালে সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাধীনতা চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং হাসিম আল তাসিকে প্রথম রাষ্ট্রপতি করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে তা আবার ফ্রান্স সেনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং ১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে সেনা প্রত্যাহার করে প্রজাতন্ত্রী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত শুধু আরব ইসরাইল যুদ্ধ (১৯৪৮) আর ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাস। এর মাঝে সুয়েজ খাল নিয়ে ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধের পরে সিরিয়া রাশিয়া (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন) এর সাথে মৈত্রী চুক্তি করে। এর ফলে সিরিয়া রাশিয়া থেকে সমর সরঞ্জাম এর সাথে সমাজতন্ত্রের চেতনাও আমদানী করতে সক্ষম হয়। ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি সিরিয়া এবং মিশর 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' এর ঘোষণা দেয় এবং ১৯৬১ সালে তা ভেঙ্গে যায়। এর মাঝে সিরিয়াতে আরব জাতীয়তাবাদ

ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক মতবাদ **'বাথিজম'** এর উত্থান ঘটে এবং একে কেন্দ্র করেই সিরিয়ায় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হতে থাকে। ১৯৬৬ সালে সালেহ জাদিদ (হাদ্দাদিন গোত্রের), মুহাম্মদ উমরান (খাইয়্যাতিন গোত্রের) এবং হাফিজ আল আসাদ (কাল্বিয়্যা বা বনু কাল্ব গোত্রের) মিলে আরেক দফা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা হাতে নেয় এবং আশ্চর্যজনকভাবে তিনজন অফিসারই শিয়া নুসাইরিয়া আকিদার। এর মাঝে ১৯৬৭ সালে সিরিয়া আবারও ইসরাইলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং গোলান মালভূমি হাতছাড়া হয়। এই বিষয়কে ভিত্তি করে যুদ্ধকালীন সামরিক প্রধান হাফিজ আল আসাদ ও অপর সামরিক শাসক সালাহ জাদিদের সাথে মতপার্থক্য প্রকট হয়। যার ফলস্বরূপ, এক রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৭০ সালে হাফিজ আল আল আসাদ ক্ষমতায় আসীন হয় এবং ২০০০ সালে তার মৃত্যুর পর ৩০ বছরের শাসন শেষে তার ছেলে বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় আসে। উল্লেখ্য, এ নুসাইরিয়া সম্প্রদায় সিরিয়ার মাত্র ১৩% শিয়ার একটি অংশ। মূলত ১৯৭০ সালে হাফিজ আল আসাদের ক্ষমতায় আসার মাধ্যমে সিরিয়া নামক গোটা ভূখণ্ডে ইসলাম আসার পরের ইতিহাসে প্রথম কোন ব্যক্তি সিরিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল যে কিনা আরবদের গোত্র পরিচয়ের দিক থেকে বনু কাল্ব গোত্রের এবং আকিদাগত দিক থেকে শিয়া নুয়াইরিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং জন্মগতভাবে পাহাড়ি উপত্যাকার একটি গ্রাম কারদাহা থেকে। আর ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানী নামক যে অত্যাচারী বাদশার আবির্ভাব হবে সেও কিন্তু বানু কাল্ব গোত্রের লোক হবে এবং একটি পাহাড়ী উপত্যকা থেকেই। তাই ভবিষ্যৎ ইসলামের ইতিহাসের জন্য বানু কাল্ব গোত্রের লোকজন কেমন হবে তাই আমার আলোচনার বিষয়বস্তু। ২০১১ সালে আরব বসন্ত উত্তর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে একটি বিরাট নিয়ে আসে। এক নিমিষেই আরববিশ্বের অহংকারী ও প্রতাপশালী রাজাদের ক্ষমতার মসনদের টনক নড়ে যায়। একে একে ক্ষমতা হারান তিউনেসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলী, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফি, মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ। কেবল ব্যাতিক্রম ঘটে সিরিয়ায়, রক্ত পিপাসু বাসার আল আসাদের কাছে হেরে যায় আরব বসন্ত। ২০১১ সালে সিরিয়ার সাধারণ মানুষ যখন আসাদের পতনের জন্য রাস্তায় নেমে আসে,

তখন রক্ত পিপাসু আসাদ অস্ত্র নিয়ে জনগণের উপর চড়াও হয়। শুরু হয় সিরিয়ার যুদ্ধ, সিরিয়ার আসাদ বিরোধী জনগণের কাছে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কাতার, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স। আসাদ বিরোধী জনগণের সাথে যোগ দেয় সেনাবাহিনীর একটি অংশ FSA, ইরাকের জিহাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট, সিরিয়ার জিহাদী গোষ্ঠী জাবাহাত আল নুসরা, সৌদি-তুরস্কপন্থী আহরার আল শাম, জাইশুল ইসলামসহ আরো অনেকগুলো দল। অপর দিকে প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় রাশিয়া, ইরানের IRGC, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইরাক ও আফগানিস্তানের শিয়া মিলিশিয়ারা। প্রথম দিকে আসাদ বিরোধীরা একে একে দখল করে নেয় আলেপ্পো, রাক্কা, ইদলিব, দারা, দেইর আল জুর, পালমিরা। এছাড়াও রাজধানী দামেস্কের ও হোমস প্রদেশের কিছু এলাকা। হঠাৎ করে ২০১৪ সালে ইরাক ও সিরিয়ার দুই জিহাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট ও জাবাহাত আল নুসরার বিরোধ প্রকাশ পেতে শুরু করে। এই বিরোধের জেরে ইরাকের জিহাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট তাদের নিয়ন্ত্রিত ইরাক ও সিরিয়ার এলাকায় খেলাফত ঘোষণা করে। এর পর তাদের উপর চড়াও হয় যুক্তরাষ্ট্র, কুর্দি বাহিনী YPG, SDF ও ইরাকের শিয়া মিলিশিয়ারা। এর মধ্যে ২০১৫ সালে হঠাৎ করেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন, বাসার আল আসাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়। রাশিয়ার প্রকাশ্য অংশগ্রহণের ফলে পুরো যুদ্ধের মোড়ই ঘুরে যায়। ২০১৬ সালে তুরস্কও সরাসরি সিরিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে যায়, তাদের উদ্দেশ্য ছিল কুর্দি বাহিনীর অগ্রযাত্রা প্রতিরোধ করা। ২০১৭ সালে এসে আসাদ সরকার সিরিয়ার বেশিরভাগ এলাকাই পুনঃদখল নিতে সক্ষম হয়। এর মধ্যে নতুন করে যুদ্ধের গুঞ্জন শুরু হয় ইরাকের কুর্দি বাহিনীর বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় পর্ব

সিরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে আমরা দেখেছিলাম ইরাকের ইসলামিক স্টেট (Islamic State of Iraq and Syria-ISIS) ও সিরিয়ার জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান হায়াতা তাহরির আল শাম-HTS) সবাইকে অবাক করার মত সাফল্য পেয়েছিল। একে একে তারা দখল করে নিয়েছিল আলেপ্পো, রাক্কা, ইদলিব, দেইর আল জুর (Deir-ez-zur), দ্বারা (Daraa), পালমিরা, হোমস

প্রদেশের এর কিছু অংশ এবং হামা এর কিছু অংশ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো ধরে রাখতে পারছে না। বরং ২০১৫ সালে সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো (Aleppo) থেকে ইসলামপন্থীদের পতন এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে দ্বারা (Daraa) এবং উত্তর আলেপ্পো, রাক্কা, হোমস, পালমিরা, দেইর আল জুর পতন হয়। যার কারণে অনেক মানুষ যারা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শাসনের স্বপ্ন দেখতে ছিল তারা মারাত্মকভাবে ব্যথিত হয়। আসুন এখন আমরা বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি হাদিসের বর্ণনা দেখে নেই।

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! আমাদের শামে (সিরিয়া) ও ইয়ামেনে আপনি বরকত দান করুন। লোকেরা বলল, আমাদের নজদেও। তিনি পুনরায় বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের শাম (সিরিয়া) দেশে ও ইয়ামেনে বরকত দান করুন। লোকেরা আবারও বলল, আমাদের নজদেও। তখন তিনি বললেন, সেখানে তো রয়েছে ভূমিকম্প ও ফেতনা-ফ্যাসাদ; আর শয়তানের শিং সেখান থেকেই বের হবে (তার উত্থান ঘটবে)।' (বোখারি, ১০৩৭)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "শাম (সিরিয়া) দেশের ফিতনা এত মারাত্মক আকার ধারণ করবে যে, যার কারণে সমাজের সম্মানিত লোকজন প্রথমে বিজয়ী হবে। অবশ্যই সেটা খুব অল্প সময়ের জন্য। পরবর্তীতে তাদের উপর নিন্ম শ্রেণীর লোকজন বিজয়ী হবে, যাদের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই কম। যাতে করে তোমাদেরকে কৃতদাস বানিয়ে রাখতে পারে, যেরকম পূর্বযুগে রাখা হত।" (নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৬৭৯)

এই হাদীসের সাথে বর্তমান সিরিয়ার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভাবে মিলে যাচ্ছে। IRGC, হিজবুল্লাহ, কুর্দি বাহিনী, SDF শিয়া মিলিশিয়ারা বিজয়ী এলাকাগুলোতে সাধারণ সুন্নি মুসলিমদের উপর বর্তমানে কৃতদাসের মতই আচরণ করছে।

বর্তমানে সিরিয়াতে ইসলামিক স্টেট খুব নাজুক অবস্থায় আছে। উত্তর আলেপ্পো, পালমিরা, হোমস, দারা, রাক্কা, দেইর আল জুর থেকে প্রতিনিয়ত বিতারিত হচ্ছে। অপর জাবাহাত আল নুসরা আরো কয়েকটি ছোট ছোট ইসলামিক দল নিয়ে HTS (হায়াতা তাহরির আল শাম) নামে একটি জোট করেছে। যারা ইদলিব, দারা, আলেপ্পোর কিছু অংশ, হোমস এর কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে। সিরিয়াতে বর্তমানে যাদেরকে সবচেয়ে শক্তিশালী বিদ্রোহী জোট হিসাবে গণ্য করা হয়। ধারণা করা হয় এই জোটের সৈন্য সংখ্যা ৩১ হাজারেরও বেশি। গত ২০ September ২০১৭ কাজাকিস্তানের রাজধানী আস্তানায় ইরান, রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ইদলিব প্রদেশ থেকে HTS (তাহরির আল শাম) ও আফরিন শহর থেকে কুর্দি বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য একটি চুক্তি হয়। এই তিনটি দেশ ইদলিব থেকে HTS কে বিতাড়িত করে সেখানে স্থায়ীভাবে সৈন্য মোতায়েন করবে।

হযরত ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কালো পতাকাবাহী হয়ে তুর্কি সম্প্রদায় বেড়িয়ে আসবে। তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, তাদের ঘোড়ার নিঃশ্বাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত। যতক্ষণ না পশ্চিমারা বের হয়ে আসবে।" (আল ফিতান, হাদীস নং ৭৪৭)

হাদিসটিতে এরকম বুঝানো হয়েছে যে, যখন তুর্কিরা (তুরস্ক) তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে, তাদের যুদ্ধের সরঞ্জাম শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাক। যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমারা (মাগরিব অঞ্চল অর্থাৎ মরোক্কো, তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া থেকে বর্বরবাহিনী) অর্থাৎ আবকা জাতি বের হয়ে না আসবে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইরাক ও সিরিয়ায় চাপের মুখে থাকা ইসলামিক স্টেট শুধু লিবিয়াতে ১২ হাজার সৈন্য জড়ো করে জড়ো হতে শুরু করেছে এবং নতুন অনুসারীদেরকে লিবিয়াতে হিজরত করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে। তাই পরবর্তীতে যেকোন সময় তারা ইরাক ও সিরিয়ার মত বড় অভিযান শুরু করতে পারে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর আফ্রিকায় আল কায়দার মাগরিব অঞ্চলের চারটি জোট একত্রিত হয়ে (Jamat Nusrat Al Islam wal Muslimin-JNIM)

নামে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মালি, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিশরে তাদের তৎপরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর আমরা সবাই জানি, ইসলামিক স্টেট ও আল কায়দার অনুসারীরা কালো পতাকা ব্যবহার করে।

হযরত আবু কাবীল (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহে পশ্চিমারা এবং ফুজাআ ও মারওয়ানের সন্তানগণ শাম দেশের মূল ভূখণ্ডে কালোপতাকার নিচে সমবেত হবে। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হোজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মিসরবাসীকে সম্বোধন করে বলেন, "হে মিশরীগণ! যখন পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের দিকে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আসবে এবং তারা পুলের (অর্থাৎ ব্রিজের) উপর থাকা অবস্থায় তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তোমাদের এবং তাদের মিলিয়ে প্রায় সত্তর হাজার যোদ্ধা হবে। সে তোমাদেরকে মিশর এবং শামদেশ থেকে লাঞ্ছিত অবস্থায় কাফের আখ্যায়িত করে বের করে দিবে। ঐ পরিস্থিতিতে জনৈকা আরবী মহিলা পঁচিশ দেরহাম নিয়ে দামেস্কের গেইটে অবস্থান করবে। অতঃপর পশ্চিমারা (অর্থাৎ মাগরিব অঞ্চল থেকে আগত হলুদ পতাকাবাহী দল) হিমস নগরীতে দীর্ঘ আঠার মাস পর্যন্ত অবস্থান করবে। এ দিনগুলোতে তারা যাবতীয় সম্পদ বিলি করবে এবং নারী-পুরুষদের সবাইকে নির্বিচারে হত্যা করবে। কিছুদিন পর আসমানের নিচে অবস্থনরত সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের অন্যতম একজন তাদের প্রতি ধেয়ে আসবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত করবে। এক পর্যায়ে তারা হিমস নগরী ছেড়ে দিয়ে মিশরের ভূখণ্ডে প্রবেশ করবে। (আল ফিতান, হাদীস নং, ৭৬৪)

হাদীসের সারাংশ এরকম যে, প্রথমে ইসলামিক মাগরিব (মরোক্কো, তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিশরের) লোকজন, যারা মারওয়ান ও ফুজায়া গোত্রের লোকজন আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির আওতায় কালো পতাকার নিচে একত্রিত হবে এবং তারা ইসলামিক মাগরিব বিজয়ী হয়ে মিশর পর্যন্ত জয় করবে। ঠিক তখনই মিশরের প্রেসিডেন্ট পালিয়ে ইউরোপ চলে যাবে এবং ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট সাহায্য চাইবে। এর পর আবকা জাতির পক্ষ থেকে আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান হিন্দ নামের আরেকজনের নেতৃত্বে হলুদ পতাকাবাহী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তিনি কালো পতাকাবাহী দলকে

পরাজিত করে মাগরিব অঞ্চল (মরোক্কো, তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও মিশর) মুক্ত করবেন এবং সিরিয়ার হোমস নগরীতে ১৬ মাস অবরুদ্ধ করার পর জয়লাভ করবে এবং সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক জয় করবে। আর তাদেরকেই আবকা জাতি বলা হবে, যারা অর্ধেক সিরিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আর এই হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতিকে হাদিসের ভাষায় নিকৃষ্ট জাতি বলা হয়েছে। তারা নির্বিচারে নারী পুরুষ সবাইকে হত্যা করবে। এর কিছুদিন পর আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকটি (অর্থাৎ প্রথম সুফিয়ানী) আত্মপ্রকাশ করবে এবং আসহাব ও আবকা উভয় দলের উপর সে বিজয়ী হবে। আর আবকা জাতি সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হয়ে মিশরে চলে যাবে। আর আসহাব জাতি সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হয়ে ইরাকের কূফা নগরীতে অবস্থান করবে।

তৃতীয় পর্ব

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে সিরিয়ায় বানু কাল্ব গোত্রের সুফিয়ানী বাদশা আত্মপ্রকাশ করবে। আর এই সুফিয়ানী বাহিনী সরাসরি ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। যদিও সুফিয়ানী তার প্রকৃত নাম নয়, তার আসল নাম হবে আজহার ইবনে কাল্ব, অথবা উসমান, যারা বংশগত দিক থেকে বনু উমাইয়া গোত্রের আবু সুফিয়ানের বংশের লোক হবে। আর তাদের সহযোগিরা হবে বানু কাল্ব গোত্রের। অবশ্য বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ ও তার পিতা হাফিজ আল আসাদও কিন্তু বনুকাল্ব গোত্রের লোক, যাদেরকে আলাবী মুসলমান বলা হয়ে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “শাম (সিরিয়া) দেশে তিন ঝাণ্ডা বিশিষ্ট তিনজন লোক আত্মপ্রকাশ করবে। আসহাব, আবকা ও সুফিয়ানী ঝাণ্ডা। আসহাব বের হবে মাশরিক (অর্থাৎ সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল ইরাক) থেকে, আবকা বের হবে মিশর থেকে এবং সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ (সিরিয়া) থেকে। আর সুফিয়ানী তাদের উভয়ের উপর বিজয়ী হবে।” (নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৮৪৫)

সিরিয়াতে যখন কালো পতাকাবাহী দলের মধ্যে মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করবে তখন মিশরে হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। তারা সিরিয়ায় এসে প্রথমে হোমস শহরকে ১৬ কিংবা ১৮ মাস অবরুদ্ধ করে রাখবে, তারপর তারা হোমস শহরটি বিজয় করতে সক্ষম হবে। হোমস (Homs) শহরটির অবস্থান হল রাজধানী দামেস্কাস (Damascus) এর উত্তরে আর আলেপ্পো (Aleppo) শহরের দক্ষিণে। অর্থাৎ দামেস্কাস এবং আলেপ্পো শহরের মাঝখানে, এটি সিরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। তারপর তারা যখন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কাস বিজয় করবে, তখন দামেস্কাস শহরের আরম জনপদ ও বড় মসজিদের (অর্থাৎ বনি উমাইয়া মসজিদ, যে মসজিদে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন) পশ্চিম পাশের দেয়াল ভূমিকম্পের কারণে বা, বড় ধরনের মিসাইলের আঘাতের কারণে ধ্বসে পরবে। যার কারণে সেখানে ১ লক্ষ লোক নিহত হবে।

আসহাব জাতি হবে বনি হাশেম বংশের পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানেরা। যারা সিরিয়ার পূর্বাংশ অর্থাৎ (দেইর আল জুর, হাসাকা, আবু কামাল, রাক্কা) নিয়ন্ত্রণ করবে। তারা আসবে মাশরিক অঞ্চল অর্থাৎ ইরাক ও খোরাসানের দিক থেকে। আর আবকা জাতি হবে উমাইয়া বংশের খলিফা মারওয়ানের বংশধরদের থেকে। আবকা জাতি আসবে মিশরের দিক থেকে। যারা সিরিয়ার পশ্চিমাংশ (অর্থাৎ হোমস, হামা, লাটাকিয়া দামেস্কাস শহর) নিয়ন্ত্রণ করবে।

হযরত আবু কাবিল (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বনি হাশেম গোত্রের এক ব্যক্তি রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথে সাথে বানি বানু উমাইয়া গোত্রের একজনকে হত্যা করবে। এভাবে চলতে চলতে সামান্য কিছু লোকজন বাকি থাকবে যাদেরকে হত্যা করা হবে না। হঠাৎ বনি উমাইয়া গোত্রের একজন রাজত্বের মালিক হওয়ার সাথে সাথে একজনের বিপরীতে দুইজনকে হত্যা করতে থাকবে। যার ফলে নারী ব্যতীত কোন পুরুষ লোক থাকবে না।" (নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৮২১)

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, ইসলামিক স্টেট এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদী কিন্তু বংশগত দিক থেকে কুরাইশ বংশের লোক। আর কুরাইশ বংশ কিন্তু বনি হাশেম গোত্রের একটি শাখা। আর আমরা সবাই জানি, আবু বকর আল বাগদাদী

সিরিয়া যুদ্ধের শুরু থেকেই বাশার আল আসাদের পক্ষে যুদ্ধরত শিয়াদের বিরুদ্ধে মারমুখী যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, যারা কিনা সুফিয়ানী বাহিনীর সমর্থক। সুতরাং আমরা এ কথা বলতেই পারি যে, ইসলামিক স্টেট এর পরবর্তী প্রজন্মের অনুসারীরাই হচ্ছে আসহাব জাতি। কারণ তাদের দলের প্রধান হচ্ছে বনি হাশেম গোত্রের লোক, আর তারা এসেছে মাশরিক অঞ্চল বা, পূর্বাঞ্চল (অর্থাৎ সিরিয়ার পূর্ব দিক) ইরাক থেকে।

কিন্তু বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বাহিনী যেভাবে ইসলামিক স্টেট ও HTS (তাহরির আল শাম) এবং আহরার আল শামের বিরুদ্ধে সকল এলাকায় বিজয়ী হচ্ছে অনেকের মনে হতে পারে, কবে আসহাব ও আবকা জাতি হোমস আর দামেস্কাস বিজয় করবে?

আসল কথা হচ্ছে মিশরের নীলনদ যখন পানির অভাবে শুকিয়ে যাবে এবং মিশরের অর্থনীতি ভেঙ্গে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তখনই হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি এবং তাদের সমর্থনকারী আমেরিকান ও ইউরোপের বর্বর জাতি মিশরে এসে হাজির হবে এবং পরবর্তীতে তারা সিরিয়ায় এসে হাজির হবে।

মিশরের নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার সব আয়োজন সম্পন্ন করতেছে ইথিওপিয়া সরকার, তারা ৬.৪ বিলিয়ন ডলার খরচ করে নীল নদের উপর Grand Euthiopian Regiment Dam নামে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণ করছে। ২০১১ সালে এই বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়ে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে শেষ হওয়ার থাকলেও এখন পর্যন্ত ৭০% শতাংশের মত কাজ শেষ হয়েছে। এই বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হলে মিশরে নীলনদের পানি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ নীলনদের পানি আসে আফ্রিকার রুয়ান্ডা নদী থেকে ইথিওপিয়া ও সুদানের উপর দিয়ে মিশরে আসে। বর্তমানে মিশরের অর্থনীতির ৭০%-৮০% আসে কৃষি খাত থেকে। আর মিশরের কৃষিখাত সম্পূর্ণরূপে নীলনদের নির্ভরশীল। তাই আগামী ১০ বছর পর মিশরের ভবিষ্যৎ কি হবে তা একমাত্র আল্লাহ ভালো জানেন।

যখন আসহাব জাতি (অর্থাৎ ইরাক থেকে আসা বাহিনী) ও আবকা জাতি (মিশর থেকে আসা বাহিনী) মধ্যে দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করবে তখন দামেস্কাস এর

দক্ষিণ দিক থেকে ওয়াদিউল ইয়াবেস (শুষ্ক উপত্যকা) নামক জায়গা (অর্থাৎ দারা শহর) থেকে প্রথম সুফিয়ানী বের হবে। যে কিনা বংশগত দিক থেকে বানু কাল্ব গোত্রের লোক হবে। সে নিজেকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা দাবি করবে। যারা তাকে খলিফা মানতে অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের সবাইকে সে হত্যা করবে। প্রতি মাসে তার বাহিনীতে ৩০ হাজার লোক যোগদান করবে। আর আসহাব জাতি (ইরাক থেকে আসা বাহিনী) ও আবকা জাতি (মিশর থেকে আসা বাহিনী) তার বিশাল সৈন্য দেখা মাত্রই পরাজিত হবে।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সুবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কিছুদিনের মধ্যেই এমন একজন খলিফার আবির্ভাব ঘটবে, লোকজন যার হাতে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে। এবং তার নায়েব তার দুশমন হয়ে যাবে। যার কারণে একাকী পথ চলা ব্যতিত তার কোন উপায় থাকবে না, অবশ্যই সে শাম দেশে বিজয়ী হবে। ইরাকবাসী তাকে ইবায় ফেরত নিতে চাইলে সে অস্বীকৃতি জানাবে। সে বলবে যুদ্ধের জন্য এটাই উপযুক্ত স্থান। যার কারণে ইরাকবাসী তাকে ছেড়ে চলে যাবে। এবং তার বিরুদ্ধে হিমসে সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে।" (আল ফিতান, হাদীস নং ৮৭২)

এই হাদীসের প্রথমাংশের সাথে ইতোমধ্যেই আমরা পরিচিত হয়ে গেছি, সিরিয়া যুদ্ধের প্রথম দিকে ইসলামিক ইস্টেটের খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী ও জাবাহাত আল নুসরার (বর্তমান HTS) আমির আবু মুহাম্মদ জাওলানী ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ এবং তারা দুজন একত্রে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। যখন আবু বকর আল বাগদাদী খিলাফতের ঘোষণা দিলেন, তখনই আবু মুহাম্মদ জাওলানী তার শত্রু হয়ে গেলেন। হয়তো পরবর্তী সময়ে ইসলামিক স্টেট থেকে ইরাকবাসীও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে আলাদা হয়ে যাবে।

হযরত ওযীন ইবনে আতা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "চতুর্থ ফিতনা মূলত রিক্কাহ (রাক্কা) থেকে শুরু হবে।" (আল ফিতান, হাদীস নং ৮৬৮)

ইসলামিক স্টেট যখন রাক্কা বিজয় করল, এর পরই তারা খিলাফতের ঘোষণা দিয়েছে, যার ফলে জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান HTS) সহ সিরিয়ার সকল

আসাদ বিরোধীদের সাথে তাদের দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পরবর্তীতে ইসলামিক স্টেট রাক্কা শহরকে তাদের খিলাফতের রাজধানী ঘোষণা করে।

আসহাব জাতি (অর্থাৎ ইরাক থেকে আসা বাহিনী) ও হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (অর্থাৎ মিশর থেকে আসা বাহিনী) এর পতনের পর অবশ্যই দেইর-আল-জুর এর নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে তুর্কি (তুরস্ক) এবং রোমান জাতির (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স জার্মানী) সাথে সুফিয়ানী বাহিনীর (বাশার আল আসাদের পরবর্তী শিয়া শাসক) সাথে ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড়ের দখলকে কেন্দ্র করে একটি মারাত্মক যুদ্ধ হবে। যে যুদ্ধে ১ লক্ষ, কোন কোন মতে, ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত থেকে সোনার পাহাড় বের হবে। তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশ জনে নিরানব্বই জন লোক মারা যাবে। যে ক'জন জীবনে রক্ষা পাবে, তারা প্রত্যেকে মনে করবে, বোধ হয় একা আমিই জীবিত আছি।" (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২১৯)

অধিকাংশ মানুষ মনে করে ফোরাত নদী কেবল ইরাকে রয়েছে। আসলে ফোরাত নদী তুরস্ক থেকে সিরিয়া হয়ে ইরাকে এসে শেষ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্ক সরকার ফোরাত নদী উপর তুরস্ক সরকার Sanliurfa province এ Autaturk Baraji Dam নামে একটি বাঁধ নির্মাণ করে, এর পর সিরিয়ার সরকার Raqqa Province এ Tabqa Dam নির্মাণ করার কারণে ফোরাত নদীর পানি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। আর হাদীসে বলা হয়েছে ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে স্বর্ণের পাহাড় আবিষ্কার হবে।

এখন প্রশ্ন সেই স্বর্ণের পাহাড় কবে আবিষ্কার হবে?

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "চতুর্থ ফেতনা হল অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফেতনা। যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আরব অনারব প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে। এই ফেতনার দ্বারা তারা

(মুসলমানরা) লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হয়ে যাবে। যে ফেতনাটি শাম দেশে (সিরিয়া) চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রি যাপন করবে ইরাকে, আর হাত-পা দ্বারা আরব উপদ্বীপে (সৌদি আরব, দুবাই, কাতার, ওমান, বাহরাইন) নাড়াচারা করতে থাকবে। ফেতনাটি এতোই মারাত্মক আকার ধারণ করবে, যার কারণে মানুষ ভাল-মন্দ কিছু বুঝতে পারবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস আসলেও অন্য দিকে ফেতনাটি তীব্র আকার ধারণ করবে। আর কেউ এই ফেতনাটি থামানোর সাহস ও করবে না। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই অবস্থা ১২বছর স্থায়ী থাকবে। এরপর ফোরাত নদীতে স্বর্ণের ব্রিজ প্রকাশ পাবে। যার কারণে সবাই এটি দখল করতে চাইবে এবং প্রতি ৯জনের ৭জন নিহত হয়ে যাবে।" (আল ফিতান, হাদীস নং ৬৭৬)

আল্লাহু আকবর, এই হাদীসে সিরিয়ার বর্তমান যুদ্ধের ১২ বছর পর (অর্থাৎ ২০২৩ সালের পর) ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় সিরিয়ার দেইর আল জুর শহরের এর নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে ভেসে উঠবে। আর আসরে যুহুরী বইটিতে আল্লামা আলী আল কুরানী বলেছেন সিরিয়া যুদ্ধের ১৮ বছর পর (অর্থাৎ ২০২৯ সালের পর) এই স্বর্ণের পাহাড়টি ভেসে উঠবে তখন এটি দখলের জন্য তুরস্ক ও ন্যাটো বাহিনীর জোট কিরকিসিয়ার প্রান্তরে হাজির হবে আর তখনই বনি কাল্ব গোত্রের সুফিয়ানী বাহিনী অর্থাৎ (বাশার আল আসাদের পরবর্তী শিয়া শাসক) তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে যাবে। আর তখনই এই ভয়াবহ যুদ্ধটি হবে। হাদীসে বলা হয়েছে, এই যুদ্ধে ১ লক্ষ বা ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে। আর নিহতের মধ্যে বেশিরভাগ তুরস্কের সেনাবাহিনীর সৈন্য থাকবে। আরেকটি হাদিসে বলা হয়েছে, তুর্কিরা (তুরস্ক) দুইবার বের হয়ে আসবে। একবার তারা ৭০০ বছর মুসলিম বিশ্ব শাসন করেছিল, আর দ্বিতীয় বার বের হয়ে আসবে কিরকিসিয়ার ময়দানে। আর কিরকিসিয়ার যুদ্ধের পর তুর্কিদের (তুরস্কের অভ্যন্তরে) নিজেদের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হবে। যার কারণে তারা অস্তিত্ব সংকটে পরবে। এরপর আর কোন তুর্কি (তুরস্কের ক্ষমতা) থাকবে না।

কিরকিসিয়া যুদ্ধের পর প্রথম সুফিয়ানী ইরাকের কুফা নগরীতে আসহাব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আসবেন। কিন্তু কুফা নগরীতে এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে আবার সিরিয়ার দিকে ফেরত যাবেন এবং ইরাক সিরিয়ার বর্ডারে এসে মৃত্যুবরণ করবেন। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক বেরিয়ে আসবে যাকে আসল সুফিয়ানী বলা হবে। আর তিনি কুফার গণহত্যাটি ঘটাবেন। আর দ্বিতীয় সুফিয়ানী ইমাম মাহদী (আঃ) এর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করবেন। আসহাব জাতি অর্থাৎ (ইসলামিক স্টেট) কিরকিসিয়া যুদ্ধের পর ইরাকের কুফা নগরীতে যে বৃহৎ হত্যাকাণ্ডের শিকার হবে, যার কারণে তাদের ৭০ হাজার, কোন কোন মতে ১ লক্ষ লোক নিহত হবে। অবশ্য এর পূর্বে তারা বড় বড় ৭ যুদ্ধে সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে পরাজিত হবে।

চতুর্থ পর্ব

সিরিয়া যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি হাদীসের আলোকে যেভাবে ধীরে ধীরে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের দিকে মোড় নিবে সেটাই এই পর্বে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হবে। বর্তমান সিরিয়ার যুদ্ধটি ইরাক ও মিশরকে গ্রাস করে থেমে থাকবে না বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, মধ্য এশিয়াকে একটি ভয়ংকর অসমাপ্ত যুদ্ধের দিকেই ঠেলে দিবে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ভবিষ্যতে যে ঘটনাগুলো ঘটবে, সেগুলো সময়ের সাথে মিল রেখে উল্লেখ করা হবে। (ইনশাল্লাহ)

১। ২০১১ সালে আরব বসন্ত সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধে মোড় নেয়া।

২। ২০১২ সালে সিরিয়া যুদ্ধে ইরাকের জিহাদী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (Islamic state of Iraq) প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

৩। ২০১২ সালে ইরানের IRGC, লেবাননের হিজবুল্লাহ, ইরাকের শিয়া মিলিশিয়া ও আফগানিস্তানের শিয়া মিলিশিয়াদের প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়া।

৪। ২০১৪ জাবাহাত আল নুসরা (বর্তমান HTS) এর সাথে বিরোধের জেরে ইসলামিক স্টেট (Islamic state of Iraq and Syria-ISIS) খিলাফত ঘোষণা।

৫। ২০১৪ সিরিয়া ও ইরাকে ইসলামিক স্টেটকে নির্মূল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের বিমান হামলা শুরু।

৬। ২০১৫ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়া।

৭। ২০১৬ সালে সিরিয়া যুদ্ধে ইসলামিক স্টেট ও কুর্দি বাহিনীর বিরুদ্ধে তুরস্কের অংশগ্রহণ।

৮। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের জয় জয়কার অবস্থা।

৯। ২০১৭ সালে ইরাকের স্বায়ত্বশাষিত কুর্দিস্থান সরকারের সাথে ইরাকের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধের শুরু।

১০। সিরিয়াতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসা এবং প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের মৃত্যুর পর শিয়া নুসাইরি লোকজন ব্যাপকভাবে হত্যার সম্মুখীন হওয়া।

"ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত ইরাক আক্রান্ত হবে এবং নিরপরাধ ইরাকবাসী সিরিয়াতে আশ্রয় নিবে। সিরিয়া পুনঃনির্মিত হবে এবং ইরাক পুনঃনির্মিত হবে।" **(মুন্তাখাব কানাজুল উম্মাল, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫৪)**

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "বিশাল একটি জামাআতকে (দলকে) সুফিয়ানী (বাশার আল আসাদ) দুইবার পরাজিত করে তাদের উপর কর আরোপ করবে এবং তাদের জনগণকে বন্দি করবে। কুরাইশের জনৈকা নারীকে জবাই করার মাধ্যমে হত্যা করে, তার পেট চিঁড়ে বাচ্চা বের করে আনবে। এরপর সুফিয়ানী মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের থেকে কতিপয় লোক ব্যাপকভাবে হামলার মুখে পড়বে। কয়েক বৎসর পর নিষ্ঠুরতম এক লোক (প্রথম সুফিয়ানী যে মুসলিম বিশ্বের খলিফা দাবি করবে), অভিশপ্ত জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকজনকে (অর্থাৎ বনি কাল্ব গোত্রের শিয়া নুসাইরি ও তাদের সহযোগীদের)

তার প্রতি আহবান জানাবে। তার নাম হবে আবদুল্লাহ। সে নিজে যেমন অভিশপ্ত হবে, তার অনুসারীরাও অভিশপ্ত হবে। তাদের প্রতি আসমান ও জামিনের সবাই অভিশাপ দিবে। সে হিমস নগরীতে এসে পৌঁছবে এবং দামেস্ক নগরীতে আগুন জ্বালিয়ে দিবে। সে বনি আব্বাসের দুই ব্যক্তিকে (অর্থাৎ আসহাব জাতি ও আবকা জাতিকে) পরাজিত করে দিবে।" (নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৮৬৬)

১১। আসহাব জাতি অর্থাৎ ইসলামিক স্টেট Islamic state of Iraq and Syria পরবর্তী প্রজন্ম) পুনরায় সংগঠিত হবে এবং সিরিয়ার যুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপ হয়ে আত্মপ্রকাশ ।

১২। কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (অর্থাৎ ইসলামিক স্টেট এর পরবর্তী প্রজন্ম) দ্বন্দ্বে নিজেদের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে যাওয়া এবং হিমস (Homs) শহরে ভয়ংকর যুদ্ধ হবে।

১৩। নীল নদের উপর ইথিওপিয়া সরকারের (Grand Regiment Dam) এবং আল নাহদা বাঁধ (Al nahda dam) এর কারণে মিশরের নীলনদ শুকিয়ে গিয়ে মিশরের অর্থনীতি ভেঙ্গে যাওয়া এবং দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়া।

মিশরের নীল নদের পানি আসে আফ্রিকার রুয়ান্ডা নদী থেকে ইথিওপিয়া ও সুদানের উপর দিয়ে। বর্তমানে নীলনদের পানি উল্লেখ যোগ্য হারে কমে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে Al Nahda Dam এর কারণে নীল নদের কমে যাওয়ায় মিশর, ইথিওপিয়া, সুদান সরকার সবাই যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি সরবরাহ পায় এজন্য একটি চুক্তি করে। আর ইথিওপিয়া সরকার Grand regiment dam নামে ৪.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম বাঁধ নির্মাণ করছে, এর কাজ এখন ৭০% শেষ হয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, এই বাধটি নির্মাণ শেষ হলে মিশর শুকিয়ে মরুভূমি হবে।

১৪। মাগরিব অঞ্চল (মরোক্কো, আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিশর) থেকে সাময়িক সময়ের জন্য কালো পতাকাবাহী দলের (Islamic state) এর উত্থান।

১৫। মাগরিব অঞ্চলে কালো পতাকাবাহী দলকে দমনের জন্য হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) দলের আবির্ভাব এবং সিরিয়ায় এসে কালো পতাকাবাহী দল থেকে হিমস (Homs) শহর দখল নিবে।

১৬। সিরিয়াতে আসহাব জাতি (অর্থাৎ Islamic state) ও মিশর থেকে হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (অর্থাৎ Tuareg) দলের দ্বন্দ্বের কারণে সমগ্র সিরিয়ার মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হবে।

১৭। ভূমিধ্বসের কারণে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক (Damascus) এর আরম নামক জনপদ ও বনি উমাইয়া মসজিদের পশ্চিম দেয়াল (যে মসজিদে হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে নামবেন) ধ্বসে পরবে।

১৮। ওয়াদিউল ইয়াবেস (অর্থাৎ সিরিয়ার দারা (Daraa) শহর) থেকে বানু কাল্ব গোত্রের প্রথম সুফিয়ানী আত্মপ্রকাশ করে, নিজেকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা দাবি করবে এবং আসহাব জাতি (Islamic state) ও আবকা জাতির (Tuareg) দের উপর বিজয়ী হবে।

১৯। ফোরাত নদীর তীরে সিরিয়ার দেইর আল জুর (Deir-ez-zur) এর নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে এবং এটি দখলকে কেন্দ্র করে তুরস্ক ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে প্রথম সুফিয়ানীর ভয়াবহ যুদ্ধ হবে এবং ১ লক্ষ লোক নিহত হবে।

২০। হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতিকে (Tuareg) দেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার জন্য দ্বিতীয় সুফিয়ানী মিশর আক্রমণ করবে এবং পুরো মিশরকে ধ্বংস করে দিবে।

২১। কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতিকে (Islamic state) সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য প্রথম সুফিয়ানী ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে সৈন্য পাঠাবে এবং পথিমধ্যে সে মারা যাবে।

২২। প্রথম সুফিয়ানীর মৃত্যুর পর পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি আসল সুফিয়ানী ক্ষমতা গ্রহণ করবে এবং ইরাকের কুফা নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) ৭০ হাজার বা, ১ লক্ষ লোক হত্যা করবে, পরবর্তীতে পুরো ইরাকে হামলা করবে।

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে নিকৃষ্ট চরিত্রের কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং শামের দিকে বিভিন্ন ধরনের ফেৎনা প্রকাশ পাবে। একপর্যায়ে প্রত্যেক জাতি মনে করবে, যে তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন থেকে বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে।" **(নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৬৪৮)**

প্রথম ২২টি বিষয়ে আগে আলোচনা করা হয়েছে তাই এই আর উল্লেখ করছি না।

২৩। খোরাসান (আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী দেশ) থেকে হারস হাররাস নামক যুবকের নেতৃত্বে ও তার সহযোদ্ধা প্রবীণ শুয়াইব বিন সালেহর সাহায্যে কালো পতাকাবাহী দল বের হবে এবং তারা ইরাকের কুফা নগরীতে ভয়ংকর যুদ্ধে আসল সুফিয়ানীকে পরাজিত করে ইরাক, সিরিয়াতে কর্তৃত্ব পাবে।

হযরত ইবনুল হানাফিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খোরাসান (আফগানিস্তান) থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ আর মাহদী (আঃ) এর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (অর্থাৎ ৬বছর) মধ্যেই সংঘাত হবে।" **(নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৮০৪)**

ইরাকের কুফা নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (অর্থাৎ ইসলামিক স্টেট) এর হত্যাকাণ্ডের পর পরই খোরাসান (আফগানিস্তান) থেকে আরেকটি কালো পতাকাবাহী দল এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মাত্র ৪ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরিয়ার বাদশা সুফিয়ানীর উপর হামলা করবে। আর এই আফগানিস্তান থেকে কালো পতাকাবাহী দলটি নেতৃত্ব দিবেন হারস হাররাস নামের এক যুবক, যিনি আসবেন মধ্য এশিয়ার (উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান,

কিরগিজস্তান, কাজাকিস্তান ও চীনের জিংজিয়াং) একটি দেশ থেকে। তাকে চেনার উপায় হচ্ছে, তার বাম হাতে অথবা বাম কাঁধে বড় একটি তিল থাকবে। আর তার সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে বয়সে প্রবীণ শুয়াইব বিন সালেহ নামে আরেক জন ব্যক্তি থাকবেন। আর এই বাহিনীতেই ইমাম মাহদী (আঃ) এবং মনসুর সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে থাকবেন কিন্তু তখন তাদেরকে চিনবে না।

হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন, "সুফিয়ানি কুফায় প্রবেশ করবে। তিনদিন পর্যন্ত সে দুশমনদের বন্দীদেরকে সেখানে আটকে রাখবে এবং সত্তর হাজার কুফাবাসীকে হত্যা করে ফেলবে। তারপর সে আঠার দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের (কুফাবাসীদের) সম্পদগুলো বণ্টন করবে। সুফিয়ানির কুফায় প্রবেশ করার ঘটনাটি তুরস্ক ও পশ্চিমাদের সাথে 'কিরকিসিয়্যা' এর ময়দানে যুদ্ধের পর ঘটবে। তাদের মধ্যে একদল খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানির সৈন্যবাহিনী আসবে এবং কুফার বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে সে খোরাসানবাসীদেরকে তালাশ করবে। খোরাসানের একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইমাম মাহদির দিকে আহ্বান করবে। এরপর সুফিয়ানি মদিনার দিকে সৈন্য পাঠিয়ে রাসুলের বংশীয় লোকদেরকে বন্দী করবে। বন্দীদের কুফায় নিয়ে যাওয়া হবে। অতঃপর মাহদি ও মানসুর (একজন সেনাপতি) উভয়ে উভয়ে কুফা থেকে পলায়ন করবে। সুফিয়ানি উভয়ের তালাশে সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদি ও মানসুর মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন সুফিয়ানির বাহিনীকে 'বায়দা' নামক স্থানে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মাহদি মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় যাবেন এবং ওখানে বনু হাশেমকে মুক্ত করবেন। এমন সময় কালো পতাকাবাহী লোকেরা এসে পানির উপর অবস্থান করবে। কুফায় অবস্থিত সুফিয়ানির লোকেরা কালো পতাকাবাহী দলের আগমনের কথা শুনে পলায়ন করবে। কুফার সম্মানিত লোকেরা বের হবে যাদেরকে 'আসহাব' বলা হয়ে থাকে, তাদের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও থাকবে এবং তাদের মধ্যে বসরাবাসীদের থেকে একজন লোক থাকবে। অতঃপর কুফাবাসী সুফিয়ানির লোকদেরকে ধরে ফেলবে এবং কুফার যে সব লোক তাদের হাতে থাকবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। পরিশেষে কালো পতাকাবাহী দল এসে মাহদির

হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।” (আল ফিতান, ৮৫০, মুহাক্কিক আহমদ ইবনে সুয়াইব এই হাদিসটির সনদকে ‘লাবাসা বিহা’ বা ‘বর্ণনাটি গ্রহণ করা যেতে পারে’ বলেছেন)

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “সুফিয়ানির ঘোড়াগুলো (সৈন্যবাহিনী) কুফায় প্রবেশ করবে। সে তার সৈন্যদেরকে খোরাসানবাসীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করবে। খোরাসানবাসীরা লোকদেরকে ইমাম মাহদির দিকে আহ্বান করবে (ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের পূর্বে)। তখন সে (সুফিয়ানি) কালো পতাকাবাহী একদল হাশেমীদের মুখোমুখি হবে, যার সমুখভাগের নেতৃত্ব দিবে শুহাইব বিন সালেহ। সে সুফিয়ানির বাহিনীকে ‘ইস্তাখর’ এর ফটকে ব্যস্ত রাখবে। এই দুই বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হবে এবং কালো পতাকাবাহী বাহিনী জয়লাভ করবে। কিন্তু সুফিয়ানির ঘোড়াগুলো (সৈন্যবাহিনী) পলায়ন করবে। এটাই হবে সেই সময় যখন লোকজন ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের জন্য খুব আশা করতে থাকবে কারণ, তাঁকে (ইমাম মাহদিকে) তাদের প্রয়োজন।” (নুয়াইম ইবনে হাম্মাদ, আল ফিতান)

‘ইস্তাখর’ বর্তমানে ইরানের সিস্তান প্রদেশের অন্তর্গত একটি পরিত্যক্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত শহর, যা কিনা বৃহত্তর খোরাসানের অন্তর্গত।

২৪। সৌদি আরবে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে তিনজন রাজপুত্রের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে এবং এই যুদ্ধে বনি কায়েস গোত্রের (অর্থাৎ আফগানিস্তানের পশতুন বা, পাঠান জাতি) কালো পতাকাবাহী দল মারমুখী যুদ্ধ চালাবে ।

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের ধনভাণ্ডারের (রাজত্বের জন্য) নিকট তিনজন বাদশাহ এর সন্তান যুদ্ধ করতে থাকবে। কিন্তু ধনভাণ্ডার (রাজত্ব) তাদের একজনেরও হস্তগত হবে না। তারপর পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে কতগুলো কালো পতাকাবাকী দল আত্মপ্রকাশ করবে। তারা তোমাদের সাথে এমন ঘোরতর লড়াই লড়বে, যেমনটি কোন সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে লড়েনি।” বর্ণনাকারী বলেন, তারপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও একটি বিষয় উল্লেখ করে বললেন, “তারপর আল্লাহর খলীফা মাহদির আবির্ভাব ঘটবে। তোমরা যখনই তাঁকে দেখবে, তাঁর হাতে বাইয়াত নেবে। যদি এজন্য তোমাদেরকে বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি খেয়ে

যেতে হয়, তবুও যাবে। সে হবে আল্লাহর খলীফা মাহদি।” (সুনানে ইবনে মাজা, **খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১০)**

২৫। ইরাকের কুফা নগরীতে খোরাসান থেকে আগত কালো পতাকাবাহী দল পুনরায় সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হবে।

২৬। নফসে জাকিয়া (পবিত্র আত্মা) কে হত্যা করা হবে। সম্ভবত খোরাসান (আফগানিস্তান) থেকে আগত কালো পতাকাবাহী দলকে নেতৃত্ব প্রদানকারী হারস হাররাসকে বুঝানো হয়েছে।

২৭। সিরিয়ার বাদশা সুফিয়ানী, সৌদিআরবে কালো পতাকাবাহী দলকে দমন করার জন্য আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট চালাবে এবং সেখান থেকে ইমাম মাহদী (আঃ) ও মনসুরকে আটক করে ইরাকের কুফা নগরীতে নিয়ে যাবে।

২৮। ইরাকের কুফা (মসূল) নগরী থেকে ইমাম মাহদী (আঃ) ও মনসুর পালিয়ে যাবে।

২৯। পূর্ব আকাশে পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল একটি তারকা ভেসে উঠবে, যা পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে দেখা যাবে।

হযরত কাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “বনি আব্বাসীয়দের ধ্বংসের পূর্বে মাঝ আকাশে একটি নক্ষত্র দেখা যাবে তারপর বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ দেখা দিবে। এসব কিছু হবে মূলত রমযান মাসে। লালিমা প্রকাশ পাবে রমাযান মাসের পাঁচ তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে। আর বিকট শব্দ প্রকাশ হবে রমাযানের পনের তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে, আর দূর্বল ও রুগ্নতার আবির্ভাব হবে বিশ রমাযান থেকে চব্বিশ রমজানের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে। অতঃপর এমন একটি তারকা উদিত হবে, যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়। এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলী পাকাতে থাকবে। যার কারণে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। অতপর বড় একটি রাতে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি

নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেটা পূর্ববাকাশে (অর্থাৎ চীন, জাপান, কোরিয়া) গিয়ে পতিত হবে। যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখীন হবে।" **(নুয়াইম বিন হাম্মাদের আল ফিতান, হাদীস নং ৬৪৩)**

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, গত ১৭ অক্টোবর ২০১৭ বিজ্ঞানীরা দেখেন যে, মহাকাশে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র (Neotron star) কে সাপের কুণ্ডলীর মতো পরস্পরের দিকে ঘুরতে থাকে এবং বিস্ফোরণ সহকারে একত্রিত হতে দেখে বিস্মিত হন। এই দুটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণে স্বর্ণ ও প্লাটিনাম মহাকাশে ছড়িয়ে পরতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যান।

৩০। পবিত্র রমজান মাসে দুইবার সূর্য গ্রহণ হবে এবং ১৫ই রমজান শুক্রবার রাতে উক্ত উজ্জ্বল তারকাটি পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে (জাপান, চীন, কোরিয়া) বিকট আওয়াজ সহকারে ধ্বসে পরবে।

হযরত ফিরোজ দাইলামী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করিম (সাঃ) থেকে ইরশাদ করেন যে, "রমজান মাসে আকাশ থেকে একটি বিকট আওয়াজ আসবে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন এটা কি রমজান মাসের শুরুতে হবে? নাকি মধ্যভাগে? নাকি শেষে? উত্তরে তিনি বলেন, "১৫ই রমজান জুমার (শুক্রবার) রাতে হবে। যার কারণে ৭০ হাজার লোক জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে, ৭০ হাজার লোক বোবা হয়ে যাবে, ৭০ হাজার লোক অন্ধ হয়ে যাবে, ৭০ হাজার লোক বধির হয়ে যাবে।" অতপর সাহাবীরা জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল, ঐদিন কারা এই আজাব থেকে মুক্তি পাবে? উত্তরে তিনি বলেন, "যারা নিজের ঘরে অবস্থান করবে, উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে তাকবির দিবে, এবং সেজদায় লুটিয়ে পরবে, তারাই মুক্তি পাবে।" **(মুজমাউল কাবির, অধ্যায় ১৮,পৃষ্ঠা ৩৩২)**

৩১। পুরো আরব উপদ্বীপে (সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন, ওমান) এলাকায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পরবে এবং হজ্বের সময় সৌদি আরবের মিনায় হাজীদেরকে ব্যাপকহারে হত্যা করা হবে।

হযরত ফিরোজ দাইলামী (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, "ঘটনা পরিক্রমায় এরকম হবে যে, বিকট আওয়াজ আসবে রমজান মাসে, ঘোরতর যুদ্ধ হবে শাওয়াল মাসে, আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে জিলকাদ মাসে, হাজীদের লুণ্ঠন করা হবে জিলহাজ্জ মাসে। মুহাররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ আর শেষে রয়েছে মুক্তি।" (মুজমাউল কাবির, অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ৩৩২)

৩২। সাধারণ মানুষ পবিত্র কাবাঘরে ইমাম মাহদী (আঃ) কে চিনতে পারবে এবং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা নির্বাচিত করা হবে।

হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "অচিরেই এই ঘরের অর্থাৎ কা'বা ঘরের পাশে একদল লোক আশ্রয় গ্রহণ করবে। শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার মত তাদের কোন উল্লেখযোগ্য সৈনিক কিংবা অস্ত্রশস্ত্র বা প্রস্তুতি থাকবে না। তাদেরকে হত্যা করার জন্য একদল সৈনিক প্রেরণ করা হবে। সৈন্যরা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছবে, তখন যমীন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। কেবলমাত্র ৩১৩ জন মানুষ ইমাম মাহদী (আঃ) এর হাতে বাইয়াত করার সৌভাগ্য লাভ করবেন। বলতে গেলে প্রথম অবস্থায় পুরো পৃথিবীর সবাই ইমাম মাহদী (আঃ) কে জঙ্গী, সন্ত্রাসী বলেই গালি দিবে। পরবর্তীতে আল্লাহর সাহায্যে ১ রাতের মধ্যেই তিনি পরিপূর্ণ মাহদী (আঃ) পরিণত হবেন।

(৮) সিরিয়া যুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ও তুরস্কের জড়িয়ে পরা সম্পর্কিত হাদিস

সিরিয়া যুদ্ধে হঠাৎ করে একটি নতুন মোড় নিয়েছে। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী দৌমা শহরে গ্যাস হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি সিরিয়ায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে। সেই লক্ষ্যে তারা ইতোমধ্যেই তাদের যুদ্ধ জাহাজগুলো সিরিয়ার উপকূলে নিয়ে আসছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির সব রকম প্রস্তুতি শেষ। এছাড়াও সিরিতে হামলা চালানোর জন্য আমেরিকার সহযোগী ঈসরাইল, সৌদি আরব, অস্ট্রেলিয়া, জর্ডানসহ আরো অনেক দেশ তাদেরকে সমর্থন দিয়েছে। শুধুমাত্র এখন যুদ্ধের

ঘোষণা দেয়া বাকি আছে। আর এই অবস্থায় অনেকেই আতংকিত হয়ে পড়েছে। কি হবে ভবিষ্যতে? কেউ কেউ মনে করছেন, নাকি এখান থেকেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাই সচেতনতার জন্য আমাদের হাদীসের আলোকে জানতে হবে, সিরিয়া যুদ্ধ ভবিষ্যতে কোন দিকে মোড় নিবে?

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "যখন তুর্কী (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি) এবং খাসাফ জাতি (রাশিয়া) দিমাশকের (দামেস্ক) এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে, তখনই শাম দেশে আবকা, আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দিমাশক এলাকাকে জনৈক লোক (বাশার আল আসাদ) অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে, বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আবকা গোত্রের লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে, তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি) এবং তুর্কীরা (তুরস্ক) মিলে কারকায়সিয়া (দেইর আজ জুর) নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৩)

এই হাদিসটিতে আনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, এগুলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।

১। রোমান বাহিনী (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি), তুর্কি বাহিনী (তুরস্ক) ও খাসাফ জাতি (প্রাচীন খাজার জাতি ছিল তুর্কিদের একটি বিখ্যাত গোত্রের নাম, যাদের অবস্থান ছিল রাশিয়া, জর্জিয়া, কাজাকিস্তান ও ইউক্রেন এলাকায়। তাই খাজার বা, খাসাফ জাতি বলতে আমাদের রাশিয়াকে বুঝতে হবে) তারা সবাই দামেস্কের এক প্রান্তে জড়ো হবে।

২। দামেস্কের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভূপাতিত হবে। এখানে আরেক দল ভূপাতিত হবে বলতে, খাসাফ বা খাজার জাতি ও তাদের সহযোগীরা (রাশিয়া, ইরান, সিরিয়া, হিজবুল্লাহর সৈন্য বাহিনী) ভূপাতিত হবে। তারা ভূপাতিত হবে দামেস্কের পূর্ব গৌতার হারাস্তা নামক এলাকায়। এখানে প্রায় ১ লক্ষ লোক নিহত হবে।

৩। দামেস্ক শহরকে একজন লোক (বাশার আল আসাদ) অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) ও তার সহযোগীদের হত্যা করা হবে। তারপর বানু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের (প্রথম সুফিয়ানী ও দ্বিতীয় সুফিয়ানী) আত্মপ্রকাশ করবে। আর প্রথম সুফিয়ানীর উত্থানের পর, শিয়াদের জন্য মনে হবে তারা দ্বিতীয় বিজয় পেয়েছে। কারণ ইতোমধ্যেই প্রথমবার বাশার আল আসাদ ও শিয়া সম্প্রদায় প্রায় পুরো সিরিয়াকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছিল।

৪। তারপর তিনটি বাহিনীর (আসহাব জাতি, আবকা জাতি ও সুফিয়ানীর) আত্মপ্রকাশ হবে এবং প্রথম সুফিয়ানী আবকা জাতির কিছু লোকদের সাহায্যে আসহাব জাতি আবকা জাতির উপর বিজয়ী হবে।

৫। আবকা জাতি মিশরের দিক থেকে এগিয়ে আসবে। প্রথমে লিবিয়া ও মিশরে কালো পতাকাবাহী দলের সেখানে ব্যাপক উত্থান হবে। তারপর তাদেরকে পরাজিত করে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি মিশর দখল করবে। তারপর তারা সিরিয়াতে এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু জর্ডানে এসে তাদের নেতার মৃত্যুর পর আবকা জাতি তিন ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ নিজেদের দেশে ফিরে যাবে। দ্বিতীয় ভাগ হজ্জ্ব করার জন্য চলে যাবে। তৃতীয় ভাগ সুফিয়ানীর সাথে যোগ দিবে।

৬। সর্বশেষ (২০২৩ সালে ইনশাল্লাহ) ফোরাত নদীর তীরে দেইর-আজ-জুরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক কিরকিসিয়ার প্রান্তে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। এটি দখল করার জন্য সেখানে বাশার আল আসাদের উত্তরসূরী প্রথম সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে তুর্কি (তুরস্ক) রোমান বাহিনী (আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি)

একটি ভয়ংকর যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধেই প্রতি ১০০ জনের ৯৯ জন মারা যাবে। সর্বমোট ১ লক্ষ বা, ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে।

৭। বাশার আল আসাদের উত্তরসূরী প্রথম সুফিয়ানী সাড়ে তিন বছর রাজত্ব করে মারা যাবে। এই সময়ে সে সিরিয়াতে জেগে উঠা সকল বিদ্রোহী গ্রুপ, জিহাদী গ্রুপকে পরাজিত করবে। তারপর কিরকিসিয়ার যুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও তুরস্কের বিরুদ্ধে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হবে। কিরকিসিয়ার যুদ্ধের পর প্রথম সুফিয়ানী ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডারে ফোঁড়া আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। তার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় সুফিয়ানীর উত্থান হবে, সে ইরাকের কুফা (মসূল) শহরে হামলা করে ৭০ হাজার লোক মেরে ফেলবে। তারপর কালো পতাকাবাহী খোরাসানের বাহিনী আত্মপ্রকাশ করবে। এছাড়াও দ্বিতীয় সুফিয়ানী মিশর ও সৌদিআরব আক্রমণ করবে। তার সময়েই হজ্জের মৌসুমে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে।

তাই আখিরুজ্জামান নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, তাদেরকে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দিয়ে উচিত হবে, হাদিসের আলোকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা।

(৯) ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী

আমরা কতটা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছি তা জানতে হলে, আমাদেরকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বর্ণিত, আখিরুজ্জামানের হাদীসের সাথে বর্তমান পরিস্থিতি মিলিয়ে দেখতে হবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে, এখানে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধের কথা বলা হয়নি, বরং বর্তমান যুগের ভয়ংকর পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, এই যুদ্ধটি হবে গোটা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যারা আখিরুজ্জামান এর হাদীসগুলো নিয়ে গবেষণা করেন, তারা মনে করেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলতে আমাক প্রান্তের বা দাবিক পাহাড়ের যুদ্ধকে বুঝায়? সত্যিকার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর **আমাক প্রান্তের** যুদ্ধ এক নয়। এই দুটি যুদ্ধের মধ্যে সময়ের ব্যবধান শত শত বছর। তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমাদের খুবই নিকটবর্তী, এই যুদ্ধে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। থাকবেনা কোন দেশ, মহাদেশ, কাঁটাতারের বেড়া, আধুনিক প্রযুক্তি, অহংকারী নেতা ও তাদের

দল। এমনকি এই ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধটি শত শত বছর পরে হবে না বরং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই হবে, অর্থাৎ আমাদের একেবারেই নিকটবর্তী।

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। আর মিশর নিরাপদ থাকতেই বসরার (ইরাক) অধঃপতন হবে। বসরা (ইরাকের) অধঃপতন হবে ডুবে যাওয়ার কারণে। মিশরের অধঃপতন হবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। মক্কা ও মদিনার অধঃপতন হবে ক্ষুধার কারণে। ইয়েমেনের অধঃপতন হবে পঙ্গপালের কারণে। উবলা'র অধঃপতন ঘটবে অবরোধের মাধ্যমে। পারস্যের (ইরানের) অধঃপতন হবে রিক্তহস্ত ও চোরডাকাতের মাধ্যমে। তুর্কিদের (তুরস্কের) অধঃপতন হবে দায়লামীর (কুর্দি) পক্ষ থেকে। দায়লামী (কুর্দি) অধঃপতন হবে আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে 'খাযার' (রাশিয়া) পক্ষ থেকে। খাযারদের (রাশিয়া) অধঃপতন হবে তুর্কিদের (তুরস্ক) পক্ষ থেকে। আর তুর্কি (তুরস্ক) অধঃপতন হবে বজ্রাঘাতের (পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ) এর মাধ্যমে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন হবে হিন্দুস্তান (ভারত) পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের (ভারত) অধঃপতন হবে তিব্বতের (চীন) পক্ষ থেকে। তিব্বতের (চীন) অধঃপতন হবে রমূল (প্রাচীন রোমানদের একটি গোত্র বা, আমেরিকা) পক্ষ থেকে। হাবসার (ইথিওপিয়া) অধঃপতন হবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে। জাওরা (বাগদাদ) এর অধঃপতন হবে সুফিয়ানীর তান্ডবের কারণে। রাওহা (বাগদাদ শহরের ছোট এলাকা) এর অধঃপতন হবে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে। আর সম্পূর্ণ কুফা (ইরাক) এর অধঃপতন হবে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে।" **(গ্রন্থঃ তাজকিরাহ, লেখকঃ ইমাম কুরতুবী; আন নিহায়া ফিল ফিতান, লেখকঃ ইবনে কাসীর; আস সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)**

হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ (রাঃ) বলেন, "আরব উপদ্বীপ (সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান) ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না মিশর ধ্বংস হয়। বিশ্বযুদ্ধ ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু হবে না, যতক্ষণ না কুফা (ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস না হয়। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বনু হাশেমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয় হবে। আন্দালুস (স্পেন) ও আরব উপদ্বীপ (সৌদি

আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন ওমান) এর অধঃপতন ঘটবে ঘোড়ার পা ও সেনাবাহিনীর পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে। ইরাকের অধঃপতন হবে ক্ষুধা ও তরবারি (অস্ত্র) কারণে। আরমেনিয়ার অধঃপতন ঘটবে ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাতের (সম্ভবত পারমাণবিক বোমা বা, মিসাইল নিক্ষেপের) কারণে। কুফা (ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। বসরা (ইরাক) ধ্বংস হবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার কারণে। উবলা'র অধঃপতন হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। রাই (ইরানের একটি শহর) এর অধঃপতন হবে দাইলামের (তুরস্ক ও ইরানের উত্তর এলাকার একটি তুর্কি গোত্র) পক্ষ থেকে। খোরাসানের (আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা) অধঃপতন ঘটবে তিব্বত (চীন) এর পক্ষ থেকে। তিব্বত (চীন) এর অধঃপতন ঘটবে সিন্ধ (পাকিস্তান ও কাশ্মীর) এর পক্ষ থেকে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তান (ভারত) এর পক্ষ থেকে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে টিড্ডি (পঙ্গপাল) ও বাদশাহীর কারণে। মক্কার অধঃপতন ঘটবে হাবশা (ইথিওপিয়া) এর পক্ষ থেকে। আর মদিনার অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারণে।" (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

উল্লেখ দুটি হাদীসের কয়েকটি বিষয় নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। যেমনঃ

সিন্ধ (পাকিস্তান) ধ্বংস হবে হিন্দুস্তান (ভারতের) পক্ষ থেকে

ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। জন্মের পর থেকেই এই দুটি দেশ হুমকি, ধমকি, সীমান্তে গোলাগুলি, আর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়েই প্রতিনিয়ত দিন চলছে। এছাড়াও ১৯৬৫ ও ১৯৯৯ সালে এই দুটি দেশ ছোটখাট যুদ্ধে জড়িয়েও পড়েছিল। ভবিষ্যতেও যে এই দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ যেকোন মূহুর্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পারতে পারে, এরকম আশঙ্কা সবাই করছেন। প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে বারিয়েই চলছে অস্ত্রের মজুদ, তাই পরবর্তীতে যুদ্ধ হলে সেটা যে, পারমাণবিক বোমা ব্যবহার হবে তা সবাই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। ভারত ও পাকিস্তানে বর্তমানে ১৫০ কোটি মানুষ বসবাস করছে, একই সাথে এই দুদেশের ২৫০টি পারমাণবিক বোমাও রয়েছে। যার কারণে উপমহাদেশের প্রায় বেশিরভাগ মানুষই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু হাদিস থেকে আমরা

জানতে পারি, শুধুমাত্র পাকিস্তানই ভারতের হামলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা মুসলিম জাতির ধর্মই হল, আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা। তাই হয়তো পাকিস্তান কখনও আগ বাড়িয়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে না। ভারতই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবে, যার কারণে তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সেনাবাহিনীর সাবেক উত্তরাঞ্চলের কমান্ডার বিএস জাসওয়াল পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ভারতের সাথে যুদ্ধ হলে পাকিস্তান প্রস্তর যুগে ফিরে যাবে।

হিন্দুস্তান (ভারত) ধ্বংস হবে তিব্বতের (চীন) পক্ষ থেকে

যারা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ভালো জানেন, তারা দেখেছেন, ইতোমধ্যেই চীনের কাছে ভারত কিভাবে পররাষ্ট্রনীতি ও ভূ-রাজনীতিতে একের পর এক ধরা খেয়েই যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়াতে চীন দিন দিন ভারতকে অবরুদ্ধ করে ফেলছে, ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালে ভারত চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। ভারত মহাসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত দেশ হল শ্রীলঙ্কা, ভারত থেকে যার দূরত্ব মাত্র ৩০ কি.মি.। আর চীন শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা সমুদ্র বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে, মূলত এর মাধ্যমেই চীন পুরো দক্ষিণ ভারতে নজরদারি ও ভবিষ্যত হামলা করার ভিত্তি তৈরি করে নিয়েছে। এছাড়াও উত্তর ভারতের সীমান্তবর্তী হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ এখন চীন নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালের রাজ পরিবারের অবসানের পর নেপালের রাজনীতিবিদগণ সম্পূর্ণভাবে চীন নির্ভরশীল হয়ে গেছে, এছাড়াও চীন নেপালের বিমানবন্দর ৫০ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে, যার মাধ্যমে উত্তর ভারতে ভবিষ্যৎ হামলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। আর পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্কের কথা তো সবাই জানে, ইতোমধ্যে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর এলাকায় চীনের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণও করেছে, যার মাধ্যমে ভারতের রাজধানী দিল্লিসহ কাশ্মীর, পাঞ্জাব এলাকায় ভবিষ্যৎ হামলার পথ তৈরি করে ফেলছে। এছাড়াও ভারত মহাসাগরের আরেক রাষ্ট্রে এই প্রথম চীন মালদ্বীপ সরকারের অনুরোধে সেখানে সরাসরি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির খোলস দেখিয়েছে। আর পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী মায়ানমার তো বরাবরই চীনের উপর নির্ভরশীল, সাম্প্রতিক

সময়ে বিতর্কিত আরাকান অঞ্চলে রোহিঙ্গা বিতাড়িত করে সেখানে নাকি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে, এছাড়াও মায়ানমার সরকার সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চীনের কোম্পানিগুলোকে ৭০% শেয়ারে দিয়ে দিয়েছে। ভারত সরকার চেয়েছিল, রোহিঙ্গা বিতাড়নের সময় মায়ানমারের পাশে থেকে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়েবালি হবে, কারণ মায়ানমার কখনো চীনকে ছেড়ে ভারতের পক্ষে আসবে না। বলা যায়, ভারত এখন পর্যন্ত একমাত্র বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছে, আর সেটাও এখন পর্যন্ত টিকে থাকার মূল কারণ হলো ভারতপন্থী আওয়ামীলীগ সরকার। বাংলাদেশের ক্ষমতা জোর করে দখল করার কারণে, অর্থাৎ আওয়ামীলীগ সরকারের পতন মানে ভারতের সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ করা দেশের পতন হওয়া, তাই ভারত কিছুতেই বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাচ্ছে না। আর এটা যে যেকোন সময় বিশাল পারমাণবিক যুদ্ধে রূপ নেবে, সেটা ডোকলাম ইস্যুতে বুঝা গেছে, আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের বাস্তবতা ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ভারতে যদি চীন পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়, ১২০ কোটি মানুষ সব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মুহাম্মদ বিন কাশিম নামে এক ব্যক্তির স্বপ্নে দেখেছে রাসূলুল্লাহ তাকে বলেছেন, ভারতের যুদ্ধে ৮০ কোটি মানুষ ধ্বংস হবে, ইউটিউবে গেলেই Mohammad qasim dreams/Abdullah servent লিখে সার্চ দিলেই তার ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন।

তিব্বত (চীন) ধ্বংস হবে রমূল (প্রাচীন রোমানদের একটি গোত্র, বর্তমান আমেরিকা) এর পক্ষ থেকে

প্রাচীন রোমানদের একটি গোষ্ঠীর নাম ছিল রমূল, যাকে ইংরেজীতে বলে, Romilia tribes. আমরা সবাই জানি, মধ্যযুগে এসব ইউরোপিয়ান রোমানরা উত্তর আমেরিকাতে গিয়ে রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে, তারাই বংশবৃদ্ধি করেছে। তাই বর্তমান আধুনিক রোমান সম্রাজ্য হল আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ। ভারত ১৯৪৭ এর পর থেকে সবসময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক রেখেছিল, কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকার আসার পর থেকে তারা চীনকে

মোকাবেলা করার জন্য আমেরিকার সাথে সম্পর্ক উন্নত করেছে। আর চীন যেরকমভাবে ভারতকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে? ঠিক আমেরিকাও চীনকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। বর্তমানে আমেরিকা চীনকে মোকাবিলা করতে দক্ষিণ কোরিয়াতে ৩৫০০০ সৈন্য, জাপানে ৪০০০০ সৈন্য, হাওয়াই দ্বীপে ৪০০০০ সৈন্য, মার্কিন সপ্তম নৌবহর ও গুয়াম দ্বীপে তাদের স্থায়ী ঘাঁটি রয়েছে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর রয়েছে ২০০টি জাহাজ, ১৪০টি যুদ্ধ বিমান ও ২০০০০ সেবক। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডেও তারা ঘাঁটি করছে।

এছাড়াও চীন ২০১৮ সালে এই প্রথম আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য ইউএস ডলারের পরিবর্তে চীনের মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয় বিক্রয় শুরু করেছে, যার মাধ্যমে আমেরিকার সাথে চীনের যুদ্ধের পথ আরো পরিষ্কার করে দিল।

হযরত ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন তোমরা রমাযান মাসে আকাশে মাশরিক (চীন, জাপান) থেকে আগুনের কিছু পিলার (পারমাণবিক বোমা) প্রকাশ পেতে দেখবে, তখন সাধ্যমত খাবার জোগাড় করে রাখবে। কেননা তার পরবর্তী বৎসর হচ্ছে দুর্ভিক্ষের বৎসর।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪৯)

অর্থাৎ যে বছর ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে, ঠিক সেই বছরেই ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে এবং এই বছরেই রমজান মাসে চীনের উপর পারমাণবিক বোমা হামলা চালানো হবে।

আল্লামা আলী আল কুরানী, তার 'আসরে জুহুরী' গ্রন্থে আরো কয়েকটি হাদিসের বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ না করে, সারাংশে বলেছেন,

"ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ সংঘঠিত হবে, যার দ্বারা পাশ্চাত্য জগৎ (ইউরোপ ও আমেরিকা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জ্বালানি কাঠে যেরকম আগুন ধরে, ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যে (ইউরোপ ও আমেরিকা) যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হবে। প্রাচ্য (চীন, জাপান, কোরিয়া) ও পাশ্চাত্যের (ইউরোপ, আমেরিকা) মধ্যে। এমনকি মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা

দিবে। আর সমগ্র মানবজাতি নিরাপত্তাহীনতার ভয়ের কারণে কঠিন দুঃখ,কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হবে।” (আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা নং ৩২)

তুর্কি (তুরস্কের) পতন হবে দায়লামীদের (কুর্দি) পক্ষ থেকে অর্থাৎ তুরস্ক ধ্বংস হবে গৃহযুদ্ধের কারণে

হযরত মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, “তুর্কিরা (তুরস্ক) মোট দুইবার আক্রমণ করবে, একবার আজারবাইজান নামক এলাকা বিরানভূমিতে পরিণত করবে, দ্বিতীয়বার ফুরাত নদীর দুইকূলে আক্রমণ করবে।” হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ তার হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, “আল্লাহতা’আলা তাদের ঘোড়া (ট্যাংক) সমূহের মধ্যে মৃত্যু চাপিয়ে দিবেন। যার কারণে তারা চলে যেতে বাধ্য হবে। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে এমন ব্যাপক গণহত্যা চলবে, কোন তুর্কি (তুরস্ক) আর অবশিষ্ট থাকবে না।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬১৬)**

তুরস্ক ও আজারবাইজানের মধ্যে ১৯২০ সালে ভয়ংকর একটি যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে ৫ লক্ষের মত মানুষ নিহত হয়েছিল। হাদিসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, দ্বিতীয়বার তারা ফোরাত নদীর দুইকূল আক্রমণ করবে? ইতোমধ্যেই আমরা এই হাদীসের বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি, তারা ফোরাত নদীর পশ্চিম পাশে আফ্রিন, আল বাব ও মানবিজ শহরে অভিযান চালিয়েছে। খুব শীঘ্রই ইরাক-সিরিয়ার বর্ডারে সিনজার, হাসাকা প্রদেশে অভিযান চালাবে। একসময় আল্লাহতা’য়ালা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন, যার কারণে একসময় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দিবে এবং একসময় ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তাদের ধ্বংসের মূল কারণ হলো দুটিঃ

১। আরব উপদ্বীপে (অর্থাৎ সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ওমান) তারা যুদ্ধ করতে যাবে। খুব সম্ভবত সৌদি আরবে যখন রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিবে, তখন তুরস্ক চাইবে সৌদি আরবের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা পুনরায় সৌদি আরবের নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে না।

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুর্কিবাহিনী (তুরস্ক) জাযিরায় (সৌদি আরব, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান) এসে ছাউনি ফেলবে। এক পর্যায়ে তাদের ঘোড়াকে (ট্যাংক) ফুরাত নদী থেকে পানি পান (অবস্থান) করাবে, তাদের প্রতি আল্লাহতা'আলা মহামারী প্রেরণ করবে, যার কারণে অনেকে মারা যাবে। উক্ত মহামারী থেকে মাত্র একজন লোক মুক্তি পাবে। ইবনু আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার সংবাদ দিয়েছেন, কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তারা এসে আমাক (সিরিয়ার উত্তর আলেপ্পো) নামক এলাকায় অবস্থান করবে এবং দাজলা ও ফোরাত নদী থেকে পানি পান করবে। তারা জাযিরা (সৌদি আরব) দখল করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। তখন মুসলমানরা উক্ত জাযিরায় অবস্থান করবে। তারা তাদের সাথে কোনো অবস্থাতেই পেরে উঠবেনা। তাদের উপর আল্লাহতা'আলা বরফ বর্ষণ করবেন। বরফের সাথে ছিল, ঠান্ডা বাতাস, (বোমা বিস্ফোরণের) আওয়াজ ও তুষারাপাত। যার কারণে তারা ঠান্ডায় নির্বাক হয়ে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করবে। তারা সহসা বলে উঠবে, আল্লাহতা'আলা অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং তাদের শাস্তির জন্য শত্রুই যথেষ্ট হবে। তাদের একজনও জীবিত থাকবে না, এমনকি সর্বশেষ লোকটিও মারা যাবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬১২)**

ইতোমধ্যেই আমরা এই হাদীসের বাস্তবতা দেখতে পাচ্ছি, তুরস্ক ২০১৫ সালে কাতারে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এমনকি ২০১৭ সালে সৌদিআরব ও কাতারের মধ্যে দ্বন্দ্বের সময় তুরস্ক সেখানে আরও সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছে। ভবিষ্যতে যখন সৌদি আরবে রাজনৈতিক শূন্যতা দেখা দিবে, তখন তুরস্ক চাইবে সৌদিআরব দখল করতে। কিন্তু আল্লাহতা'য়ালা তাদের উপর পরাজয় চাপিয়ে দিবেন, একপর্যায়ে তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। হাদিসের দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে, তারা সিরিয়ার আমাক প্রান্তে ছাউনি ফেলবে? ইতোমধ্যেই তারা সিরিয়ার আফ্রিন, আল-বাব শহর দখল করেছে এবং শীঘ্রই মানবিজ, কোবানী, রাক্কা, হাসাকা প্রদেশ কুর্দিদের থেকে দখল মুক্ত করবে, এমন ঘোষণা দিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৮ সালে তুরস্ক ইরাকের সাথে মিলে ইরাক ও সিরিয়ার

সীমান্তবর্তী সিনজার এলাকায় কুর্দি বাহিনী বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে, এমন আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

২। প্রথম সুফিয়ানীর উত্থানের পর যখন ফোরাত নদীতে দেইর-আজ-জুরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক কিরকিসিয়ার প্রান্তে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। তখন তুরস্ক ও আমেরিকা মিলে এটি দখল করতে চাইবে, কিন্তু তারা সেটি দখল করতে পারবে না। সেখানে উভয় পক্ষের প্রতি ১০০ জনের ৯৯ জন মারা যাবে।

মূলত তুরস্কের পতনের পর পরই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চুড়ান্তভাবে শুরু হবে। সেটি খুব সম্ভবত ২০২৭ সালে হতে পারে। আর এ ব্যাপারে পাকিস্তানের Mohammad Qasim এর একটি স্বপ্নের কথাও একই রকম। ভিডিওটি দেখুন ঃ https://youtu.be/TK0Iv3NdAP4

তাহলে আমেরিকা ও রাশিয়ার কি হবে?

ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা নামে কোন দেশ মানচিত্রে থাকবে বলে মনে হয় না। চীন ও আমেরিকা যুদ্ধের কারণে দুটি দেশ মানচিত্র থেকে বিদায় নিবে এ রকম আভাস বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে। আর রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে না। তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা পুরোপুরি ধ্বংস হওয়ার পূর্বে তারা আরো দুটি ছোট ছোট যুদ্ধে পরাজিত হবে। একটি সিরিয়াতে অপরটি মিশরে।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, “তোমাদের নবী (সাঃ) এর আহলে বাইতের (ইমাম মাহদী) আবির্ভাবের কতগুলো নিদর্শন রয়েছে, যা আখেরি জমানার প্রকাশ পাবে। ঐ যুগে রোমানরা (আমেরিকা) ও তুর্কিরা (রাশিয়া) একে অপরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে, বিদ্রোহ করাবে, তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করবে। আর তুর্কিরা (রাশিয়া) রোমানদের (আমেরিকা) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ, সংঘর্ষ ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে।” (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২০৮; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ৪১)

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহঃ) বলেছেন, "প্রাচ্য (চীন, জাপান, কোরিয়া) ও পাশ্চাত্যবাসী (আমেরিকা) মতবিরোধ করবে। এমনকি কিবলাপন্থীরা (মুসলমানরা) নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করবে এবং তখন বিশ্ববাসীও অসহনীয় ভয়-ভীতি ও আতংকের সম্মুখীন হবে। আর আকাশ থেকে আহ্বানকারীর (জিব্রাইল আঃ) এর আহ্বান করা পর্যন্ত তারা এই অবস্থার মধ্যেই থাকবে। যখন গায়েব থেকে (জিব্রাইল আঃ এর) আহ্বানধ্বনি শুনবে তখন তোমরা হিজরত করবে।" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫, আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৯)

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "যখন শামে (সিরিয়া) বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ ও বিশৃঙ্খলা দেখতে পাবে, তখন থেকে আরব উপদ্বীপে পাশ্চাত্যের (আমেরিকা) এগিয়ে আসা পর্যন্ত রয়েছে মৃত্যু (ধ্বংস) আর মৃত্যু (ধ্বংস)। তখন তাদের (রোমানদের নিজেদের) মধ্যে বেশ কিছু ঘটনা (যুদ্ধ) সংগঠিত হবে।" (আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃষ্ঠা ১০৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ৪৭)

শাহ নেয়ামতুল্লাহ ওয়ালী (রহঃ)-এর 'কাসিদাহ' গ্রন্থে আজ থেকে প্রায় সাড়ে আটশত বছর পূর্বে (হিজরী ৫৪৮ সাল মোতাবেক ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে) তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং এর পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলে গিয়েছেনঃ "ভারতের মত পশ্চিমাদেরও ঘটিবে বিপর্যয় তৃতীয় বিশ্ব সমর সেখানে ঘটাইবে মহালয়"

ব্যাখ্যাঃ ভারতের পাশাপাশি আমেরিকা ও ইউরোপে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে মারাত্মকভাবে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এবং সেখানেই মহালয় বা, সবচেয়ে বড় ধ্বংসলীলা চালাবে।

"এ রণে (যুদ্ধে) হবে 'আলিফ' এরূপ পয়মাল (ধ্বংস) মিসমার মুছে যাবে দেশ, ইতিহাসে শুধু নামটি থাকিবে তার।"

ব্যাখ্যাঃ এ যুদ্ধের কারণে আলিফ- আমেরিকা এরূপ ধ্বংস হবে যে ইতিহাসে শুধু তার নাম থাকবে, কিন্তু বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না।

অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ঈসরাইলের কি হবে?

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কসম সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ! অতি স্বত্তর হিমস (সিরিয়ার হোমস) নগরীতে বর্বর বাহিনী (Tuareg) প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ দল সেখানের বাসিন্দাদের ঘরের দরজার লক খুলে ফেলবে এবং তাদের একটা অংশ ফিলিস্তিনে অবস্থান নিবে। অতঃপর তারা হিমস থেকে বের হয়ে বুহাইরায়ে ফামিয়া কিংবা তার থেকে এক মাইলের কাছাকাছি এলাকায় চলে যাবে। তখন তাদের দিকে বাহিরের একজন (প্রথম সুফিয়ানী) ধেয়ে আসবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৭৫)

বর্তমানে যেহেতু ফিলিস্তিনের নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড নেই, যারাই ফিলিস্তিনকে উদ্ধার করতে আসবে, তাদের সাথেই ঈসরাইলের যুদ্ধ হবে। হাদিস থেকে বুঝা যায়, উত্তর আফ্রিকার Tuareg militant এবং আল কায়দার অনুসারী গ্রুপ JNIM মিলে সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনের জেরুজালেম, রামাল্লাসহ পশ্চিম তীর দখল মুক্ত করবে এরকম দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। তবে সেটি ২০২২ সালে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি রয়েছে। কারণ ফিলিস্তিন, লেবাননের কয়েক জন শাইখ সূরা বনি ঈসরাইল এর আবজাদ বা সংখ্যাতত্ত্ব হিসাব করে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। এছাড়াও ইহুদীদের অনেক রাবী (ধর্মগুরু), ঈসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট হেনরী কিসিঞ্জারসহ অনেকেই ২০২২ সালের কথা বলেছেন। বিস্তারিত জানতে এই দুটি ভিডিও দেখুনঃ

https://youtu.be/Stet0CdNcfE এবং https://youtu.be/FsLzgPPJgFc

এছাড়াও বানু কাল্ব গোত্রের প্রথম সুফিয়ানীও ঈসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, এরকম কিছু বর্ণনাও রয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে খোরাসান থেকে আত্মপ্রকাশ করা কালো পতাকাবাহী দলও জেরুজালেমে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবে, এরকম হাদিস ও রয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যখন কালো পতাকাগুলো পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে বের হবে, তখন কোন বস্তু তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। এমনকি এই পতাকাকে ইলিয়ায় (বাইতুল মুকাদ্দাসে) উত্তোলন করা হবে (খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবে)।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৭৬০)

ইমাম বাকের (রহঃ) থেকে জাবের জুফী বর্ননা করেন, “যখন রোমের বিদ্রোহীরা (রাশিয়ান অর্থডক্স খ্রিস্টানরা) রামাল্লায় (ঈসরাইলের দখলকৃত পশ্চিম তীর) অবতরণ করবে। হে জাবের! ঐ বছর পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রচুর দ্বন্দ্ব-সংঘাত (যুদ্ধ বিগ্রহ) সংঘটিত হবে।” (বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং ১০২; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা নং ৪৯)

ইনশাল্লাহ, ঈসরাইল আগামী শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি আগামী শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের মধ্যেই (অর্থাৎ প্রথম ২৫ বছর) এমনকি ২০২৭ সালেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিভাবে আপনি এত নির্দিষ্ট করে বলছেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, “আমি কোরআনকে বিশ্বাস করি। প্রতিটি জাতির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, প্রথম ৪০ বছর হল প্রতিষ্ঠার সময়, দ্বিতীয় ৪০ বছর হল নিরাপত্তা ও সুখ্যাতি অর্জনের সময়, শেষ ৪০ বছর হল বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের সময়।” (হামাসের প্রতিষ্ঠাতাঃ শাইখ আহমদ ইয়াসিন রহঃ)

শাইখ আহমদ ইয়াসিন (রহঃ) এর ভবিষ্যতবাণীর সাথে হাদিসের অনেক মিল রয়েছে, কারণ ২০২৮ সালে দিকে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের অনেক বেশি সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ যে, ইমাম মাহদী আবির্ভাবের পর ইসরাইলে ইহুদী বেঁচে থাকবে ১ লাখেরও কম। যখন তুরস্কের আন্তাকিয়া প্রদেশের একটি গুহা থেকে তাওরাত শরীফের আসল কপি বের করে আনবেন, তা পড়ে বেশিরভাগ ইহুদী মুসলমান হয়ে যাবে। মূলত দাজ্জালের সঙ্গী হবে ইরানের ইস্ফাহানের ইহুদীরা, বর্তমানে সেখানে ৯০০০ হাজারের মতো ইহুদী রয়েছে।

এছাড়াও মিশর, সৌদি আরব, ইরান, সুদান, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ অন্যান্য শক্তিশালী দেশসমূহ পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্থায়ীত্ব হবে মাত্র ৫ মাস

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "(মাহদীর আবির্ভাবের বছর) রমাযান মাসে এমন বিকট আওয়াজ (হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর ঘোষণা) প্রকাশ পাবে, যা দ্বারা ঘুমন্ত লোকজন জাগ্রত হয়ে যাবে এবং কুমারী নারীগণ পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। শাওয়াল মাসে মহামারি দেখা দিবে। জিলক্বদ মাসে এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এবং জিলহজ্ব মাসে পরস্পরের মাঝে খুন-খারাপি দেখা দিবে। অতঃপর মুহাররম মাসে, মুহাররম কি! এভাবে তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন, মুহাররম মাস হচ্ছে, তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব খতম (ধ্বংস) হয়ে যাওয়ার মাস।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪৫)**

হযরত মুহাজির নিবাল (রহঃ) বলেন, "যখন রমযান মাস আসবে মানুষের আস্তানা জ্বলে পুড়ে যাবে, শাওয়াল মাসে তারা একে অন্যকে আঘাত করতে থাকবে, জিলক্বদ মাস আসলে পরস্পর একে অন্যের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে থাকবে। আর জিলহজ্ব মাস শুরু হলে মানুষ খুনো খুনিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৫১)**

হযরত কাসীর ইবনে মুররা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ফেৎনার সূচনা লক্ষণসমূহ প্রকাশপাবে মূলত রমযান মাসে, তীব্র আকার ধারণ করবে শাওয়াল মাসে। জিলকদ মাসে এক এলাকার লোকজন আরেক এলাকর দিকে ধাবিত হবে এবং জিলহজ্ব মাসে এক শহরের বাসিন্দাগণ অন্য শহরের বাসিন্দাদের প্রতি যুদ্ধের লক্ষে ধেয়ে আসবে। এসব কিছুর চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে, আকাশে আলোকিত-উজ্জল কোনো পিলার (পারমাণবিক বোমা) প্রকাশ পাওয়া।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪৭)**

তবে কিতাবুল ফিতানের আরো কয়েকটি হাদিস থেকে বুঝা যায়, যুদ্ধের সর্বমোট স্থায়ীত্ব হবে ১১ মাস। কিন্তু ৫ মাসের মাথায় পৃথিবীর বড় বড় শাসকদের পতন হয়ে যাবে, তার পরেও একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে?" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে?" নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চশব্দে আল্লাহু আকবর বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিব্রাইল এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। ঘটনার পরম্পরা এরূপ, শব্দ আসবে রমজানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলকা'দা মাসে। হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে জিলহজ্জ মাসে। আর মুহাররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ। শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলমান যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।" (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)

কখনো কি ভেবে দেখেছেন? কেন সেদিন বেচেঁ থাকাটা এক লক্ষ বিনোদন সামগ্রী পরিপূর্ণ ঘরের থেকেও কষ্টের হবে? কি ভয়ংকর পরিস্থিতি সেদিন হবে? পারমাণবিক যুদ্ধ ব্যতীত আর কি দুর্যোগ থাকতে পারে?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কি পরিমাণ মানুষ ধ্বংস হবে?

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনা (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) ঘটবে না। তখন আমি (আবু বসির) জিজ্ঞেস করলাম, যখন পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? উত্তরে, হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) বলেছেন, তোমরা (মুসলমানেরা) কি অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে চাও না?" **(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা নং ১৯০)**

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের নিকটবর্তী সময়ে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা দিবে। লাল মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু। হঠাৎ লাল ও রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব দেখা দিবে। আর লাল মৃত্যু হল তরবারি (যুদ্ধের) দ্বারা মৃত্যু ও শ্বেত মৃত্যু হল প্লেগ, মহামারী দ্বারা মৃত্যু।" **(কিতাবুল ইরশাদ, পৃষ্ঠা ৪০৫; গাইবাত, পৃষ্ঠা ২৭৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)**

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা দিবে। লাল (যুদ্ধের কারণে) মৃত্যু ও শ্বেত (দুর্ভিক্ষ, মহামারীর কারণে) মৃত্যু। (অবস্থা এমন হবে) যে প্রতি ৭ জনের ৫ জন মৃত্যুবরণ করবে।" **(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২০৭; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৯২)**

ইন্নানিল্লাহ! বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ রয়েছে ৮০০ কোটির বেশি, যদি দুই তৃতীয়াংশ বা, প্রতি ৭ জনের ৫ জন মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তো প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ মারা যাবে, বেঁচে থাকতে পারবে মাত্র ২০০ কোটি।

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অতিসত্ত্বর পূর্বদিক (চীন, জাপান ও কোরিয়া) থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় (পারমাণবিক বোমা) এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগ প্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী(খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৩৩)**

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন "ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে অবশ্যই এমন একটি বছর অতিবাহিত হবে, তখন মানবজাতি তীব্রভাবে খাদ্যের অভাবে কষ্ট পেতে থাকবে, তাদেরকে হত্যা করার দরুন আতংক তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে।" **(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২,পৃষ্ঠা ২২৯; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৯)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "একবার যুদ্ধ হবে। আর মানুষ একসাথে নামাজ আদায় করবে। তারা একসাথে হজ্ব আদায় করবে। তারা একসাথে আরাফায় অবস্থান করবে। তারা একসাথে কুরবানি করবে। অতপর তাদের মাঝে কুকুরের ন্যায় অশান্ত হয়ে উঠবে। ফলে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। এমনকি আকাবাতে তাদের রক্ত পৌঁছে যাবে। আর নির্দোষ ব্যক্তি দেখবে যে, তার নির্দোষ থাকার পরেও তাকে মুক্তি দিতে পারবে না। আর পৃথক হওয়া ব্যক্তি দেখবে যে, তার পৃথিবীটা তাকে কোন উপকার আসবে না। অতপর তারা এক যুবক ব্যক্তিকে অপছন্দ করতে চাইবে। যার পিঠ রুকুনের সাথে ঠেকানো থাকবে। তার কাঁধের গোস্ত আওয়াজ করবে। পৃথিবীতে তাকে মাহদী বলা হবে। আর সে আকাশেও মাহদী। সুতরাং তাকে যে পাবে সে যেন তাকে অনুসরণ করে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৯৩)**

হযরত মুহাম্মদ বাকির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, "ভয়-ভীতি, ভূমিকম্প, ফিতনা এবং যেসকল বিপদ আপদে (সমগ্র) মানবজাতি জড়িয়ে যাবে, তার পরপরই কেবল ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। এর আগে তারা (মানবজাতি) প্লেগ বা (দুর্ভিক্ষের কারণে) মহামারীতে আক্রান্ত হবে। এর পরে আরবদের মধ্যে যুদ্ধ ও রক্তপাত হবে। এমনকি বিশ্ববাসীর মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দিবে। ধর্মে দ্বিধা বিভক্তি দেখা দিবে এবং অবস্থা এতটাই শোচনীয় হবে যে, একে অপরকে হত্যা করতে দেখে, সবাই সকাল সন্ধ্যা নিজের মৃত্যু কামনা করবে।" (শেখ সাদুক প্রণীত 'কামালুদ্দিন' পৃষ্ঠা ৪৩৪; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ১৮৮)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে, যা দ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩২)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কিছুদিনের মধ্যে জনৈক লোক (সুফিয়ানী) তার নিতম্ব হেলিয়ে নাচতে থাকবে। যে লোক কানা চোখের অধিকারী। তার যুগে যুদ্ধ, হত্যা, বন্দি ইত্যাদি ব্যাপক আকার ধারণ করবে। তিনি হচ্ছে, সেই লোক (সুফিয়ানী) যে মদীনাতে আক্রমণ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮২৬)**

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে বিখ্যাত মনীষীগণ কি বলে গিয়েছেন

১। বৃটেন থেকে বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র The Daily Telegraph ৯ জুন ২০১৫ সংখ্যায় Here How World War Three could start tomorrow তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেন 'Throughout history, rising powers have repeatedly tested the status by using their might: Harvard professor Graham Allison found that, since 1500, 11 out of 15 such cases have result in conflict' অর্থাৎ ইতিহাস সাক্ষী, ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বারবার তাদের শক্তি ব্যবহার করে পরীক্ষা করেছে। হার্ভার্ড প্রফেসর গ্রাহাম অ্যালিসন তার অনুসন্ধানে পেয়েছেন এই ধরণের ১৫টার মধ্যে ১১টা ঘটনাই সংঘাতে রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ বড় কোন যুদ্ধের দিকে মোড় নিয়েছে। তাদের প্রবন্ধে আরোও বলা হয়েছে How might a third world war unfold? Undoubtedly differently from the small wars of today অর্থাৎ একটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে বিস্তৃত হতে পারে? নিঃসন্দেহে ভিন্নভাবে আজকের 'ছোট যুদ্ধ' থেকে।

২। ১৬শ শতাব্দীর ফরাসি পদার্থবিদ মাইকেল দে নোতর দাম, তার বিখ্যাত বই The Prophecies এ লিখেছেন “২০১৬ সালেই পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে এক ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হবে। যা দীর্ঘ ২৭ বছর স্থায়ী হবে, এবং বিপুল প্রাণহানির কারণ হবে।” পশ্চিমা বিশ্বের অনেক বিজ্ঞজনরাই মনে করেন, তার এই ভবিষ্যৎবাণী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

৩। “তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি দিয়ে হবে তা আমি জানিনা, তবে চতুর্থ বিশ্ব যুদ্ধ হবে তীর, ধনুক আর তলোয়ার দিয়ে হবে।” (আলবার্ট আইনস্টাইন)

৪। বাসস (বংলাদেশ সংবাদ সংস্থা) এর সাবেক প্রধান সম্পাদক গাজিউল হক্ব তার ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পায়তারা কি শুরু হয়ে গেছে?’ প্রবন্ধে লিখেন, বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মহল, বিশেষ করে প্রগতিশীলদের মধ্যে (ISIS) ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যান্ড সিরিয়ার ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র জেহাদ এবং বিশ্বমোড়লদের পক্ষপাতিত্ব এক নতুন উদ্বেগ ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। অনেকেই মনে করছেন, উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হতে যাচ্ছে।

যদিও আমরা মনে করছি, তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হলেও সেটা হবে শত শত বছর পর, তখন আমরা থাকবো না, তাই এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। আপনার জেনে রাখা দরকার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়নি। পশ্চিমারা ভালো করেই জানে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধও ঘোষণা ছাড়াই শুরু হবে, তাই পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খ্রিস্টানরা কিন্তু আপনার মত বসে নেই। তারা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কল্পিত রূপরেখা তৈরিও করে ফেলছে। যুদ্ধের জয় পরাজয় সব, মানুষের হতাহতের সংখ্যা, যুদ্ধের খরচ, যুদ্ধকালীন খাদ্যের মজুদ সব কিছু নিয়েই তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

(১০) হিটলার, জামাল নাসের, আনোয়ার সাদাত, সুফিয়ানী, মাহদী ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আশ্চর্য একটি হাদীস

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “শেষ যামানায় পুরো পৃথিবীব্যাপী একটি যুদ্ধ হবে। এটা হবে দুইটি বড় যুদ্ধের পর তৃতীয় যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে অনেক মানুষ ধ্বংস হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়ে দিবে সেই হবে মহান নেতা। হিজরী ১৩ শতাব্দীর কয়েক দশক পর গ্রীক রাজা সমগ্র বিশ্বের বিপক্ষে যুদ্ধ করবেন এবং আল্লাহতা'য়ালা তাকে যুদ্ধের নির্দেশ দিবেন। এর দুই দশক পর জার্মান ভূমি থেকে বিড়ালের নামের সাথে মিল রয়েছে এরকম একজনের (হিটলার) আবির্ভাব হবে। সে রোমানদের বিপক্ষে চাবুক নিয়ে হাজির হবে এবং লোকজনকে নির্যাতন করা শুরু করবে এবং পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। সে সমগ্র বিশ্বের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করবে, এমনকি উষ্ণ অঞ্চল (আফ্রিকার সাহারা মরু) ও শীতল (রাশিয়ার সাইবেরিয়া) অঞ্চলেও যুদ্ধ করবে। সে যখন যুদ্ধক্ষেত্রকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন, আর তখনই সে আল্লাহতা'য়ালার শাস্তির মুখোমুখি হবে। সে রাশিয়ান গুপ্ত ঘাতক দ্বারা খুন হবে। তারপর হিজরী ১৩ শতাব্দীর সাথে আরো পাঁচ, ছয়, সাত, আট দশক গণনা করার পর মিশরে একজন ব্যক্তি (জামাল আবদেন নাসের) আসবে, যাকে আরবরা সুচ্চাউল আরব বা, আরবের সাহসী ব্যক্তি বলে ভূষিত করবে এবং যাকে ‘নাসের’ বলা হবে। আল্লাহতা'য়ালা তাকে দুই বার অবজ্ঞা করবেন, একবার যুদ্ধে তারপর আবার। ‘নাসের’ কখনো বিজয়ের দেখা পাবে না। তখন সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহতা'য়ালা একজন কালো ব্যক্তি (আনোয়ার সাদাত) কে পাঠাবেন, যার পিতা তার তুলনায় উজ্জ্বল বর্ণের। আরব ও মিশরের নেতা মসজিদুল আকসা ছিনতাইকারীর সাথে একটি চুক্তি করবেন। তারপর ইরাকে একজন নিষ্ঠুর শাসকের আবির্ভাব হবে, যে দামেস্কের নিকটবর্তী এলাকায় থাকবে, তার চোখে সামান্য আঘাতের চিহ্ন থাকবে, সেই হল সুফিয়ানী। সে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, পুরো পৃথিবী থেকে তার জন্য লোকজন একত্রিত হবে, কারণ তার সাথে আগে প্রতারণা করা হয়েছিল। সুফিয়ানীর জন্য ইসলাম ছাড়া এর চেয়ে ভালো কিছু থাকবে না। তার মধ্যে খারাপ ভালো দুটি জিনিসই থাকবে, যদিও সে

মাহদীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারপর হিজরী ১৪ শতাব্দীর সাথে দুই বা, তিন দশক গণনা করবে, ঐ সময় মাহদীর আবির্ভাব হবে। সে পুরো পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে, যারা বিপথগামী হয়ে গেছে (খ্রিস্টানরা) এবং যারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র (ইহুদীরা) এবং তাদের সাথে ব্যভিচার ও প্রতারণার রানী (আমেরিকা) যার পুরো পৃথিবীকে অবিশ্বাসী ও দ্বিধা বিভক্ত করতে চেষ্টা করে, তারা ইসরা ও মিরাজের ভূমি (ফিলিস্তিন) পর্বতের নিকটে আসবে। তখন ইহুদীরা পৃথিবীতে ভালো অবস্থানে থাকবে, তারা বাইতুল মোকাদ্দাস ও পবিত্র (জেরুজালেম) শহর শাসন করবে। তারা সমুদ্র ও আকাশ পথে তীব্র শীতল অঞ্চল (সাইবেরিয়া) ও তীব্র উষ্ণ অঞ্চল (সাহারা) ছাড়া সবাই তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। মাহদী দেখবে পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং সে একই সাথে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাও দেখবে, যা কাফেরদের ষড়যন্ত্রের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। সে দেখবে আল্লাহতা'য়ালা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন এবং পৃথিবীটা হল একটা গাছের মত, যার মূলে রয়েছেন আল্লাহতা'য়ালা। তিনি সকল অবিশ্বাসী জাতিকে কঠিন দুর্যোগে নিক্ষেপ করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কাফেরদের ভূমি, সমুদ্র ও আকাশ পথকে জ্বালিয়ে দিবেন। অবিশ্বাসী জাতির জন্য আকাশ থেকে ক্ষতিকর বৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহতা'য়ালা অবিশ্বাসী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দিবেন"। **(আসমাউল মাসালিক লি ইয়াওমিল মাহদীয়া মালিকি লি কুল্লিদ দুনিয়া বি আমরিল্লাহিল মালিক, লেখকঃ কালদা বিন যায়েদ, পৃষ্ঠা ২১৬)**

এবার আমরা হাদিসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করব। যাতে সবাই হাদিসের প্রতিটি লাইন আরো সহজে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন।

পয়েন্ট ১। শেষ যামানায় পুরো পৃথিবীব্যাপী একটি যুদ্ধ হবে। এটা হবে দুইটি বড় যুদ্ধের পর তৃতীয় যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে অনেক মানুষ ধ্বংস হবে।

ব্যাখ্যাঃ এখানে পুরো পৃথিবীব্যাপী যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, সেটা মূলত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এটি দুটি বড় যুদ্ধের পর অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, যেটি ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং অটোমান

সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া, আমেরিকার হয়েছিল। এই যুদ্ধে মিলিটারি ও সাধারণ মানুষ সহ প্রায় ২ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। তারপর ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, ব্রিটেন, রাশিয়া, আমেরিকার হয়েছিল। এই যুদ্ধে মিলিটারি ও সাধারণ মানুষসহ প্রায় ৭ কোটি মানুষ নিহত হয়েছিল। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে আগের দুটি বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় অনেক ভয়ংকর হবে এবং এটি হবে পুরো পৃথিবীব্যাপী। এই যুদ্ধে পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হবে। অর্থাৎ বর্তমানে পৃথিবীতে ৮০০ কোটি মানুষ রয়েছে, প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে নিহত হবে। এবং যুদ্ধের সময় ৩০০ কোটি সরাসরি যুদ্ধের কারণে নিহত হবে আর বাকি ৩০০ কোটি নিহত হবে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে, চিকিৎসার অভাবে, পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তার কারণে। আশ শাহরান এর 'আগামী কথন' ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ২০২৫ সালে। (আল্লাহ ভালো জানেন)

পয়েন্ট ২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়ে দিবে সেই হবে মহান নেতা

ব্যাখ্যাঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ সালে জাপান যখন আমেরিকান নৌ-ঘাঁটি পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল, তারপরই কিন্তু আমেরিকা সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পরে। কিন্তু ১৯৪৫ সালে হিটলারের মৃত্যুর পর জাপান যখন আত্মসমর্পণ করতে রাজি হচ্ছিল না, তখন আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়। তারপরই জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর সুপার পাওয়ার ছিল দুটি, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু শীতল যুদ্ধের পর ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে যায়, তখন পৃথিবীতে এককভাবে সুপার পাওয়ার হয় আমেরিকা।

পয়েন্ট ৩। হিজরী ১৩ শতাব্দীর কয়েক দশক পর গ্রীক রাজা সমগ্র বিশ্বের বিপক্ষে যুদ্ধ করবেন এবং আল্লাহতা'য়ালা তাকে যুদ্ধের নির্দেশ দিবেন।

ব্যাখ্যাঃ হিজরী ১৩ শতাব্দীর তিন দশক পর ১৩৩০ হিজরী অর্থাৎ ১৯১২ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত প্রথম বলকান যুদ্ধে গ্রিস, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, আলবেনিয়ার, মন্টিনিগ্রো একত্রিত হয়ে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তাদেরকে সামরিক সহায়তা দিয়ে সহযোগিতা করে রাশিয়া। এই যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ড হাতছাড়া হয়। গ্রিস, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, মন্টিনিগ্রো অটোমান সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে স্বাধীন হয়। এছাড়াও উভয় পক্ষের সাড়ে ৪ লক্ষ আহত ও নিহত হয়।

পয়েন্ট ৪। এর দুই দশক পর জার্মান ভূমি থেকে বিড়ালের নামের সাথে মিল রয়েছে এরকম একজনের (হিটলার) আবির্ভাব হবে। সে রোমানদের বিপক্ষে চাবুক নিয়ে হাজির হবে এবং লোকজনকে নির্যাতন করা শুরু করবে এবং পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। সে সমগ্র বিশ্বের বিপক্ষে যুদ্ধ শুরু করবে, এমনকি উষ্ণ অঞ্চল (আফ্রিকার সাহারা মরু) ও শীতল (রাশিয়ার সাইবেরিয়া) অঞ্চলেও যুদ্ধ করবে। সে যখন যুদ্ধক্ষেত্রকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করবেন, আর তখনই সে আল্লাহতা'য়ালার শাস্তির মুখোমুখি হবে, সে রাশিয়ান গুপ্ত ঘাতক দ্বারা খুন হবে।

ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ হিজরী ১৩ শতাব্দীর তিন দশক পর বা, প্রথম বলকান যুদ্ধের যা ১৯১২-১৯১৩ সালে সংঘটিত হয়েছিল এর দুই দশক পর অর্থাৎ ১৯১৩ এর পর দুই দশক বা, ১৯১৩+২০ বছর = ১৯৩৩ সালে জার্মান ভূমি থেকে বিড়ালের নামের সাথে মিল রয়েছে এরকম একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হবে। বাস্তবে জার্মানীতে ১৯৩৩ সালে হিটলার এবং তার দল নাৎসী পার্টি ক্ষমতায় এসেছিল। সুবহানাল্লাহ! আপনি যদি গুগলে Hitler cat লিখে সার্চ করেন, তাহলে শত শত বিড়ালের ছবি পেয়ে যাবেন এবং বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উপমা এর যথার্থতা খুঁজে পাবেন। হিটলার রোমানদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে চাবুক বা, অস্ত্র নিয়ে হাজির হবেন। আপনি জানেন কি? সর্বপ্রথম

পারমাণবিক অস্ত্রের চিন্তা কে করেছিল? যদিও জার্মান বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হয়েছিল, জার্মান বিজ্ঞানীরা পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালানোর পূর্বেই তাদের পারমাণবিক চুল্লিতে বিস্ফোরণ ঘটে তাদের পুরো গবেষণাগার পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও সর্বপ্রথম সাবমেরিন তৈরি হিটলারের চিন্তার ফসল ছিল, একই সাথে বর্তমান সব বিখ্যাত গাড়ির কোম্পানি হিটলারের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নত মানের সব মোটরযান আবিষ্কার করে। হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদীদের হত্যা করেছিল, শুধুমাত্র জাতিগত বিদ্বেষের কারণে। হিটলার ১৯৩৯ সালে পোলন্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেছিল, তারপর ফ্রান্স, ব্রিটেন, এমনকি রাশিয়াকে আক্রমণ করেছিলেন। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো দখলের পর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের উপনিবেশ অঞ্চল উত্তর আফ্রিকাও নিজের দখলে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বুঝতে পারেন, নেপোলিয়ানের মত রাশিয়ার রাজধানী মস্কো আক্রমণ ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। শীতকালে রাশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণে হিটলার আস্তে আস্তে পরাজয়ের দেখা পান। তারপর ১৯৪৫ সালে হিটলারের মৃত্যু হয়, যদিও আমরা এতদিন জেনে এসেছি, হিটলার আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু এই হাদিস থেকে জানতে পারি, হিটলার রাশিয়ান গুপ্তচর দ্বারা রহস্যজনকভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

পয়েন্ট ৫। তারপর হিজরী ১৩ শতাব্দীর সাথে আরো পাঁচ, ছয়, সাত, আট দশক গণনা করার পর মিশরে একজন ব্যক্তি (জামাল আবদেন নাসের) আসবে, যাকে আরবরা সুচ্চাউল আরব বা, আরবের সাহসী ব্যক্তি বলে ভূষিত করবে এবং যাকে 'নাসের' বলা হবে। আল্লাহতা'য়ালা তাকে দুই বার অবজ্ঞা করবেন, একবার যুদ্ধে তারপর আবার। 'নাসের' কখনো বিজয়ের দেখা পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ হিজরী ১৩ শতাব্দীর সাত দশক পর ১৯৫৬ সালে মিশরে জামাল আবদেন নাসের ক্ষমতায় আসেন। ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় তার সাহসিকতার জন্য মিশরের মানুষ তাকে হিরো মনে করেছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল একজন কট্টরপন্থী নাস্তিক, আর আল্লাহতা'য়ালা একজন নাস্তিকের হাতে ইসলামের বিজয় দিবেন, এটা যারা ভেবেছিল, তারা ছিল চরম বোকা।

জামাল আবদেন নাসের দুইবার ইজরায়েলের সাথে যুদ্ধে জড়িয়েছিল, ১৯৫৬ সালে এবং ১৯৬৭ সালে। দুই বারই তিনি পরাজিত হন।

পয়েন্ট ৬। তখন সমস্ত ক্ষমতার মালিক আল্লাহতা'য়ালা একজন কালো ব্যক্তি (আনোয়ার সাদাত) কে পাঠাবেন, যার পিতা তার তুলনায় উজ্জ্বল বর্ণের। আরব ও মিশরের নেতা মসজিদুল আকসা ছিনতাইকারীর সাথে একটি চুক্তি করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ জামাল আবদেন নাসেরের মৃত্যুর পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হন আনোয়ার সাদাত। তিনি দেখতে কালো বর্ণের ছিলেন। তার পিতা আনোয়ার মোহাম্মদ আল সাদাত ছিলেন একজন মিশরীয় এবং তার মাতা সিত-আল-বিরাইন ছিলেন একজন সুদানী বংশোদ্ভূত। মূলত তিনি তার মায়ের মতো একটু কালো ছিলেন। আর তার বাবা ছিলেন মিশরীয় সুদর্শন ব্যক্তি। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় তিনি সিরিয়া ও জর্ডানের সাথে বেইমানী করে ঈসরাইলের সাথে আপোষ করেছিলেন। যার ফলে ঈসরাইল মিশরকে সিনাই উপত্যকা ফেরত দেয়। অপরদিকে জেরুজালেম এবং গোলান মালভূমি ঈসরাইলের হাতে তুলে দেয়। মূলত হাদিসের এই পর্যন্ত প্রতিটি লাইন বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি মিলে গেছে। আর হাদিসের পরবর্তী অংশটি এখনো বাস্তবায়ন হয়নি, ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই হাদিসের শেষ অংশটিও আমরা খুব শীঘ্রই দেখতে পাব।

পয়েন্ট ৭। তারপর ইরাকে একজন নিষ্ঠুর শাসকের আবির্ভাব হবে, যে দামেস্কের নিকটবর্তী এলাকায় থাকবে, তার চোখে সামান্য আঘাতের চিহ্ন থাকবে, সেই হল সুফিয়ানী। সে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। পুরো পৃথিবী থেকে তার জন্য লোকজন একত্রিত হবে, কারণ তার সাথে আগে প্রতারণা করা হয়েছিল। সুফিয়ানীর জন্য ইসলাম ছাড়া এর চেয়ে ভালো কিছু থাকবে না, তার মধ্যে খারাপ ভালো দুটি জিনিসই থাকবে, যদিও সে মাহদীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী দারা (Daraa) ওয়াদিউল ইয়াবেস বা, শুষ্ক উপত্যকা থেকে একজনের

আবির্ভাব ঘটবে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যার জন্য প্রতি মাসে ৩০ হাজার লোক জড়ো হবে তার পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। ঠিক এখন যেভাবে বাশার আল আসাদের জন্য ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাহরাইন, ইয়েমেন ও লেবানন থেকে শিয়ারা যুদ্ধের জন্য সিরিয়া যাচ্ছে। মূলত এই ব্যক্তিটি ইমাম মাহদীর সহযোগী কালো পতাকাবাহী দলের বিরুদ্ধে ইরাকের কুফা (মসূল) এবং বাগদাদ শহরে ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড চালাবে। তার চোখে সামান্য আঘাতের চিহ্ন থাকবে, উজ্জ্বল চেহারা, কোকড়ানো চুল, চিকন লম্বা পা, ৪০ বছর থেকে কম বয়সী। সুফিয়ানী তুরস্ক, আমেরিকা, আসহাব জাতি (Islamic state), আবকা জাতির (Tuareg Militant) বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তারপর ইরাকের মসূল ও বাগদাদ শহরে সে ভয়ংকর গণহত্যা চালাবে, পুরো শহরকে সে ধ্বংস করে দিবে। অবশেষে মক্কায় যখন খলিফা মাহদীর আবির্ভাব হবে, তখন সে মাহদীকে হত্যা করতে ৭০ হাজার সৈন্য বাহিনী পাঠাবে, যাদেরকে আল্লাহতা'য়ালা বাইদা নামক স্থানে ধ্বংস করে দিবেন। তারপর কিছুদিনের জন্য সে দেইর আজ জুরের গভর্নরের চাপে মাহদীকে মেনে নিবে, কিন্তু তিন বছর পরেই বনুকাল্ব গোত্রের তার সঙ্গীদের অর্থাৎ বাশার আল আসাদের গোষ্ঠীর লোকজনের কথায় সে মাহদীকে অস্বীকার করবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। অবশেষে কাল্বের যুদ্ধে সে নিহত হবে।

পয়েন্ট ৮। তারপর হিজরী ১৪ শতাব্দীর সাথে দুই বা, তিন দশক গণনা করবে, ঐ সময় মাহদীর আবির্ভাব হবে। সে পুরো পৃথিবীর সকলের বিরুদ্ধে, যারা বিপথগামী হয়ে গেছে (খ্রিস্টানরা) এবং যারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র (ইহুদীরা) এবং তাদের সাথে ব্যভিচার ও প্রতারণার রানী (আমেরিকা) যারা পুরো পৃথিবীকে অবিশ্বাসী ও দ্বিধা বিভক্ত করতে চেষ্টা করে, তারা ইসরা ও মিরাজের ভূমি (ফিলিস্তিন) পর্বতের নিকটে আসবে। তখন ইহুদীরা পৃথিবীতে ভালো অবস্থানে থাকবে, তারা বাইতুল মোকাদ্দাস ও পবিত্র (জেরুজালেম) শহর শাসন করবে। তারা সমুদ্র ও আকাশ পথে তীব্র শীতল অঞ্চল (সাইবেরিয়া) ও তীব্র উষ্ণ অঞ্চল (সাহারা) ছাড়া সবাই তার (মাহদীর) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে

আসবে। মাহদী দেখবে, পুরো পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এবং সে একই সাথে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনাও দেখবে, যা কাফেরদের ষড়যন্ত্রের তুলনায় অনেক শক্তিশালী। সে দেখবে আল্লাহতা'য়ালা পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা তার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।এবং পৃথিবীটা হল একটা গাছের মত, যার মূলে রয়েছেন আল্লাহতা'য়ালা।

ব্যাখ্যাঃ 'হিজরী ১৪ শতাব্দীর দুই বা, তিন দশক পর অর্থাৎ ১৪২০ বা, ১৪৩০ হিজরী অথবা, ১৪০০ এর পর দুই দশক এর পর আরো তিন দশক অর্থাৎ ১৪৫০ হিজরীতে মাহদীর আবির্ভাব হবে। মাহদীর আবির্ভাবের সময় ব্যভিচার ও প্রতারণার রানী (আমেরিকা) ইসরা ও মিরাজের ভূমি (ফিলিস্তিন) আসবে?' একথার দুটি অর্থ হতে পারেঃ

১) এর দ্বারা আমেরিকার বর্তমান অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, অবাধ বিয়ে বহির্ভূত সেক্স, পর্নোগ্রাফির ব্যবসা, পরকীয়া প্রেম, এসব পাপাচারের কথা বলা হয়েছে, Wikipedia এর জরিপে আমেরিকার ৮১% মানুষ বিয়ের পূর্বেই শারীরিক সম্পর্ক সম্পন্ন করে ফেলে। আরেক জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৩% আমেরিকান সেক্স করার জন্য বিয়ে পর্যন্ত অপেক্ষা করে।

২) খলিফা মাহদীর আবির্ভাবের সময়ে আমেরিকার একজন নারী প্রেসিডেন্ট থাকবেন, যিনি মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফিলিস্তিনে আসবেন। তখন ইহুদীরা পৃথিবীতে ভালো অবস্থানে থাকবে, তারা বাইতুল মোকাদ্দাস ও পবিত্র (জেরুজালেম) শহর শাসন করবে। ১৯৬৭ সালে আরব ঈসরাইল যুদ্ধের পর থেকে জেরুজালেম ও মসজিদুল আকসা দখল করে নেয় অভিশপ্ত ইহুদী জাতি। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিদিন মুসলমানদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আমাদের প্রথম কিবলার জন্য। তারা উষ্ণ (সাহারা) অঞ্চল এবং শীতল (সাইবেরিয়া) অঞ্চল ছাড়া সবাই মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসবে। আমরা দেখেছি, ২০০১ সালে আমেরিকা এবং NATO যখন আফগানিস্তান আক্রমণ করেছিল, তখন ইউরোপের প্রায় প্রতিটি দেশসহ প্রায় ১০০টি দেশ আমেরিকার এই বর্বরতাকে সমর্থন দিয়েছিল। এছাড়াও ৩০টি দেশ আফগান সরকারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছিল। তখন রাশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার

দেশগুলো আমেরিকার এই অভিযানের সহযোগী ছিল না। আর ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধের ৪২টি দেশ আমেরিকাকে সমর্থন দিয়েছিল। এছাড়াও ২০১৪-১৭ সালে IS বিরোধী যুদ্ধে ৭২টি দেশ আমেরিকাকে সমর্থন দিয়েছে। ভবিষ্যতে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের আবির্ভাব হলে তখনও হয়তো তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য সবাই অভিশপ্ত সুফিয়ানী বাহিনীকে সমর্থন দিবে। কিন্তু খলিফা মাহদী দেখবেন কাফেরদের ষড়যন্ত্রের তুলনায় আল্লাহর কৌশল অনেক বেশি শক্তিশালী এবং আল্লাহতা'য়ালা শাষণ ক্ষমতা মাহদীর দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এর অর্থ এরকম হতে পারে,'খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থানের সময়ে আল্লাহতা'য়ালা কাফেরদের নিজেদের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে পুরো পৃথিবীর সকল অত্যাচারী, বেইমান, মুনাফিক, মুরতাদ শাসককে ধ্বংস করে দিয়ে পৃথিবীকে নেতৃত্বহীন করে দিবেন। তারপর আল্লাহতা'য়ালা তার নিজের পছন্দের ব্যক্তি খলিফা মাহদীকে শাসক হিসেবে নির্বাচিত করবেন।'

পয়েন্ট ৯। তিনি সকল অবিশ্বাসী জাতিকে কঠিন দুর্যোগে নিক্ষেপ করবেন এবং তাদেরকে শাস্তি দিবেন। কাফেরদের ভূমি, সমুদ্র ও আকাশ পথকে জ্বালিয়ে দিবেন। অবিশ্বাসী জাতির জন্য আকাশ থেকে ক্ষতিকর বৃষ্টি নিক্ষেপ করা হবে এবং আল্লাহতা'য়ালা অবিশ্বাসী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দিবেন।

ব্যাখ্যাঃ হাদীসের এই অংশে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ংকর পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহতা'য়ালা পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে ধ্বংস করবেন। এছাড়াও সকল অত্যাচারী, জালেম, বেইমান, মুনাফিক ও মুরতাদ শাসক ট্রাম্প, নেতানিয়াহু, মোদী, পুতিন, শি জিং পিং, কিং জং উন, জাস্ট্রিন ট্রুডো, মুহাম্মদ বিন সালমান, আব্দুল ফাত্তাহ আল সিসি, জায়েদ বিন নাহিয়ান, হাতফার, বাশার আল আসাদ, আয়াতুল্লাহ খোমেনী, এরদোগান, এঙ্গেলা মার্কেল, শেখ হাসিনাসহ সকল শাসককে ধ্বংস করবেন। সকল রাজনৈতিক দল ডেমোক্র্যাট, রিপাবলিকান, লিকুদ পার্টি, লেবার পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি, বিজেপি, কংগ্রেস, বাথ পার্টি,

আওয়ামীলীগ, বিএনপি, সমাজতান্ত্রিক পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দলকে আল্লাহতা'য়ালা ধ্বংস করে দিবেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেতৃত্ব দেয়ার মত কেউ থাকবে না। তখন সিরিয়ার শাসক অভিশপ্ত সুফিয়ানী হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আল্লাহতা'য়ালা তাকেও ধ্বংস করে দিবেন এবং অবশেষে খলিফা মাহদীর দিকে শাসন ক্ষমতা ফিরিয়ে দিবেন। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে আমেরিকা, চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, রাশিয়া, আর্মেনিয়া, মিশর, সুদান, ইথিওপিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ঈসরাইল, বাংলাদেশ, মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের ফলে ইউরোনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার কারণে আকাশে কালো মেঘ দেখা দিবে, যার কারণে মানুষ আরো বেশি কষ্ট পাবে। বেশিরভাগ আধুনিক প্রযুক্তি ধ্বংস হবে, মানুষ আবার অতীত যুগে ফিরে যাবে। দুর্ভিক্ষ, অনাহার, ক্ষুধা, চিকিৎসার অভাবে লক্ষ কোটি লোক এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিবে। পৃথিবীর মানচিত্রে হয়তো আমেরিকা, চীন এই দুটি পরাশক্তিকে আর দেখতে পাব না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আশ শাহরানের 'আগামী কথন', এর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ২০২৫ সালে এই ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংঘটিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যদিও আমরা ভাবছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়তো শত শত বছর পরে হবে, তাই আমরা আনন্দ-ফুর্তি করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি। তাই আমাদেরকে উচিত খুব শীঘ্রই আল্লাহর নিকট তাওবা করে ইসলামের দিকে ফিরে আসা। আমাদের হাতে থাকা বাকী সময়টাকে আল্লাহর পথে কাজে লাগানো।

(১১) খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল কেন ইরান আক্রমণ করবে? ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কালো পতাকাবাহী দলকে কী আমেরিকা বা, অন্য কেউ সাহায্য করবে?

মুসলমানদের শেষ আশা ভরসার দল হচ্ছে, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল। এই দল থেকেই উত্থান হবে ইমাম মাহদীর। যদিও হাদিসে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন 'বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্য।' কিন্তু ১৫০ কোটির বেশি মুসলিম

থাকা সত্ত্বেও কেন খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের যোদ্ধার সংখ্যা মাত্র ৪/৫ হাজার হবে? এটা কী জানেন?

উত্তর হচ্ছেঃ খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে আমাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হবে? যাতে বেশিরভাগ মুসলিম এই দলটির নাম শুনলেই এক বাক্যে উত্তর দিয়ে দিবে– তারা হচ্ছে, জঙ্গী, সন্ত্রাসী, নিরপরাধ মানুষ হত্যাকারী, ধর্ষণকারী, Terrorist, ঈসরাইলের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী, ইহুদী খ্রিস্টানদের দালাল, আমেরিকার পোষা বাহিনী!

তাই, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

আসলে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল কারা?

যেহেতু খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল সম্পর্কে ইতোমধ্যেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল কোনটি? এ ব্যাপারে আলোচনা করব না।

তবে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে সহজভাবে চিনতে হলে কয়েকটি বিষয় যাচাই করতে হবে। যেমনঃ

১। আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল বা, কুন্দুজ, জালালাবাদ প্রদেশ (তালোকান) অঞ্চলের মানুষ যে দলের সাথে সংযুক্ত থাকবে, তারাই হল সত্যিকারের খোরাসানের বাহিনী দল। দরিদ্র পীরিত তালোকান অঞ্চল (আফগানিস্তানের উত্তর পূর্বাঞ্চল) সেখানে স্বর্ণ, রৌপ্যের খনি নেই কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ। তারাই আল্লাহর রহমত দ্বারা স্বীকৃত, শেষ জমানায় তারাই হবে ইমাম মাহদীর সহযোগী। (লেখকঃ আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখিরুজ্জামান)

২। মধ্য এশিয়ার জিহাদী দলগুলো যেমন, IMU - Islamic movement of Uzbekistan, Cacusas emirates, vilayat kavkaz, Terkistan Islamic parties (পূর্ব তুর্কিস্থান), Anser Al furkan (ইরান) যে দলের সাথে সম্পর্ক যুক্ত থাকবে, তারাই হচ্ছে সত্যিকারের কালো পতাকাবাহী দল। তবে মুমিনদের জন্য সুখবর হল, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থানের সময়, বর্তমানে আল কায়দা ও ইসলামিক স্টেট (ISIS) এর মধ্যকার যে বিরোধ রয়েছে সেটি থাকবে না। বরং তখন এই অঞ্চলের সকল কালো পতাকাবাহী দল একত্রিত হয়ে সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

৩। ফিলিস্তিন ও তার আশেপাশে যে দলটি দিন দিন শক্তিশালী হবে? সেই দলটিই হল সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল। কারণ, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের সময় পরাজিত হয়ে 'শুয়াইব বিন সালেহ পালিয়ে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে চলে যাবে এবং মাহদীর জন্য একটি সুন্দর অবস্থান তৈরি করবে?' এরকম র্বণনা রয়েছে।

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (রহঃ) ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত যে, "অতপর (দ্বিতীয় বার) তাদের মাঝে ও সুফিয়ানীর অশ্বারোহীদের (ট্যাংক) মাঝে যুদ্ধ হবে। আর সে যুদ্ধে সুফিয়ানীর বিজয় হবে। আর হাশেমী পালায়ন করবে। আর শুয়াইব ইবনে সালেহ গোপনে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে বের হয়ে যাবে। সে মাহদীর আবাসস্থল গোছাতে থাকবে" (হাদিসের শেষ অংশটি উল্লেখ করা হয়েছে) (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৫)

বর্তমানে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা ও পশ্চিম তীরে ইসলামিক স্টেটের ছোট ছোট পাঁচটি দল রয়েছে। যেমনঃ জাইশুল ইসলাম (গাজা), আনসার আল বাইতিল মাকদিস। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী মিশরের সিনাই উপত্যকার ইসলামিক স্টেট এর শাখা তো রয়েছেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যেই দলটির উপর আমাদের প্রত্যাশা ছিল সবচেয়ে বেশি সেই দলের কোন শাখাই ফিলিস্তিনে বর্তমানে নেই।

৪। সৌদি আরবে পরবর্তীতে যে কালো পতাকাবাহী দলটি দিন দিন শক্তিশালী হবে? সেই দলটিই হল সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল। কারণ সুফিয়ানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বার যুদ্ধের সময় পরাজিত হয়ে মাহদী ও মনসুর কুফা (মসূল) শহর থেকে পালিয়ে মক্কায় চলে যাবে।

৫। খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের অন্যতম আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, 'তারা এমন ঘোরতর হত্যাকাণ্ড চালাবে, যা ইতিপূর্বে কেউ চালায় নি?' (সুনানে ইবনে মাজা; খণ্ড ২, পৃষ্ঠা- ১৩৬৭; মুসতাদরাকে হাকেম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা- ৫১০)। তাই যে দলটি সুফিয়ানী বাহিনীর (শিয়াদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঘোরতর হত্যাকাণ্ড চালাবে। তারাই হল, সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল। বর্তমানে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, ইরান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে বানু কাল্ব গোত্রের শাসক বাশার আল আসাদের সহযোগী শিয়াদের বিরুদ্ধে কারা ঘোরতর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তা আর ডাক ঢোল পিটিয়ে বলে বেড়াতে হবে না, সবাই দুই চোখেই দেখতে পাচ্ছে।

৬। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর সৌদি আরবের মিনায় যারা (শিয়া) হাজীদেরকে পর্যন্ত হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করবে না, অর্থাৎ তাদেরকে (শিয়াদের) মুসলমানই মনে করবে না, যদিও তারা হজ্ব করে? তারাই হবে সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল।

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব (রহঃ) তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যুলকা'দাহ মাসে গোত্রদের দলভুক্ত করা হবে। আর উক্ত বছর হাজীদের লুট করা হবে। ফলে তখন মিনায় একটি বড় যুদ্ধ হবে। আর সেখানে অনেক হত্যাযজ্ঞ হবে। অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে। এমনকি তাদের রক্ত আকাবায়ে জামরাহ পর্যন্ত প্রবহিত হবে। এমনকি তাদের সাথী (মাহদী) পলায়ন করবে। অতপর তাকে রুকুন ও মাকামের মাঝখানে নিয়ে আসবে। আর সে (খিলাফতের বাইয়াত নিতে) বিমুখ হবে। তাকে বলা হবে যদি তুমি অস্বীকার করতে, তাহলে আমরা তোমার গর্দানে মারতাম (মেরে ফেলতাম)। তখন আহলে বদরের সমপরিমাণ (৩১৩ জন) লোক তার নিকট

বাইয়াত গ্রহণ করবে। তার এই বাইয়াত গ্রহণে আকাশবাসী ও পাতালবাসী সকলেই তার প্রতি খুশি থাকবে। (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৮৬)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেছেন, "লোকেরা যখন পালিয়ে হযরত মাহদির কাছে আগমন করবে, তখন মাহদি কাবাকে জড়িয়ে ধরে ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকবেন। (হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন) আমি যেন তাঁর অশ্রু দেখতে পাচ্ছি? মানুষ ইমাম মাহদিকে বলবে, আসুন, আমরা আপনার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি। ইমাম মাহদি বলবেন, আফসোস! তোমরা কত প্রতিশ্রুতিই না ভঙ্গ করেছ! কত রক্তই না ঝরিয়েছ! অবশেষে অনীহা সত্ত্বেও তিনি লোকদের থেকে বাইয়াত নেবেন। (হযরত আব্দদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন) ওহে মানুষ! তোমরা যখন তাঁকে পাবে, তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে। কারণ, তিনি দুনিয়াতেও 'মাহদি', আসমান ও 'মাহদি'।" (মুস্তাদরাকে হাকেম)

এছাড়াও সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে সঠিকভাবে চিনার আরো অসংখ্য কারণ রয়েছে। যা পরবর্তীতে আলোচনা করব। (ইনশাআল্লাহ)

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে?

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যখন সুফিয়ানী ও (খোরাসানের) কালো ঝান্ডাবাহী দলের সাথে সাক্ষাত ঘটবে, তখন সে দলের মাঝে বনু হাশেমের এক যুবক থাকবে। তার বাম তালুতে থাকবে বন্ধুত্ব বা কার্য সম্পাদনের শক্তি। আর উক্ত দলের সম্মুখভাগে বনু তামিমের এক ব্যক্তি থাকবে, যাকে শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে। তাদের সাক্ষাত ঘটবে বাবে ইস্তাখাররাতে (ইরানের ফার্স প্রদেশের একটি ঐতিহাসিক স্থানে)। তখন তাদের মাঝে বড় একটি যুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধে কালো ঝান্ডাবাহী দল জয়ী হবে। এবং সুফিয়ানীর সৈন্য পলায়ন করবে। আর সে সময়ই মানুষ মাহদীর আকাংখা করবে এবং তাকে খুজতে থাকবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৪)

হযরত যামরা ইবনে হাবীব (রহঃ) ও তার শাইখদের থেকে বর্ণিত যে তারা বলেন, "সুফিয়ানী খোরাসানের আম্মাতুশ শিরকে (ইরানের ইস্পাহান শহর) ও পারস্যের (ইরানের) ভূমিতে তার সৈন্যবাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনী (ট্যাংক) বাহিনী

পাঠাবে। অতপর পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের (ইরানের) সাথে বিদ্রোহ করবে। ফলে তারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং বিভিন্ন জায়গায় অনেক যুদ্ধ হবে। যখন তাদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ দীর্ঘস্থায়ী হবে, তখন বনু হাশেমের এক ব্যক্তির (হারস হাররাস) নিকট বাইয়াত গ্রহণ করবে। আর সে সেদিন পূর্বাঞ্চলের একেবারে শেষে থাকবে। অতপর সে খোরাসানবাসীদের নিয়ে বের হবে। উক্ত দলের সম্মুখে থাকবে বনু তামিমের আযাদকৃত গোলাম (শুয়াইব ইবনে সালেহ)। সে হবে হলুদ বর্ণের, পাতলা দাড়িওয়ালা।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৫)

হযরত আবু জাফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "সুফিয়ানী বাগদাদ ও কুফা (মসূল) প্রবেশের পর তার সেনাবাহিনীকে দূরবর্তী অঞ্চলে (ভাগ ভাগ করে) পাঠিয়ে দিবেন। তার পাঠানো (সৈন্যবাহিনীর) একটি অংশ খোরাসানবাসিদের নদীর (কাস্পিয়ান সাগরের) তীরে পৌঁছে দিবেন। তখন প্রাচ্যবাসীরা (মধ্য এশিয়ার কালো পতাকাবাহী যোদ্ধারা) তাদেরকে যুদ্ধের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাবে। তখন সুফিয়ানীর সৈন্যবাহিনী (প্রাণের ভয়ে) কুফাতে (মসূল) শহরে ফিরে যাবে। তারপর সুফিয়ানী বনি উমাইয়া গোত্রের একজনের নেতৃত্বে বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় ময়দানে (ফার্স প্রদেশের ইস্তাখর নামক স্থানে) বিশাল একটি সৈন্যবাহিনী পাঠাবে। অতঃপর কুমুস (কোম শহর), রি অঞ্চল (রাজধানী তেহরান), খুমের জারিহ (তেহরানের পূর্বদিকের সারিহ শহরে) নামক স্থানে যুদ্ধ হবে। ঐ সময় সুফিয়ানী কুফা (মসূল) শহরের ও মদিনাবাসিদের হত্যার নির্দেশ দিবেন। এমনি সময় বনি হাশেম গোত্রের একজন যুবক (হারস হাররাস) সমস্ত মানুষদেরকে একত্রিত করার জন্য অনুমোদন করবেন এবং খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে (সাহায্যের জন্য) গ্রহণ করবেন। তার ডান হাতে বড় তিলক থাকবে। আল্লাহতা'য়ালা যুবকটির সমস্ত কাজ ও পথকে সহজ করে দিবেন। তারপর খোরাসানের সীমান্তে যুবকটিকে (প্রতিপক্ষ) আক্রমণ করবে। তখন তিনি রি নামক (তেহরানের পাশের) রাস্তা দিয়ে চলে যাবেন। তারপর বনি তামীম গোত্রের একব্যক্তি যাকে আঞ্চলিক ভাষায় শুয়াইব ইবনে সালেহ বলা হবে, সে ইস্তাখর ময়দানে উমাইয়াদের (সুফিয়ানী বাহিনীর) দিকে (যুদ্ধের জন্য) বেড়িয়ে পরবে। তখন দুটি অংশের (দুটি রাষ্ট্রের) একটি ভূখণ্ডে যুদ্ধ হবে এবং তাদের মধ্যে

মারাত্মক যুদ্ধ বেঁধে যাবে। এমনকি অশ্বারোহী বাহিনীর রক্ত পায়ের গোড়ালির গিট পর্যন্ত জমে যাবে। তারপর বনি আদি গোত্রের একব্যক্তির নেতৃত্বে সাজিস্তান থেকে বড় একটি সৈন্যদল এগিয়ে আসবে। আল্লাহ কিভাবে তাকে এবং তার সৈন্যদেরকে সাহায্য করবেন, তা প্রকাশ করবেন। তারপর (কালো পতাকাবাহী দল) রি নামক এলাকা (তেহরান) আক্রমণের পর মাদায়েন শহর (বাগদাদের নিকটবর্তী এলাকা) আক্রমণ করবে। সর্বশেষ আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার বর্ডারে) এলাকা আক্রমণ করে সবাইকে নিষ্কৃতি প্রদান করবেন। এরপর ঘোষণা দিয়ে বৃহৎ হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হবে বাকিল (ফার্স প্রদেশের সিরাজ শহরে) নামক স্থানে। অতঃপর বিপুল সংখ্যক লোকদেরকে তারা বাছাই করতে বের হবে এবং কুফা (মসূল) ও বসরা (ইরাকের) লোকদেরকে সংঘবদ্ধ করবে। এমনকি ঐ সময় কুফা (মসূল) শহরে (সুফিয়ানীর নিকট) যেসব যুদ্ধবন্ধি থাকবে, তাদেরকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯১৩)

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে কী আমেরিকা সাহায্য করবে?

এই মুহূর্তে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ঈসরাইল ও সৌদি আরব। আর যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে তাদের বৈশ্বিক প্রতিদ্বন্দ্বী। মূলত যুক্তরাষ্ট্র, ঈসরাইল বা সৌদি আরবের সাথে ইরানের বিরোধের কারণ হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে। তাই এই মূহুর্তে সিরিয়া ও ইয়েমেনে সৌদি আরব ও ইরান একটি প্রক্সি যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। এছাড়াও,

১) সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মদ বিন সালমান একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ইরান চায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য দখল করতে, তারা সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়? কিন্তু যুদ্ধে সৌদি আরব আক্রান্ত হবে না বরং পরবর্তী সময়ে যুদ্ধ ইরানের নিজের ভূখণ্ডেই স্থানান্তরিত হবে? আমরা চাই ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদের আগ্রাসী মনোভাবকে বন্ধ করতে, কিন্তু যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আগামী ১০/১৫ বছরের মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে'।

২) রাশিয়া ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অভিযোগ করেছে, বর্তমানে আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেট (ISIS) এর ৭০০০ সক্রিয় যোদ্ধা রয়েছে (যদিও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা CIA এর তথ্য মতে, এদের সংখ্যা ৩০০০)। যারা বিদেশী কোন বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আফগানিস্তানে আসেনি। বরং তারা উত্তর আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়াতে (তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কিমেনিস্থান) ঘাঁটি গাড়তে এসেছেন এবং এই যোদ্ধাদের বড় একটি অংশ এসেছে মধ্য এশিয়া ও রাশিয়া (চেচনিয়া, বসনিয়া) থেকে। মূলত তুর্কিমেনিস্থান হল ইরানের সীমান্তবর্তী দেশ, তাই এই অঞ্চলে ইসলামিক স্টেট (ISIS) ঘাঁটি গড়তে পারলে সেটি ইরানের জন্য অবশ্যই চিন্তার বিষয়। রাশিয়া মনে করছে, এটি একটি ভয়াবহ চিন্তার বিষয়? তাই রাশিয়া আফগান তালেবানের সাথে মিলে ইসলামিক স্টেট (ISIS) কে নির্মূল করার জন্য সহযোগীতা করতে প্রস্তাব দিয়েছে।

৩) তালেবানরা তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সাম্প্রতিক সময়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। যার নাম হল 'আফগানিস্তানে আমেরিকা ইসলামিক স্টেটকে কিভাবে প্রমোট করছে?' এখানে তারা বেশ কিছু তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরেছে, যার মাধ্যমে তালেবানরা প্রমাণ করতে চেয়েছে আমেরিকা আফগানিস্তানে সত্যিই ISIS কে সাহায্য করছে?

এছাড়াও আফগানিস্তানের জাবুল প্রদেশে তালেবান ও আফগান সরকারি বাহিনীর যৌথ হামলার মুখে একপর্যায়ে ইসলামিক স্টেট এর ২৫০ যোদ্ধা তালেবানদেরকে বাদ দিয়ে আফগান সরকারি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীতে দেখা গেছে, আফগান বাহিনী ইসলামিক স্টেট এর যোদ্ধাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেছে এবং তাদের আহতদের চিকিৎসা প্রদান করেছে। যা ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

যদি তালেবানদের অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেই, তাহলে আফগানিস্তানে ইসলামিক স্টেটকে আমেরিকা সাহায্য করার দুটি কারণ থাকতে পারে? যথাঃ

❖ তালেবানদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দাড় করিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করা।
❖ আফগানিস্তান ও তার আশেপাশে ইসলামিক স্টেট (ISIS) কে শক্তিশালী করে ইরানকে প্রতিনিয়ত গেরিলা যুদ্ধ ও আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ইরানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া এবং তাদের উপর সর্বাত্মক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমেরিকা ইসলামিক স্টেট (ISIS) এর মাধ্যমে ইরানের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের পরিকল্পনা হিসেবেই স্থল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। তাই এখন থেকেই তাদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

সাধারণ মুসলমানরা কেন খোরাসানের কালো দলের সাথে ব্যাপকহারে যুক্ত হবে না?

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন জিহাদী দল যেমন ঃ ইসলামিক স্টেট (ISIS), আল কায়দা, তাহরির আল শাম (HTS), আহরার আল শামের বিরুদ্ধে ইরান, হিজবুল্লাহ ও শিয়া মিলিশিয়াদের যুদ্ধ কারণ হচ্ছে আকিদাগত কারণে। আর পুরো মধ্যপ্রাচ্যে শিয়াদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ও ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে ইসলামিক স্টেট (ISIS)। তারা শিয়াদেরকে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের ও ইরানে প্রতিনিয়ত হত্যা করেই চলেছে শুধুমাত্র আকিদাগত বিরোধের কারণে। তাই এর জেরে যদি খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল ইরান আক্রমণ করে এবং আমেরিকা, ঈসরাইল বা সৌদিআরব যদি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহযোগীতা করে তাহলে আমরা কাকে সমর্থন করব? জঙ্গিদের সমর্থন করব? নাকি তথাকথিত ইসলামিক রিপাবলিক (!) অব ইরানকে সমর্থন করব?

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশ হচ্ছে, খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথে যোগ দিতে হবে। "এমনকি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও" (ইবনে মাজাহ) যোগ দিতে হবে। তাই আমরা অবশ্যই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের সাথেই যোগ দিব। যদিও এই দলটিকে আমেরিকা, ঈসরাইল বা সৌদি আরব তাদের স্বার্থের জন্য কাজে লাগাতে পারে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় (১৯৭৯-১৯৮৯) আমেরিকা ও সৌদিআরব রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া করতে ও প্রক্সি যুদ্ধে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিল, এবং রাশিয়াকে পরাজিত করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিশোধ নেয়াই তাদের লক্ষ্য ছিল। যদিও তখন আফগান মুজাহিদিনদের লক্ষ্য ছিল, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদেরকে আফগানিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। ঐসময় বেশিরভাগ ওলামায়ে কেরাম আফগান মুজাহিদিনদেরকে সমর্থন করেছেন এবং আমেরিকার সাহায্য নেওয়াকেও জায়েজ মনে করছেন এবং পরবর্তী সময়ে এই আফগান মুজাহিদিনদের থেকেই উত্থান হয়েছিল, জিহাদের বর পুত্র শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহঃ)। কিন্তু খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল যখন ইরান আক্রমণ করবে, তখন ইরানী মিডিয়া ও ইরানপন্থী শিয়া আলেম ও মডারেট আলেমদের দিয়ে ফতোয়ার ফুলঝুড়ি ফোটাবে এবং প্রচার করবে এটি কেবল ইরানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিন্তু যদিও আমেরিকা, ঈসরাইল বা সৌদিআরব তাদের স্বার্থের জন্য খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে সাহায্য করবে, তার পরেও এই দলটি থেকেই আগামী দিনের বিশ্ব নেতৃত্ব দানকারী ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে, ঠিক যেমনিভাবে শাইখ ওসামা বিন লাদেন (রহঃ) এর উত্থান হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আগমনের পূর্বে আরবের ইহুদীরা অন্য লোকদের বড়াই করে বলত, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের বংশ থেকেই জন্মগ্রহণ করবেন। তারপর আমরা সেই নবীকে সাথে নিয়ে তোমাদেরকে কচুকাটা করব। ঠিক এই যুগে মধ্যপ্রাচ্যের শিয়ারা সারাদিন শুধু মাহদী, মাহদী বলে চিৎকার চেঁচামেচি করছে এবং স্বপ্ন দেখছে মাহদীকে নিয়ে তারা বিশ্ব শাষণ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে, মক্কায় মাহদীর উত্থানের পর তারাই মাহদীকে হত্যা করতে ৭০,০০০ যোদ্ধা পাঠাবে।

তাই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যদি খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলকে আমেরিকা বা, ঈসরাইল বা সৌদিআরব প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করে থাকে তাহলে আশ্চর্য হওয়ার বা নাক সিটকানোর কিছু নেই। শত বাধা বিপত্তি,

ফতোয়ার ফুলঝুরি, স্বত্বেও আমাদেরকে সত্যিকারের খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

(১২) কুরআন ও হাদিসের আলোকে ঈসরাইল রাষ্ট্র কিভাবে ধ্বংস হবে? ইহুদী জাতি চুড়ান্তভাবে কখন ধ্বংস হবে?

গত ১০০ বছর ধরে ফিলিস্তিনের ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে মার খেয়েই যাচ্ছে। বিশেষ করে, ১৯৬৭ সালের পর থেকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, অপমানিত, উচ্ছেদ, হত্যা, দেশান্তর হয়েই যাচ্ছে। এখান প্রশ্ন হল, মুসলমানরা আর কত দিন অভিশপ্ত ইহুদীদের হাতে মার খাবে? আর কতদিন ফিলিস্তিনের ভাইদের রক্ত দিতে হবে? কবে আসবে মুসলমানদের সুদিন? উত্তর হল, ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই মুসলমানদের সুদিন ফিরে আসছে। খুব শীঘ্রই ইহুদীদের অত্যাচার, লাঞ্ছনা, উচ্ছেদ, হত্যা, গণহত্যা, ধর্ষণ, ও দেশান্তর থেকে মুক্তি পাবে। মুসলমানরা খুব শীঘ্রই জেরুজালেমকে খেলাফতের রাজধানী করবে।

“মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে জঘন্য দুশমন হল ইহুদী ও মুশরিকরা (মূর্তি পূজারী)” (সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৮২)

Greater Israel এর সীমানা কতটুকু?

বর্তমান সময়ে যারা Eschatology বা, আখিরুজ্জামান নিয়ে পড়াশোনা করেন তাদের কারো কারো ধারণা পৃথিবীর ভবিষ্যত সুপার পাওয়ার রাষ্ট্র হবে ঈসরাইল এবং ইহুদীরা খুব শীঘ্রই তাদের Greater Israel প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং একই সাথে তারা পুরো পৃথিবীর নেতৃত্ব দিবে। সাধারণত Greater Israel বা, বৃহত্তর ঈসরাইল বলতে সম্পূর্ণ ফিলিস্তিন, পশ্চিম দিকে মিশরের সিনাই উপত্যকা ও আলেকজেন্দরিয়া, পূর্ব দিকে ইরাকের ফোরাত নদীর উপকূল রামাদি, ফালুজা, নাসিরিয়া, কুফা ও কুয়েত পর্যন্ত। উত্তর দিকে সমগ্র সিরিয়া ও তুরস্কের আন্তকিয়া প্রদেশ পর্যন্ত। দক্ষিণ দিকে জর্ডান ও সৌদি আরবের উত্তরাংশকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিশেষ করে শাইখ ইমরান নজর হোসেন ও তার অনুসারীরা এই ধারণাটি ফলাও করে প্রচার করার পর, এটি আরো জোরালো হয়। যদিও পবিত্র কুরআনে

আল্লাহতা'য়ালা তাদের ধারণার উল্টো বলেছেন, "এটি কখনো সম্ভব নয়, যে জাতিকে আমি একবার ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা আবার (ধ্বংস পূর্ব অবস্থায় ফিরে) আসবে।" (সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৯৫)

এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, ইহুদীরা কখনো Greater Israel বা, ইহুদীদের কল্পিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। ভবিষ্যতে ঈসরাইল কোনভাবেই সুপার পাওয়ার হবে না, এটা একেবারেই নিশ্চিত করে বলা যায়।

অবৈধ রাষ্ট্র ঈসরাইল কিভাবে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের উসমানীয় খিলাফত পতনের পর ফিলিস্তিনসহ বেশিরভাগ আরব এলাকা ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের দখলে চলে যায়। ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বালফোর ইহুদীবাদীদেরকে লেখা এক চিঠিতে ফিলিস্তিনের ভূখণ্ডে একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন, যা ইতিহাসে বেলফোর ডিকলারেশন নামে পরিচিত। বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিন এলাকায় ইহুদিদের আলাদা রাষ্ট্রের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয় এবং বিপুলসংখ্যক ইহুদি ইউরোপ থেকে ফিলিস্তিনে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে।

১৯০৫ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। কিন্তু ১৯১৪ সাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বৃটিশদের সহযোগিতায় ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ১৫ হাজারে উন্নীত হয়। এরপর প্রকাশ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসীদের ধরে এনে জড়ো করা শুরু হলে ১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল নাগাদ ফিলিস্তিনে ইহুদীদের সংখ্যা ৩৫ হাজারে পৌঁছে যায়। ১৯৩১ সালে ইহুদীদের এই সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লাখ ৮০ হাজারে পৌঁছায়। এভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদী অভিবাসীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে এবং ১৯৪৮ সালে সেখানে ইহুদীদের সংখ্যা ৬ লাখে উন্নীত হয়। বৃটিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফিলিস্তিন ছেড়ে যাওয়ার সময় ঈসরাইল নামে একটি রাষ্ট্রের ঘোষণা দিয়ে যায়, যা শুরু থেকেই আরব রাষ্ট্রগুলো বিরোধিতা করতে থাকে। যা পরবর্তীতে ইহুদী ও আরব মুসলিমদের যুদ্ধে পর্যন্ত জড়ায় । এ পর্যন্ত সর্বমোট আরবদের সাথে ইহুদীদের চারটি যুদ্ধ হয়েছে।

১। ১৯৪৮ আরব-ঈসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ মদদে ইউরোপ থেকে ইহুদীদেরকে ফিলিস্তিনে জড়ো করে এবং ৯ মাস যুদ্ধের পর ইহুদীরা ফিলিস্তিনের ৫০% এলাকা দখল করতে সক্ষম হয়। এই যুদ্ধ বিরতির মাধ্যমে সমাপ্তি হয়।

২। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় আরব-ঈসরাইল যুদ্ধ। যুদ্ধ বিরতি শেষ হওয়ার পর পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়।

৩। ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব-ঈসরাইল যুদ্ধ। এই যুদ্ধে ঈসরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরুর আগেই মিশর, সিরিয়া, জর্ডানের এয়ারপোর্ট আক্রমণ করে সিনাই উপত্যকা, জেরুজালেম, গোলান পর্বতমালা দখল করে নেয়। এই যুদ্ধ মাত্র ৬ দিন চলে। এই যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪। ১৯৭৩ সালে চতুর্থ আরব-ঈসরাইল যুদ্ধ, এই যুদ্ধে মিশর ও সিরিয়া ঈসরাইলের বিরুদ্ধে মারাত্মকভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। পরবর্তীতে জর্ডান, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, ইরাক, কিউবা যুদ্ধে যোগ দেয়। কিন্তু ঈসরাইল মারাত্মকভাবে ক্ষতির মুখে পরে একপর্যায়ে পরমাণু বোমা হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়, এবং এই সিদ্ধান্ত তারা আমেরিকাকে জানায়। পরবর্তীতে আমেরিকার মধ্যস্থতায় যুদ্ধের সমাপ্তি হয়। একপর্যায়ে ঈসরাইল সিনাই উপত্যকা মিশরকে ফেরত দেয়।

এছাড়াও লেবাননের হিজবুল্লাহর সাথে ২০০৬ সালে এবং গাজা উপত্যকার হামাসের সাথে ২০১৪ সালে ঈসরাইল যুদ্ধে জড়িয়ে ছিল।

ইসরাইল ও ইহুদীদের ধ্বংসের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যৎবাণী

"আমি বনি ঈসরাইলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম তোমরা পৃথিবীতে দুই বার অবশ্যই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে মারাত্মকভাবে।" (সূরা বনি ঈসরাইল, আয়াত নং ৪)

অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হল, কোরআনের এই আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে ইহুদীরা পৃথিবীতে দুইবার অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সাল ও খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালের পূর্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। আর এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরেও তারা দুইবার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। প্রথমবার ইউরোপিয়ান ইহুদীরা (১৯৪৮-২০২৩ সাল ইনশাল্লাহ) পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। এবং দ্বিতীয় বার দাজ্জালের আবির্ভাবের সময়ে ইরানের ইস্ফাহান শহরের ৭০ হাজার ইহুদী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, যেখানে ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ২৫০০০ হয়ে গেছে ।

লিংকঃ https://en.m.wikipedia.org/wiki/Persian_Jews

ইতিপূর্বে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কারণে, আল্লাহতা'য়ালা ইহুদীদের কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন সেই বর্ণনাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

"অতঃপর যখন (বনি ঈসরাইলকে ধ্বংসের) প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এলো (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে) তখন আমি তোমাদের (বনি ঈসরাইলের) বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে (বখতে নাসরের নেতৃত্বে ব্যাবিলনীয় বাহিনী)। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ল, এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। তোমরা যদি ভালো কর, তবে নিজেদেরই ভালো করবে আর যদি মন্দ কর, তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন (অবিচার অনাচারের) দ্বিতীয় সে সময়টি এলো (৭০ খ্রিস্টাব্দে) তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম (সেনাপতি টাইটাসের নেতৃত্বে রোমান বাহিনী), যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয় আর (সুলাইমান (আঃ) নির্মিত) মসজিদে ঢুকে পড়ে, যেমন প্রথমবার (তাদের পূর্বসূরিরা) ঢুকেছিল, এবং যেখানেই ঢুকে, সেখানেই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল।" (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং ৫-৭)

দ্বিতীয়বার ধ্বংস হওয়ার পর অর্থাৎ ৭০ খ্রিস্টাব্দে বনী ইসরাইলের উপর জেরুজালেম শহর তাদের জন্য হারাম হয়ে যায় এবং তারা পুরো বিশ্বে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

“আর আমি তাদেরকে (ইহুদিদেরকে) বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন দেশময় বিভিন্ন শ্রেণীতে।” (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৬৮)

“এরপর আমি বনি ঈসরাইলকে বললাম, তোমরা (এবার) বসবাস করতে থাক। যখন আখিরাতের প্রতিশ্রুতির সময় আসবে, তখন তোমাদের একত্রিত করে নিয়ে আসব।” (সূরা বনি ঈসরাইল, আয়াত নং ১০৪)

“আশা করা যায়, (তোমরা যদি আল্লাহকে মেনে চল তাহলে) তোমাদের রব তোমাদের উপর রহম করবেন। কিন্তু তোমরা (ইহুদীরা) যদি পুনরায় (বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি) কর। আমিও আবার (তোমাদেরকে ধ্বংস) করব। আর আমি কাফেরদের জন্য জাহান্নামকে করেছি কয়েদখানা।” (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত নং ৮)

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহতা'য়ালা ইহুদীদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইহুদীরা যদি পুনরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাহলে আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে আগের মত আবার ধ্বংস করবেন। যেরকমভাবে আগে দুইবার ধ্বংস করেছিলেন। যেমনটি, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৭ সালে এবং খ্রিস্টাব্দ ৭০ সালে ধ্বংস করেছিলেন।

“অবশ্যই আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ইহুদীদের উপর এমন লোক পাঠাতে থাকবেন, যারা তাদেরকে (ইহুদীদের) নিকৃষ্ট শাস্তি প্রদান করতে থাকবে।” (সূরা আরাফ, আয়াত নং ১৬৭)

সুবহানাল্লাহ!! আল্লাহ কতইনা সত্য কথা বলেছেন? মদিনাতে চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), বনু কুরাইজার সব পুরুষ ইহুদীদের হত্যা করেছিলেন এবং নারী ও শিশুদের দাসী হিসেবে সাহাবীদের মধ্যে বন্টন করেছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) ইহুদীদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এমনকি গত শতাব্দীতে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে ইহুদীরা যখন মারাত্মক উৎপাত শুরু করে দিয়েছিল, ঠিক তখনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়

হিটলারের মাধ্যমে আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে চরমভাবে শায়েস্তা করেছিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেছিলেন।

এছাড়াও বর্তমানে যেহেতু তাদের উৎপাত আবার বেড়ে গেছে, মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার, অবিচার, জুলুম নির্যাতন বেড়ে গেছে, খুব শীঘ্রই আল্লাহতা'য়ালা আবার সুফিয়ানী ও খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের মাধ্যমে তাদেরকে শায়েস্তা করবেন।

বর্তমান ঈসরাইল রাষ্ট্র কিভাবে ধ্বংস হবে?

ঈসরাইলের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ চলতেই থাকবে, এরকম র্বণনা হাদিসে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ঈসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা আরব রাষ্ট্রসমূহের সাথে ৪/৫বার যুদ্ধ করে। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ এবং লেবাননের সাথে ২০০৬ সালে ও হামাসের সাথে ২০১৪ সালে। ঠিক তেমনি ঈসরাইল ধ্বংসও হবে আরো ৪/৫ টি পর্যায়ে। তবে মুসলমান জাতির জন্য সুসংবাদ হল সেটা হবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে। এমনকি ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের ৫/৬ বছর পূর্বেই হবে।

সিরিয়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ঈসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলো চাচ্ছে রাশিয়া ও ইরানের সমর্থিত বাশার আল আসাদ সরকারের পতন হোক। আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স বাশার আল আসাদের পতন চাচ্ছে, সিরিয়াতে রাশিয়া ও ইরানের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য এবং সিরিয়াকে তাদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে আনার জন্য। আরব রাষ্ট্রগুলো বাশার আল আসাদের পতন চাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইরান ও শিয়াদের একক প্রভাব ধ্বংস করার জন্য। আর ঈসরাইল বাশার আল আসাদের পতন চাচ্ছে, ঈসরাইলের নিজস্ব নিরাপত্তার স্বার্থে। কারণ বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদের সাথে ১৯৭৩ সালে তাদের যুদ্ধ হয়েছিল, আর বাশার আল আসাদের সাথেও ঈসরাইলের বিরোধ রয়েছে। তাই তারা সবাই সিরিয়া যুদ্ধে বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে সুন্নি বিদ্রোহী FSA (Free Syrian Army) কে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু ২০১৮ সালের প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা আল গুতা, হোমস, আলেপ্পো, হামায় বাশার আল

আসাদের কাছে পরাজিত হওয়ার কারণে, ঈসরাইলের প্রকাশ্যভাবে বাশার আল আসাদের প্রধান সহযোগী সিরিয়াতে অবস্থিত ইরানের সামরিক বাহিনীর উপর বিমান ও মিসাইল হামলা শুরু করে। কারণ ঈসরাইলের জন্য উদ্বেগের বিষয় হলো সিরিয়াতে বর্তমানে ইরানের ৮০,০০০ সৈন্যবাহিনী রয়েছে। তখন ইরান পাল্টা ঈসরাইলে ৩০টি মিসাইল নিক্ষেপ করে এর জবাব দেয়। Fox News এর লিংকঃ https://youtu.be/lC_PmBQCTj4

ভবিষ্যতে হয়েছে এর সুত্র ধরে ইরান ও ঈসরাইলের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ ঈসরাইল ইরানের সাথে যুদ্ধ করতে মারিয়া হয়ে আছে। গত মে ২০১৮ সালে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা CIA-সূত্রে এরকম তথ্যই পাওয়া গেছে। দেখুনঃ NBC News link,

https://www.nbcnews.com/news/mideast/israel-seems-be-preparing-war-iran-say-u-s-officials-n870051

এছাড়াও রাশিয়ার সামরিক সূত্র থেকে ইতোমধ্যেই বলা হয়েছে, ইরান ও ঈসরাইল যদি সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পরে, তাহলে রাশিয়া তার মিত্র ইরানকে সাহায্য করবে। দেখুন Times of Israel News লিংকঃ

https://www.timesofisrael.com/russian-official-if-iran-attacks-israel-well-stand-with-you/

সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, যদি ইরান ও ঈসরাইলের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই দুটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামরিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাবে, এবং পুরো মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পরবে। তবে ঈসরাইল আগের যুদ্ধগুলোর মত এবার সহজেই পার পেয়ে যাবে না। যার কারণে ঈসরাইলের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা খুব সহজ হবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এমনটিই হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

ফিলিস্তিনে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতিরা (Tuareg Militant) ফিলিস্তিনে আসবে

সর্বপ্রথম ফিলিস্তিনে আসবে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি বা আফ্রিকার তাওয়ারেগ জাতি। তারাই ঈসরাইলের দালাল খ্যাত মিশরের সরকারকে পরাজিত করে মিশর দখল করবে এবং তাদের একটি দল ফিলিস্তিনে আসবে। তবে তারা খুব অল্প সময় সেখানে থাকবে এবং কালো পতাকাবাহী দল (আসহাব জাতি Islamic state) কে ১৮ মাস সিরিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম হোমস শহর অবরোধ করে রাখবে। তারা ঈসরাইলের সাথে যুদ্ধ করবে, এরকম সরাসরি র্বণনা পাওয়া যায়নি।

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কসম সে সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ! অতি স্বত্তর হিমস নগরীতে বর্বর বাহিনী (Tuareg militant) প্রবেশ করবে। তাদের সর্বশেষ দল সেখানের বাসিন্দাদের ঘরের দরজার লক খুকে ফেলবে এবং তাদের একটা অংশ ফিলিস্তিনে অবস্থান নিবে। অতঃপর তারা হিমস (সিরিয়ার হোমস শহর) থেকে বের হয়ে বুহাইরায়ে ফামিয়া (ফিলিস্তিনের একটি জায়গা) কিংবা তার থেকে এক মাইলের কাছাকাছি এলাকায় চলে যাবে। তখন তাদের দিকে বাহিরের একজন (প্রথম সুফিয়ানী) ধেয়ে আসবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে। **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৭৫)**

সুফিয়ানী ফিলিস্তিন বিজয় করবে

ইমাম মাহদীর শত্রু সুফিয়ানীর হাতে ফিলিস্তিন বিজয় হবে। হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, সুফিয়ানী হবে উমাইয়া ও বানু কাল্ব গোত্রের লোক। আর বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদও কিন্তু একই গোত্রের লোক। বাশার আল আসাদ, সহযোগী ইরান ও হিজবুল্লাহ শিয়াদের সাথেও ঈসরাইলের একটা রাজনৈতিক বিরোধ রয়েছে। এমনকি বাশার আল আসাদের পিতা হাফিজ আল আসাদ **১৯৭৩** সালে আরব-ঈজরাইল যুদ্ধের সময় ঈসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভালো ভূমিকাও রেখেছেন। হয়তো সুফিয়ানীর সাথেও ঈসরাইলের একটা বিরোধ লেগেই থাকবে, যার কারণে সে ফিলিস্তিন দখল করবে।

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন, “যখন সুফিয়ানী পাঁচটি শহর জয় করবে, তখন তুমি তার রাজত্বের স্থায়ীত্ব ৯ মাস গণনা করবে। হিশাম বলেন, এই পাঁচটি শহর হলঃ দামেস্ক, ফিলিস্তিন, উর্দুন (জর্ডান), হিমস (হোমস), হালাব (আলেপ্পো)। (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৫২, কিতাবুল গাইবাত, অধ্যায় ১৮, পৃষ্ঠা ৪৪৪ হাদিস নং ১৩, Hims and Halab are two cities in Syria)

“ফিতনাতুদ দুহাইমার (অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফিতনা বা চতুর্থ ফিতনার) তিনটি অংশ রয়েছে। প্রথম ১২তম বছরে (২০২৩ সালে ইনশাল্লাহ) বাইতুল মোকাদ্দাস (জেরুজালেম) বিজয় হবে। দ্বিতীয় অংশে বা, এই ফিতনার ১৮তম বছরে ভয়ংকর যুদ্ধ বিগ্রহ হবে। তৃতীয় অংশে বা, এই ফিতনার ২০তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।” (হাদিসটি মধ্যপ্রাচ্যের বিখ্যাত ইউটিউবার মেসবাহ ইয়াসিনের থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে)

আমরা সবাই জানি যে, চতুর্থ ফিতনা বা, ফিতনাতুদ দুহাইমা ২০১১ সালে সিরিয়া যুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তাই এই ফিতনার ১২তম বছরে (২০১১+১২ = ২০২৩ সালে ইনশাল্লাহ) বাইতুল মোকাদ্দাস বিজয় হবে।

খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল ফিলিস্তিন দখল করবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, “যখন কালো পতাকাগুলো পূর্ব দিক (খোরাসান) থেকে বের হবে, তখন কোন শক্তিই তাদেরকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে না। এমনকি এই পতাকাকে ইলিয়ায় (বাইতুল মুকাদ্দাসে) উত্তোলন করা হবে (বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় করবে)।” (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২২৬৯; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৮৭৬০)

হযরত উমর বিন মুররাহ আল জামালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,“নিশ্চই খোরাসান থেকে একদল কালো পতাকাবাহী লোকের আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁদের একদল তাঁদের ঘোড়াগুলো দড়ির সাহায্যে বাইতাল লাহ্যিয়া (ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা) এবং হারাস্তার (সিরিয়া রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী এলাকা) মধ্যবর্তী স্থানে জাইতুন (জলপাই) গাছের সাথে বাঁধবে।” আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘সেখানে কি কোন জাইতুন গাছ আছে?’ তিনি

বলেন,“যদি সেখানে জাইতুন গাছ নাও থাকে তাহলে শীঘ্রই সেখানে জাইতুন গাছ জন্মাবে এবং খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল বের হয়ে আসবে এবং তারা তাঁদের ঘোড়াগুলো এইসব জাইতুন গাছের সঙ্গে বাঁধবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০৩)

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, “বনু আব্বাসের একটি কালো ঝান্ডা বের হবে (৭৫০-১২৫৮ সাল পর্যন্ত তারা ক্ষমতায় ছিল)। অতঃপর খোরাসান থেকে আরেকটি কালো ঝান্ডা বের হবে। তাদের টুপি হবে কালো এবং তাদের পোষাক হবে সাদা। তাদের সম্মুখে একজন লোক থাকবে যাকে, শুয়াইব ইবনে সালেহ ডাকা হবে এবং সে হবে তামিম গোত্রের। তারা সুফিয়ানীর সৈন্যদের পরাজিত করবে। এমনকি তারা বাইতুল মুকাদ্দাসে (ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে) অবস্থান নিবে। তারা মাহদীর রাজত্বের জন্য পথ সহজ ও প্রস্তুত করবে। আর সিরিয়া হতে ৩০০ লোক তার সাথে মিলিত হবে। তার বের হওয়া ও মাহদীর নিকট বিষয় সমর্পণ করার মধ্যে বাহাত্তর মাসের (৬ বছরের) ব্যবধান হবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৯৪)

হযরত সুফিয়ান কালবী (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, “তিনি বলেন মাহদীর দলে এক কম বয়সী, পাতলা দাড়ি বিশিষ্ট, এবং হলুদ বর্ণের এক তরুণ যুবক (শুয়াইব ইবনে সালেহ) বের হবে। আর ওয়ালীদ হলুদ বর্ণ উল্লেখ করেন নাই। যদি পাহাড়ের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে পাহাড়কে কাঁপিয়ে দিবে। আর ওয়ালীদ বলেন, ‘ভঙ্গে ফেলবে’ (যতক্ষণ না বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌঁছে)।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯০২)

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ফিলিস্তিনে আসবে

ইমাম বাকের (রহঃ) থেকে জাবের জুফী বর্ণনা করেন, “যখন রোমের বিদ্রোহীরা (রাশিয়ান অর্থডক্স খ্রিস্টানরা) রামাল্লায় (ঈসরাইলের দখলকৃত পশ্চিম তীর) অবতরণ করবে। হে জাবের! ঐ বছর পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রচুর

দ্বন্দ্ব-সংঘাত (যুদ্ধ বিগ্রহ) সংঘটিত হবে।” (বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা নং-১০২, আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা নং ৪৯)

ঈসরাইলের পতন সম্পর্কে বর্তমান যুগের স্কলারগণ কি বলছেন?

‘ইনশাল্লাহ, ঈসরাইল আগামী শতাব্দীতে ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি আগামী শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের মধ্যেই (অর্থাৎ প্রথম ২৫ বছর) এমনকি ২০২৭ সালেই ধ্বংস হয়ে যাবে।’ তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কিভাবে আপনি এত নির্দিষ্ট করে বলছেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমি কোরআনকে বিশ্বাস করি। প্রতিটি জাতির জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, প্রথম ৪০ বছর হল প্রতিষ্ঠার সময়, দ্বিতীয় ৪০ বছর হল নিরাপত্তা ও সুখ্যাতি অর্জনের সময়, শেষ ৪০ বছর হল বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের সময়।’ (হামাসের প্রতিষ্ঠাতাঃ শাইখ আহমদ ইয়াসিন রহঃ)

শাইখ বাসসাম জাররার (হাফিঃ) এর কুরআনের গাণিতিক সংখ্যার গবেষণা করে বলেছেন, ঈসরাইল ২০২২ সালে ধ্বংস হবে (ইনশাল্লাহ)। তার ভিডিওর লিংকঃ https://youtu.be/fzT5vxdLsAA

মসজিদুল আকসার ইমাম ড. খালেদ আল মাগরেবী (হাফিঃ) ২০১৭ সালে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ঈসরাইল ২০২২ সালে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এমনকি ইহুদীদের বিখ্যাত পন্ডিত রাবাই ইউসুফ বারজার পর্যন্ত বলেছেন, ২০২২ সালে আকাশে একটি তারকা উদিত হবে হবে, যা নাকি মাসায়া (মাসীহ) এর আগমনের একটি লক্ষণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার একবার বলেছিলেন, No more Israel by 2022, প্রশ্ন হল সে কিভাবে বলেছ? উত্তর হলোঃ সেও কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মের একজন অনুসারী, স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়, তাদের ধর্ম গ্রন্থে ও End Time prophecy নিয়ে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে। তাই সে তার ধর্মের ভবিষ্যৎবাণীর আলোকেই হয়তো বলেছে।

সিরিয়ার সাংবাদিক আল বুজায়রামী ২০১২ সালে একবার ফিলিস্তিনের PA TV (Fatah) এর চ্যানেলকে বলেছিলেন, আমি এখন এমন একটি বিষয় বলতে যাচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কেউ শুনে নাই। আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা CIA top secret নথি সাবেক আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে দিয়েছিল, যা এমন ছিল, 'আমি মনে করি না, ঈসরাইল ২০২২ সালের পর অক্ষত থাকতে পারবে।' ভিডিও লিংকঃ https://youtu.be/V08Kwk0LRd0

ইমাম মাহদী জেরুজালেমকে খিলাফতের রাজধানী করবেন। এখান থেকেই পরিচালিত হবে আগামী দিনের মুসলিম বিশ্ব

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, "তিনি বলেন যখন তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসে খলীফা (মাহদীকে) দেখবে। এবং উহা ব্যতীত আরেকজনকে দেখবে দামেস্কে। তখন উহা (মাহদী) ব্যতীত অনুসরণ করিও না। কেননা সে (সুফিয়ানী) হবে গাধার বংশধরের থেকেও নিচু জাতের।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০৫৮)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ও হাওয়ালা! যদি তুমি তোমার জীবদ্দশায় দেখতে পাও, খিলাফত বায়তুল মোকাদ্দাসে (জেরুজালেমে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? তখন ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, বড় বড় দুর্যোগগুলো খুব নিকটবর্তী হবে। কিয়ামত খুব কাছে চলে আসবে।" (মুস্তাদরাকে হাকেম)

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যখন তুমি বাইতুল মুকাদ্দাসের খলিফাকে (মাহদীকে) দেখবে। আর তাকে ব্যতীত আরেকজনকে (সুফিয়ানীকে) দেখবে তথা দামেস্কে। তখন তুমি তাকে (মাহদীকে) ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণ করিও না। কেননা সে (সুফিয়ানী) হবে গাধার বংশধরের থেকেও নিকৃষ্ট।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০১৭)

জেরুজালেম বিজয়ের পর ইমাম মাহদী ইহুদীদের সাথে কেমন ব্যবহার করবেন? ইহুদীদের বেশিরভাগই মুসলিম হয়ে যাবে।

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তাবূত আস সাকীনা (পবিত্র সিন্ধুকটি) আন্তাকিয়ার (তুরস্কের এন্টাকিয়া প্রদেশের) একটি গুহা থেকে এবং তাওরাতের অধ্যায়সমূহ শামের (সিরিয়ার) একটি পাহাড় থেকে বের করে আনা হবে। আর ঐ গ্রন্থের মাধ্যমে ইহুদীদের কাছে যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ পেশ করা হবে। আর অবশেষে তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে।" (মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৩০৯, আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা ৬৯)

হযরত কা'ব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন মাহদী আলাইহিস সালামের নামকরণ মাহদী করে করার কারণ হচ্ছে যে, সে (ইহুদীদের আসল) তাওরাত কিতাবের পথ দেখাবে এবং ইহুদীদেরকে (আসল) তাওরাত কিতাবের দিকে ডাকবে। সে তাওরাত কিতাবকে সিরিয়ার (তুরস্কের এন্টাকিয়া প্রদেশ থেকে) এক পাহাড় থেকে খুঁজে বের করবে। অতপর উক্ত কিতাবের উপর (ইহুদীদের) অনেক দল আত্মসমর্পণ করবে। যা তিনি ত্রিশ হাজারের মত উল্লেখ করলেন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০৩৫)

উল্লেখ আসল তাওরাত কিতাব ও কুরআনের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধী কিছু থাকবে না। কারণ দুটি কিতাবই আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। যার কারণে ইহুদীরা আস্তে আস্তে হেদায়েতের দিকে আসবে এবং মুসলিম হয়ে যাবে।

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মাহদী রোমে যুদ্ধের জন্য সৈন্য পাঠাবেন। সেখানে দশজন বুদ্ধিমান জ্ঞানী দিবেন। যারা আন্তাকিয়ার (সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের এন্টাকিয়া প্রদেশের) এক গুহা থেকে তাবূত আস সাকীনা (Ark of the Covenant) খুঁজে বের করবে। যেটার ভিতর আল্লাহতা'আলা মুসা (আঃ) উপর যে তাওরাত নাযিল করেছিলেন। এবং ঈসা (আঃ) উপর ইঞ্জিল নাযিল করেছিলেন তা থাকবে। তিনি তাওরাত ওয়ালাদেরকে (ইহুদীদেরকে) তাওরাত দ্বারা বিচার করবেন। এবং ইঞ্জিল ওয়ালাদের (খ্রিস্টানদেরকে) ইঞ্জিল দিয়ে বিচার করবেন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০২২)

হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তার (মাহদীর) মাধ্যমেই তাইবেরিয়ার হ্রদ (সিরিয়া ও ঈসরাইলের সীমান্তবর্তী টাইবেরিয়াস লেক) থেকেই এর উদ্ধার কাজ শুরু হবে। ঐ সিন্দুকটি (তাবূত আস সাকীনা) বাইতুল মোকাদ্দাসে আনা হবে এবং তার (মাহদীর) সামনে রাখা হবে। যখন ইহুদীরা তা দেখবে তখন তাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত সবাই ইমান আনবে।" (আল ফিতান ওয়াল মালাহিম, পৃষ্ঠা ৫৭)

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা হতে বর্ণিত যে, "তিনি বলেন আমার নিকট এই খবর পৌঁছেছে যে, মাহদীর হাতে বুহাইরাতুত তাবরিয়্যাহ (সিরিয়া ও ঈসরাইলের সীমান্তবর্তী টাইবেরিয়াস লেক) হতে তাবূত আস সাকীনা (Ark of the Covenant) প্রকাশ পাবে। এমনকি বহন করা হবে (বয়ে আনা হবে)। অতঃপর বাইতুল মুকাদ্দাসে (জেরুজালেমকে) তার (মাহদীর) সামনে রাখা হবে। যখন ইহুদিরা এটি দেখবে তখন তাদের অল্প সংখ্যাক ব্যতীত সবাই আত্মসমর্পণ করবে (ইসলাম গ্রহণ করবে)। অতপর মাহদী ইন্তেকাল করবেন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০৫০)।

উল্লেখ তাবূত আস সাকীনা (Ark of the covenant) হল, একটি সিন্দুক যা শাম (সিরিয়া) দেশের সুগন্ধীযুক্ত কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল। এবং কাঠের উপর স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া হয়েছিল। এই তাবূত আস সাকীনা (Ark of the Covenant) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'য়ালা বলেছেন,

"আর তাদেরকে (বনি ঈসরাইলকে) তাদের নবী বলল, নিশ্চয়ই তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত (তাবূত আস সাকীনা বা, সিন্ধুক) আসবে। যাতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে প্রশান্তি ও মুসার পরিবার, হারুনের পরিবার যা অবশিষ্ট রেখে গেছে তার অবশিষ্ট অংশ। নিশ্চয়ই তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন, যদি তোমরা মুমিন হও।" (সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৪৮)

[১] তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে, কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তা ছিলো 'সাকীনা' বা শান্তি। (মুসনাদ 'আবদুর রাযযাক ১/৯৮) অন্যরা বলেন যে, তা ছিলো সোনার একটি বড় থালা যাতে নবীগণের (আঃ) অন্তরসমূহ ধৌত করা হতো। এটা মূসা (আঃ) প্রাপ্ত হয়েছিলো। তার মধ্যে তিনি তাওরাতের তক্তা রাখতেন। (তাফসীর তাবারী ৫/৩৩১) একই তাফসীর করেছেন কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), রাবী' ইবনু আনাস (রহঃ) এবং ইকরামাহ (রহঃ)।

'আবদুর রায্যাক (রহঃ) বলেছেন যে, তিনি সুফইয়ান সাওরী (রহঃ)-কে 'আর মূসা ও হারূনের অনুচরদের (পরিত্যক্ত) মঙ্গল বিশেষ' এর অর্থ জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ কেউ কেউ বলেন যে, এতে ছিলো 'মান্না' এর পাত্র, তাওরাতের তক্তা। অন্যরা বলেন যে, তা ছিলো মূসা (আঃ) -এর কিছু কাপড় এবং জুতা। (দেখুন ২০: ১২। তাফসীর তাবারী ৫/৩৩৩)

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে যুরাইয (রহঃ) বলেন, 'ফিরিশতা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়ে ঐ তাবূতকে উঠিয়ে জনগণের সামনে নিয়ে আসেন এবং তালূত বাদশাহর সামনে রেখে দেন। তার নিকট তাবূতকে দেখে লোকদের শামাউন নবী (আঃ) এর নাবুওয়াত ও তালূতের রাজত্বের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস হয়। (তাফসীর তাবারী ৫/৩৩৫)

[২] তাফসীরে আবু বকর জাকারিয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, বনী ইসরাঈলদের মধ্যে একটি সিন্দুক পূর্ব থেকেই ছিল, তা বংশানুক্রমে চলে আসছিল। তাতে মূসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীগণের পরিত্যক্ত কিছু বরকতপূর্ণ বস্তুসামগ্রী রক্ষিত ছিল। বনী ইসরাঈলরা যুদ্ধের সময় এ সিন্দুকটিকে সামনে রাখত, আল্লাহ্‌তা'আলা তাদেরকে বিজয়ী করতেন। জালুত ইসরাঈল-বংশধরদেরকে পরাজিত করে এ সিন্দুকটি নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ যখন এ সিন্দুক ফিরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন অবস্থা দাড়ালো এই যে, কাফেররা যেখানেই সিন্দুকটি রাখে, সেখানেই দেখা দেয় মহামারী ও অন্যান্য বিপদাপদ। এমনিভাবে পাঁচটি শহর ধ্বংস হয়ে যায়। অবশেষে অতিষ্ঠ হয়ে দুটি গরুর উপর সেটি উঠিয়ে হাকিয়ে দিল। ফেরেশতাগণ গরুগুলোকে তাড়া করে এনে তালুতের দরজায় পৌছে

দিলেন। ইসরাঈল-বংশধররা এ নিদর্শন দেখে তালুতের রাজত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করল এবং তালুত জালুতের উপর আক্রমণ পরিচালনা করলেন। [তাফসীরে বাগভী ১/২৩০, আল-মুহাররারুল ওয়াজীয ১/৩৩৩]

তাবূত আস সাকীনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ

https://makashfa.wordpress.com/2012/04/21/ark-of-the-covenant-%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A1-%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D9%86%DB%81/

ইমাম মাহদীর মাহদীর খিলাফতের শেষ সময়ে সিরিয়ার ইদলিব ও লাটাকিয়া প্রদেশের সীমান্তবর্তী তুরস্কের এন্টাকিয়া প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চল বা, ঈসরাইল ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী টাইবেরিয়াস লেক থেকে তাবূত আস সাকীনা (Ark of the Covenant) বা, সিন্ধুকটি বের করে আনা হবে। যার মধ্যে তাওরাত ও ইঞ্জিল শরীফের আসল কপি থাকবে। এছাড়াও এই তাবূত আস সাকীনা বা, সিন্ধুকটি ইহুদীদের কাছে একটা আবেগময় ও পবিত্র বস্তু, যা দেখে ঈসরাইলের বেশিরভাগ ইহুদী মুসলমান হয়ে যাবে।

ইহুদী জাতি চূড়ান্তভাবে কখন ধ্বংস হবে?

আমাদের বেশিরভাগ মুসলমানদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, ইমাম মাহদী ও হযরত ইসা (আঃ) একই সময়ে আত্মপ্রকাশ হবে। কিন্তু হাদীসগুলো নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায়, ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) আলাদা দুটি যুগে আত্মপ্রকাশ করবেন। এছাড়াও জেরুজালেম খিলাফতের রাজধানী হিসেবে কয়েক শত বছর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। মাহদীর মৃত্যুর পর আহলে বাইতের দুইজন, তারপর মুজারী বংশের খলিফাগণ, মাখজুমী খলিফা, ইয়েমেনী খলিফাগণ, কাহতানী খলিফা, আম্মানী খলিফা, পারস্যের খলিফা ও সর্বশেষ পুনরায় আহলে বাইতের দুই জন খলিফা এবং হযরত ঈসা (আঃ) সবাই বাইতুল মোকাদ্দাস থেকেই খিলাফত পরিচালনা করবেন।

কাজেই হযরত ঈসা (আঃ) এর আকাশ থেকে অবতরণ করার পূর্বে যখন দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং পুরো পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। তখন ইরানের ইস্ফাহান শহরের ৭০ হাজার ইহুদী দাজ্জালের সাথী হবে। তার পর হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করার পর মুসলিমরা প্রতিটি ইহুদীকে হত্যা করবে। বর্তমানে ইরানের ইস্ফাহান শহরে ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৫ হাজার ইহুদী রয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ইস্ফাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে।। তাদের শরীরে (তায়ালিসাহ্) কালো চাদর থাকবে।” **(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭২৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ৭১২৫, ইসলামিক সেন্টার নং ৭১৭৮)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ইহুদীরা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সেখানে তোমরা বিজয়ী হবে। এমনকি, পাথর পর্যন্ত বলবে হে মুসলিম!! আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে। তাকে হত্যা কর।” **(সহিহ বুখারী, মুসলিম ৭২২৫, তিরমিজী ২২৩৬)**

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ না হবে। মুসলিমরা তাদেরকে হত্যা করবে, ফলে তারা গাছ ও পাথরের পিছনে লুকিয়ে থাকবে। তখন গাছ বা পাথর বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দাহ, এইতো আমার পিছনে একজন ইহুদী লুকিয়ে আছে, আসো!! তাকে হত্যা কর। কিন্তু ‘গারকাদ’ (এক ধরনের ঝাউ গাছ) নামক বৃক্ষ দেখিয়ে দিবে না। কারণ এটা হচ্ছে ইহুদীদের সহায়তাকারী গাছ।” **(সহিহ মুসলিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন নং ৭০৭৫, ইসলামিক সেন্টার নং ৭১২৯)**

কাজেই মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার বা, হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। মুসলমানদের প্রভাতের সূর্য খুব শীঘ্রই উদিত হবে, মুসলমানদের রক্ত কখনো বৃথা যাবে না। আমরাই এই বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে পুরো পৃথিবীকে শাসন করব। আমরা তৃতীয় বারের মত জেরুজালেম উদ্ধার করবই করব। ইনশাল্লাহ...

(১৩) সাবধান! রমজান মাসে আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে খুব শীঘ্রই

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে রমজান মাসে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হবে। তার মধ্যে রমজান মাসের মাঝামাঝি সময়ে শুক্রবার রাতে আকাশে বিকট শব্দে আওয়াজ হওয়া একটি নিদর্শন। আর এই নিদর্শনটি মানবজাতির জন্য একটি দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ও বিপদ আপদের নিদর্শন। তাই প্রতিটি সচেতন মুসলমানের জন্য সামনের রমজান মাসগুলোতে আমাদের খুবই সচেতন থাকতে হবে। অন্যথায়, আমাদের গাফিলতির জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সতর্কবাণী সত্ত্বেও আমরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১) জুলফি বিশিষ্ট একটি তারকা (অগ্নিশিখা) উদিত হবে

হযরত ওলীদ (রহঃ) কা'ব (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "হযরত মাহদি (আঃ) এর আগমনের পূর্বে পূর্বাকাশে জুলফি বিশিষ্ট একটি তাঁরকা উদিত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪২)

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, "এমন একটি তারকা উদিত হবে, যার আলো হবে চন্দ্রের আলোর ন্যায়। এরপর উক্ত তারকা সাপের ন্যায় কুন্ডুলি পাকাতে থাকবে। যার কারণে তার উভয় মাথা একটা আরেকটার সাথে মিলিত হওয়ার উপক্রম হবে। দীর্ঘকার রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হওয়া এবং আসমান থেকে জমিনের দিকে যে তারকাটি নিক্ষিপ্ত হবে, তার সাথে থাকবে বিকট আওয়াজ। এক পর্যায়ে সেটা পূর্বাকাশে গিয়ে পতিত হবে। যা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবতের সম্মুখিন হবে। (হাদিস বড় হওয়ায় কেবল শেষ অংশ উল্লেখ করা হল)" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪৩)

আবু জাফর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী (রহঃ) বলেন, "যখন পূর্বাকাশে ৩ দিন থেকে ৭ দিন পর্যন্ত আগুনের অগ্নিশিখা দেখতে পাবে, তখন আহলে মুহাম্মদ (সাঃ) এর (ইমাম মাহদীর) জন্য অপেক্ষা কর। এক পর্যায়ে আল্লাহতা'য়ালা (হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে) মাহদী (আঃ) এর নাম ঘোষণা করবেন। যা পৃথিবীর

সকল মানুষ শুনতে পাবে।” (আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী, পৃষ্ঠা নং ৩২)

“একটি বিরাট অগ্নি গোলক পূর্ব দিক থেকে উদিত হবে, যা ৩ দিন অথবা, ৭ দিন সারিবদ্ধভাবে দৃশ্যমান হবে। (বিস্ফোরণের) পর প্রচন্ড অন্ধকারে আকাশ ঢেকে যাবে। এটি (বিস্ফোরণের) পর নতুন ধরনের লালচে রঙের শিখা আকাশে দৃশ্যমান হবে, যা উষার আলোর মত দেখাবে না। এরপর এমন ভাষায় (হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর) একটি ঘোষণা শোনা যাবে, যা পৃথিবীর সকল মানুষ বুঝতে পারবে।” (বারজানী, আল ইসায়া, পৃষ্ঠা ১১৬)

যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস প্রদেশের গ্রেন্ড রেপিট মিশিগানের Calvin College এর একদল গবেষক ও খ্যাতিমান জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রসেসর লরেন্স মুলনার বলেছেন, ২০২২ সালে এই প্রথম মানুষ খালি চোখে দুটি তারকার সংঘর্ষ দেখতে পাবে। তবে দুটি তারকার সংঘর্ষের পূর্বে পরস্পরের দিকে কয়েক দিন ঘুরতে থাকবে, এবং এদের আলো চাঁদের আলোর মত উজ্জ্বল হবে। এদের পরস্পরের সংঘর্ষের পর লাল রঙের আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে। যা American Astonomical Society (AAS) এর ২২৯তম বৈঠকে এই গবেষণার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। ২০১৩ সাল থেকে তারা Binary System বা, একই কক্ষপথে চলা এই দুটি তারকার উপর নজরদারি করে আসছিল এবং তারা তারকা দুটিকে KIC9832227 নামে চিহ্নিত করেছেন। বিস্তারিত জানতে অবশ্যই এই ভিডিওগুলো দেখুনঃ https://youtu.be/IjLFm9AM-jw

ইতোমধ্যেই ইহুদী বলতে শুরু করেছেন, এই তারকাটি ‘মাসিহ’ এর আগমনের একটি চিহ্ন এবং বলতে শুরু করেছেন ২০২২ সালে মাসিহ এর আবির্ভাব হবে। কারণ Old testament নাকি এই তারকাটি নিয়ে অনেক ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। এমনকি খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করেন, এই তারকাটি যিশুর (হযরত ঈসা আঃ) এর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার একটি নিদর্শন। যেমনঃ

“I will display wonders in the sky and on the earth, Blood, fire and columns of smoke.” (Joel, part 02, verses 30)

“And I Will Grant Wonders In The Sky Above And Signs On The Earth Below, Blood, And Fire, And Vapor Of Smoke” (Acts: Part-02, Verses-19)

এই তারকা (অগ্নি শিখা) কখন বিস্ফোরণ হবে?

হযরত ফিরোজ দায়লামি (রাঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর ৭০ হাজার বধির হয়ে যাবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের কারা সেদিন নিরাপদ থাকবে?” রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “যারা নিজ নিজ ঘরে অবস্থানরত থাকবে, সিজদায় লুটিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং উচ্চ শব্দে আল্লাহু আকবর বলবে। পরে আরও একটি শব্দ আসবে। প্রথম শব্দটি হবে জিব্রাইল (আঃ) এর, দ্বিতীয়টি হবে শয়তানের। ঘটনার পরম্পরা এরূপ (Red nova বিস্ফোরণের) শব্দ আসবে রমজানে। ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হবে শাওয়ালে। আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করবে জুলকা'দা মাসে। হাজী লুণ্ঠনের ঘটনা ঘটবে জিলহজ্জ মাসে। আর মুহাররমের শুরুটা আমার উম্মতের জন্য বিপদ। শেষটা মুক্তি। সেদিন মুসলমান যে বাহনে চড়ে মুক্তি লাভ করবে, সেটি তার কাছে এক লাখ মূল্যের বিনোদন সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ঘরের চেয়েও বেশি উত্তম বলে বিবেচিত হবে।” **(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)**

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদিস ও বিজ্ঞানীদের গবেষণা এবং Red nova star এর বিস্ফোরণ অনুযায়ী ২০২২ সালের ১৬ই এপ্রিল বা, ১৪ই রমজান শুক্রবার ভোর রাতে, ঠিক ফজরের ওয়াক্তে এই বিস্ফোরণটি হবে (সৌদি আরবের সময় অনুযায়ী) আর বাংলাদেশের সময় অনুযায়ী মধ্যরাতে। তাই সামনের দিনগুলোতে বিশেষ করে রোজার মাসে অবশ্যই প্রতিটি মুসলমানের এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। (তবে সুনির্দিষ্ট সময় কেবল আল্লাহ ভালো জানেন)

আমি কেবল বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও হাদীসের তথ্য অনুযায়ী সময় বের করেছি। এটা ভুলও হতে পারে আবার সঠিকও হতে পারে।

এই তারকা (অগ্নি শিখা) দেখা দিলে আমাদের কি করতে হবে?

"আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, একটি অগ্নি গোলা/অগ্নি শিখা তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এই আগুন বর্তমানে বেরেহাট উপত্যকায় সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। এই আগুন লোকদেরকে ঘিরে ফেলবে, মানুষ ও সম্পদসমূহকে পুড়িয়ে ফেলবে। পৃথিবীর সর্বত্র এটা মেঘের মতো ঘুরে বেড়াবে। এই আগুনের তাপমাত্রা দিনের বেলা থেকে রাতের বেলা বেশি হবে। ইহা পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, মানুষের মাথার উপর অবস্থান করতে থাকবে। এই আগুন ভয়ংকর শব্দ সৃষ্টি করতে থাকবে, যেমন আকাশ ও স্থলভাগের মধ্যে বজ্রপাত হয়।" **(গ্রন্থঃ মুখতাসার তাজকিরাহ, লেখকঃ ইমাম কুরতুবী রহঃ, পৃষ্ঠা ৪৬১)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, "যখন রমযান মাসে (Red nova star বিস্ফোরণের) বিকট আওয়াজ প্রকাশিত হবে, শাওয়াল মাসে যুদ্ধের ঝংকার শুনবে, জিলকদ মাসে বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিবে, জিলহজ্ব মাসে রক্তপাত হবে। মুহাররম মাসে, মুহাররম কি? সে মাসে বিভিন্ন ধরনের মারামারি, হানাহানি, ঝগড়া-ফাসাদ চলতে থাকবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জায়হাহ্ কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এটা অর্ধ রমাযান মাসের জুমার রাত্রে প্রকাশ পাবে। যার কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা জাগ্রত হয়ে যাবে, দাড়ানো অবস্থায় থাকা লোকজন বসে যাবে, কুমারী নারীগণ ভয়-আতঙ্কে পর্দার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। এটা হবে এক জুমার রাত্রিতে, এমন এক বৎসর যখন অধিকহারে ভূমিকম্প হবে। সুতরাং তোমরা জুমার দিন নামায আদায় করার সাথে সাথে ঘরে প্রবেশ করে দরজা-জানালা লাগিয়ে দিবে। নিজেদেরকে চাদরাবৃত করলেও কানকে সজাগ রাখবে। যখনই বিকট কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে, তখনই আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে যাবে এবং সুবহানাল কুদ্দুছ, সুবহানাল কুদ্দুছ বলতে থাকবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৩৮)**

আমাদের যা করতে হবে? (সংক্ষেপে)

১। আল্লাহর কাছে সকল পাপের জন্য তাওবা করতে হবে।

২। শুক্রবার রাতে বিস্ফোরণের পূর্বেই নিজের ঘরে অবস্থান করতে হবে এবং দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে হবে। কোনভাবেই বাইরে বা, খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করা যাবে না।

৩। বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনামাত্রই জোরে জোরে তাকবির দিতে হবে, সেজদায় গিয়ে সুবহানাল কুদ্দুস সুবহানাল কুদ্দুস পাঠ করতে হবে।

৪। এই তারকা (অগ্নি শিখা) নিদর্শন প্রকাশের পর মানবজাতির দুঃখ, দুর্দশা, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

৫। এক বছরের খাদ্য মজুদ করে রাখতে হবে।

৬। যত দ্রুত সম্ভব শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যেতে হবে।

Red Nova বিস্ফোরণের পূর্বেই এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে হবে

হযরত কাসির ইবনে মুররা আল হাজরনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রমাযান মাসে আসমানে বিভিন্ন আলামত (Red nova Star বিস্ফোরণ) প্রকাশ পেতে থাকলে মানুষের মাঝে ব্যাপক এখতেলাফ (মতপার্থক্য) দেখা দিবে। তুমি এমন অবস্থা প্রাপ্ত হলে (দেখলে) তোমার সাধ্যানুযায়ী খাবারের মজুদ করে রাখ।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৩৪)**

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "অতিসত্ত্বর পূর্বদিক থেকে আগুনের তৈরি পিলারের ন্যায় এক নিদর্শন প্রকাশ পাবে। যেটা জমিনের সকলে দেখবে। তোমাদের কেউ এমন যুগপ্রাপ্ত হলে, সে যেন তার পরিবারের জন্য এক বৎসরের খোরাকী (খাদ্য) প্রস্তুত রাখে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৩৩)**

কেন আমাদেরকে ১ বছরের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে?

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবীরা কেন পূর্বাকাশে উজ্জ্বল তারকা দেখলে আমাদেরকে এক বছরের জন্য খাদ্য মজুদ করে রাখতে বলেছেন, তা একটু বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

১। Red nova star বিস্ফোরণের পর মেঘের মতো যে লাল আভা আকাশে ছড়িয়ে পরবে, সেগুলো মূলত তাপমাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। কারণ, KIC9832227 দুটি তারকাতে অগ্নি পরিবাহী উপাদান রয়েছে। আর এগুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির আরো একটি কারণ হল, এসব ছড়িয়ে পরা উপাদানগুলোতে আবার সূর্যের তাপ পরবে। সহজ ভাষায় বললে, মনে করেন এখন স্বাভাবিক তাপমাত্রা হল ৩৫ ডিগ্রি থেকে ৪৫ ডিগ্রি। কিন্তু Red nova বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রা হবে ৭০ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি।

আর তাপমাত্রা যখন ৭০ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি হবে, স্বাভাবিকভাবেই মাঠের সকল ফসল ফলাদি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নদ নদী, খাল বিল, পুকুরের পানি শুকিয়ে যাবে। এমনকি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ও নিচে নেমে যাবে। গবাদি পশু গরু, ছাগল, ভেড়া, গাদা, হাস, মুরগি সব মরে যাবে। এমনকি পোকা মাকর, অন্যান্য বন্য প্রাণীগুলোও মরে যাবে।

২। গাছপালা, শাকসবজি এগুলো মূলত সূর্যের তাপ, আলো, পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণের মাধ্যমে বেড়ে উঠে এবং ফুল, ফল-মূল ও অক্সিজেন দেয়। কিন্তু যখন ৪০ দিন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পরবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঠের ফসল ফলাদি ও শাক সবজিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং অত্যধিক তাপমাত্রার কারণে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

৩। যখন তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রি থেকে ৮০ ডিগ্রি হয়ে যাবে, তখন খুব দ্রুতই এন্টার্কটিকা, গ্রীনল্যান্ড, সাইবেরিয়া অঞ্চল ও হিমালয় পর্বতের বরফ গলতে থাকবে। যার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির স্তর কয়েক মিটার বেড়ে যাবে। যার ফলে পৃথিবীর নিচু এলাকাগুলো যেমন বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপসমূহ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরাকের বসরা কুফা নগরী,

কুয়েতসহ অন্যান্য এলাকা পানির নিচে চলে যাবে। আর হাদীসেও আছে ইরাকের বসরা ও কুয়েত অঞ্চলসমূহ পানিতে ডুবে যাবে।

হাদিসে বর্ণিত আছে, "ইমাম মাহদীর আবির্ভাব পূর্বে এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যাবে যুদ্ধ, বিগ্রহ, তরবারি ও রক্তপাতের কারনে। আর এক তৃতীয়াংশ মারা যাবে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কারণে।"

সামনের দিনগুলোতে যে আমাদের জন্য বিপদের পর বিপদ অপেক্ষা করছে, সেটা কেবল আখিরুজ্জামান নিয়ে পড়াশোনা করলে বুঝা যায়। তাই সময় থাকতেই আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন নয়ত লাঞ্ছনা, অপমান, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা আর ধুকে ধুকে মরার জন্য অপেক্ষা করুন।

(১৪) ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় কোথায় এবং কবে ভেসে উঠবে? (২০২৩ সালে ইনশাল্লাহ)

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের পূর্বে ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই সম্পদের লোভ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আর তাই আল্লাহতা'য়ালা কিছু লোভী প্রকৃতির মানুষকে ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ করে পৃথিবী থেকে নির্মূল করে দিবেন। মূলত এই আলামতটি আমাদের একেবারেই নিকটবর্তী। কিন্তু আমাদের মাঝে পর্যাপ্ত হাদীসের জ্ঞান না থাকার কারণে, আমরা কেউই বিষয়টি নিয়ে মানুষকে সতর্ক করছি না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত সোনার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেবে। সে সময়ে যে ওখানে উপস্থিত থাকবে, সে যেন তার থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।" (সহিহ বুখারি, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬০৫; সুনানে তিরমিজি, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৬৯৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সেই পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না ফোরাত থেকে সোনার পাহাড় বের হবে। তার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে এবং প্রতি একশ জনে

নিরানব্বই জন লোক মারা যাবে। যে কজন জীবনে রক্ষা পাবে, তারা প্রত্যেকে মনে করবে, বোধ হয় একা আমিই জীবিত আছি।” (সহিহ মুসলিম, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২২১৯)

ফোরাত নদী কোথায় অবস্থিত এবং বর্তমানে ফোরাত নদীর অবস্থা কি?

ফোরাত নদী (Euphrates river) তুরস্ক থেকে সিরিয়ার উপর দিয়ে ইরাকে গিয়ে শেষ হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ২৭০০ কি.মি. এবং এর ৯০% পানির উৎস হল তুরস্কের মুরাত নদী (Murat river) এবং কারাসু নদী (karasu river)। তুরস্কের বিরেচিক, সিরিয়ার রাক্কা প্রদেশ, দেইর আজ জুর, মাদায়েন, আবু কামাল, ইরাকের আল কায়েম, হাদিথা, রামাদি, ফালুজা, নাজাফ, নাসিরিয়া, কুফা শহরগুলো মূলত এই ফোরাত নদীর উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাক সরকার এখন পর্যন্ত ১২টি ছোট বড় বাঁধ নির্মাণ করার কারণে ১৯৯৯ সালের পরে ফোরাত নদীর পানি আশংকাজনকহারে কমতে শুরু করেছে। হাদীসে বলা হয়েছে, ফোরাত নদীর পানি শুকিয়ে স্বর্ণের পাহাড় আবিষ্কৃত হবে। বর্তমান অবস্থার সাথে মিলিয়ে দেখলে বুঝা যায়, সেটি খুব বেশি দূরে নয়। কারণ Global water forum এর গবেষণায় দেখা গেছে, ফোরাত নদীর পানি খুব দ্রুত কমে যাচ্ছে। লিংকঃ

http://www.globalwaterforum.org/2017/07/31/changes-in-the-water-quantity-and-quality-of-the-euphrates-river-are-associated-with-natural-aspects-of-the-landscape/

এছাড়াও ফোরাত নদীর পানির বর্তমান অবস্থা জানতে এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। লিংকঃ https://youtu.be/3cZc9IyNIUE

ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় কি ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে?

ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় প্রকাশ পাওয়া সংক্রান্ত হাদিস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায় বর্তমানে অনলাইনে কিছু নামদারি গবেষক বলতে শুরু করেছেন, স্বর্ণের পাহাড় নাকি ইতোমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে? যাদের মধ্যে শাইখ ইমরান নজর ও তার অনুসারীরা অন্যতম। যদিও আরববিশ্বের কোন ইসলামিক স্কলারদের কেউ

এখন পর্যন্ত এরকম উদ্ভট ব্যাখ্যা করেননি। তাদের যুক্তি হল, বর্তমান বিশ্বে তেলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি, আর তৈলকে যেহেতু (Black gold) বলা হয়ে থাকে, তাই তৈল, গ্যাস এসবই হল হাদীসে বর্ণিত সোনার পাহাড়। আর তাদের এসব যুক্তি যে, একেবারেই বানোয়াট ও মূর্খের পর্যায়ে পড়ে তা বিশ্লেষণ করা হলঃ

১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসে তৈল সংক্রান্ত কিছু বোঝাতে তিনি 'কাফিসু' (قفيز) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। টাকা পয়সার জন্য 'দিরহাম' (درهم) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আর স্বর্ণের জন্য 'জাহাবুন' (جبل من ذهب) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। **(সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭০১৩ ই.ফা.)**

তাই যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বর্ণের পাহাড় বোঝাতে 'জাহাবুন মিন জাবাল' বলেছেন, সেখানে হাদীসের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে Gold কে আবার black gold ভেবে তৈলের সাথে তুলনা করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই না।

২। ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে প্রথম সুফিয়ানীর উত্থানের পর, যেহেতু এখনও প্রথম সুফিয়ানীর উত্থান হয়নি, তাই স্বর্ণের পাহাড় প্রকাশ পেয়েছে এরকম সকল ব্যাখ্যা বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩। স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে সিরিয়ার ফিতনা **১২** বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর রমজান মাসে। তাই এখনই স্বর্ণকে তৈল বানিয়ে ব্যাখ্যা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই না।

৪। স্বর্ণের পাহাড়কে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ হবে তাকে বলা হয়েছে 'কিরকিসিয়ার যুদ্ধ' এবং এই যুদ্ধে কেবলমাত্র তিনটি পক্ষ থাকবে। তুরস্ক, রোম (আমেরিকা), এবং সুফিয়ানী। তাই এই যুদ্ধকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিংবা আমাক প্রান্তের মালহামা মনে করাও বোকামি।

৫। স্বর্ণের পাহাড় দখল করতে আসা তুরস্ক, আমেরিকা ও সুফিয়ানীর ৯৯% যোদ্ধা নিহত হবে। যার সর্বমোট সংখ্যা হবে ১ লক্ষ কিংবা ১ লক্ষ ৬০ হাজার। তাই স্বর্ণের পাহাড় দখলের জন্য যে যুদ্ধ হবে সেখানে কোটি কোটি মানুষ মারা যাবে এরকম ব্যাখ্যা করাও বোকামি।

স্বর্ণের পাহাড় কবে ভেসে উঠবে?

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "চতুর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধকার অন্ধত্বপূর্ণ ফিৎনা। যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে উঠবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবে না, যেখানে উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে না? এই ফিতনা দ্বারা মুসলমানেরা লাঞ্ছিত অপদস্ত হতে থাকবে। ফিৎনাটি শাম দেশে (সিরিয়ায়) চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভূখন্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। উক্ত ফিৎনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশে যাবে, তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে যা দ্বারা মানুষ ভালো খারাপ নির্ণয় করতে পারবেনা। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিৎনা থামানোর সাহস ও রাখবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে ফিৎনা তীব্র আকার ধারণ করবে। সকালবেলা কেউ মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় ১২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এবং এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফুরাত নদীতে স্বর্ণের একটি ব্রিজ (পাহাড়) প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "চতুর্থ ফিতনা বা যুদ্ধ ১২ বছর স্থায়ী হবে। যখন অবসান হবে তখন অবসান হবে। (অর্থাৎ ১২ বছর সময় শেষ হবে তারপর) স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফুরাতকে খুলে দেওয়া হবে। অতপর তার উপর প্রত্যেক নয় জনের সাত জনকে হত্যা করা হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৭০)

আল্লাহ আকবর!! আমরা সবাই জানি চতুর্থ ফিতনা বা, সিরিয়া যুদ্ধ শুরু হয়েছে ২০১১ সালে। আর বর্তমান অবস্থা ১২ বৎসর স্থায়ী থাকবে, তারপর ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে ওঠবে। অর্থাৎ ২০১১+১২ = ২০২৩ সালের রমজান মাসে (অর্থাৎ ২০২৩ সালের ২২ই মার্চ থেকে ২০ই এপ্রিলের মধ্যে) ইনশাআল্লাহ।

তবে কিতাবুল ফিতানের ৯৭২ নং হাদীসে বলা হয়েছে, চতুর্থ ফিতনা ১৮ বছর স্থায়ী থাকবে তারপর ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। এই মতটি গ্রহণ করেছেন, লেবাননের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা আলী আল কুরানী। তিনিও বলেছেন চতুর্থ ফিতনা ১৮ বছর স্থায়ী থাকবে তারপর ফোরাত নদীতে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। অর্থাৎ ২০১১+১৮ = ২০২৯ সালে। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত ভাবে সুফিয়ানী ও মাহদীর উত্থান নিয়ে ব্যাপক গবেষণার পর মনে করি, চতুর্থ ফিতনা ১২ বছর স্থায়ী থাকবে এই মতটি বেশি গ্রহণযোগ্য।

কোথায় স্বর্ণের পাহাড় ভেসে ওঠবে?

সিরিয়ার দেইর-আজ-জুর (Deir-ez-zur) প্রদেশের কিরকিসিয়া নামক ঐতিহাসিক এলাকার নিকটবর্তী স্থানেই ২০২৩ সালে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে ওঠবে (ইনশাল্লাহ)। আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হল, সিরিয়ার দেইর আজ জুর প্রাদেশিক সরকার ২০০৯ সালে এই এলাকার শুষ্ক মৌসুমে ঠিকমত কৃষিজমিতে ও শহরে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে করার জন্য হালাবিয়্যাহ বাঁধ (Halabiya Dam) নির্মাণ করার কাজ শুরু করে, যেটি ২০১২ সালে শেষ হয়েছে। তারপর থেকেই দেইর আল জুর প্রদেশে পানির স্বল্পতা দেখা যাচ্ছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি হাদীসের বর্ণনার সাথে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে।

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "যখন তুর্কী (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা) এবং খাসাফ জাতি (রাশিয়া) দামেস্কের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দামেস্কের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে (সিরিয়াতে) আবকা (Tuareg Militant), আসহাব (Islamic state) এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দামেস্ক এলাকাকে জনৈক লোক (বাশার আল আসাদ) অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) এবং তার সাথীদেরকে (সিরিয়া, ইরান, রাশিয়া, হিজবুল্লাহ ও শিয়া মিলিশিদের) হত্যা করা হলে, বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন (প্রথম সুফিয়ানী ও দ্বিতীয় সুফিয়ানী) লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন (শিয়াদের জন্য) দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আবকা গোত্রের লোকজন (Tuareg Militant) মিশর থেকে এগিয়ে আসবে তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে

তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম (আমেরিকা) এবং তুর্কীরা (তুরস্ক) মিলে কিরকিসিয়া (দেইর আজ জুর) নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৩)

স্বর্ণের পাহাড়কে কেন্দ্র করে কার বিরুদ্ধে কে যুদ্ধ করবে?

সিরিয়ার দেইর আজ জুরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক কিরকিসিয়া নামক স্থানে যখন স্বর্ণের পাহাড়টি ভেসে উঠবে। তখন সিরিয়ায় প্রথম সুফিয়ানী ক্ষমতায় থাকবে। সে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী তাওয়ারেগ (Tuareg) দেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করবে। তার পরেই ২০২৩ সালে রমজান মাসে (ইনশাল্লাহ) ফোরাত নদীতে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে উঠবে, তখন তুরস্ক ও আমেরিকান জোট এটি দখল করতে এগিয়ে আসবে। তখন প্রথম সুফিয়ানী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে এবং এই যুদ্ধে ১ লক্ষ বা, ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে। কিন্তু কেউ এটি দখল করতে পারবে না।

তবে সত্যিকারের মুসলমানদের জন্য আনন্দের বিষয় হল, ফোরাত নদীতে ভেসে ওঠা স্বর্ণের পাহাড় দখলের জন্য কোন হেদায়েতকারী দল বা, পতাকা যুদ্ধে জড়াবে না। কেবলমাত্র মুনাফিক, মুরতাদ ও কাফেরদেরকে আল্লাহতা'য়ালা সোনার পাহাড় উন্মুক্ত করে শাস্তি প্রদান করবেন।

অর্থাৎ নিকট ভবিষ্যতে ঘটনা পরিক্রমায় যা ঘটবে

১। তুরস্ক ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে সিরিয়াতে শিয়া নুসাইরী ও আলাবী সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে হামলার মুখে পরবে এবং একইসাথে ইরাক ও সিরিয়াতে পুনরায় কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) এর ব্যাপক উত্থান হবে ।

২। দামেস্কের নিকটবর্তী হারাস্তা নামক এলাকায় একটি বড় ধরনের ভূমিধ্বস ঘটবে, যার কারণে রাশিয়া ও তাদের সহযোগীদের ১ লক্ষ লোক নিহত হবে।

৩। লিবিয়া, আলজেরিয়া, মালি ও মিশরে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাপক উত্থান হবে। (ইতোমধ্যেই তারা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে এই অঞ্চলে ৫ম সাহেল অভিযানের জন্য ব্যাপকভাবে সংগঠিত হওয়া ও প্রস্তুতি নিচ্ছে)

৪। লিবিয়া, আলজেরিয়া, মালি ও মিশরে আসহাব জাতি (Islamic state) উত্থানের পর তাদের দমন করার জন্য হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি তাওয়ারেগ (Tuareg) সম্প্রদায়ের উত্থান হবে।

৫। হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি তাওয়ারেগ (Tuareg) সম্প্রদায় কর্তৃক লিবিয়া, মিশর জর্ডান দখলের পর সিরিয়ার হোমস শহরে এসে শহরটিকে ১৮ মাস অবরুদ্ধ করে রাখবে।

৬। হঠাৎ করে দক্ষিণ সিরিয়া ওয়াদিউল ইয়াবেস (Daraa শহর থেকে) বানু কাল্ব গোত্রের প্রথম সুফিয়ানীর উত্থান হবে, সে সিরিয়া থেকে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) এবং হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতি (Tuareg Militant) সম্প্রদায়কে পরাজিত করে বের করে দিবে।

৭। সিরিয়ার দেইর-আজ-জুর এর নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে ফোরাত নদীতে ২০২৩ সালের রমজান মাসে স্বর্ণের পাহাড় ভেসে ওঠবে।

৮। ফোরাত নদীর তীরে স্বর্ণের পাহাড়কে দখল করার জন্য তুরস্ক ও আমেরিকান জোটের দেইর আজ জুরের নিকটবর্তী কিরকিসিয়া নামক স্থানে আসবে, তখন প্রথম সুফিয়ানী ও তাদের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ বাধবে।

৯। কিরকিসিয়া যুদ্ধের পর ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) উপর সুফিয়ানী বড় ধরনের গণহত্যা চালাবে এবং তাদের ৭০ হাজার লোক নিহত হবে।

১০। মিশরে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতিদেরকে (Tuareg Militant) সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করার জন্য সুফিয়ানী কর্তৃক মিশর আক্রমণ করবে।

১১। খোরাসান (আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে) শুয়াইব বিন সালেহ ও হারস হাররাস এর নেতৃত্বে কালো পতাকাবাহী দল নিয়ে ইরানের ইস্তাখর নামক স্থানে আসবে এবং তারা সুফিয়ানীকে পরাজিত করবে।

১২। খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দলের উত্থানের ৬ বছর পর মক্কা নগরীতে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন হবে।

ইনশাল্লাহ....

(১৬) ইমাম মাহদী ও হযরত ইসা (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ একই সময়ে হবে না। ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কারা পর্যায়ক্রমে খলিফা হবেন?

আমাদের মুসলমানদের মধ্যে একটি ভুল ধারণা হচ্ছে, ইমাম মাহদীর যুগেই হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। তাদের ধারণাটা অনেকটা এরকম যে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পরেই তিনি সুফিয়ানীকে হত্যা করবেন, ঈসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইহুদীদের কচুকাটা করবেন এবং জেরুজালেমকে খিলাফতের রাজধানী বানাবেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারত বিজয় করবেন। রাশিয়া, আমেরিকা, ও ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করবেন। তারপর তার সময়েই দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং সর্বশেষ হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করে ইমাম মাহদীর পিছনে নামাজ পরবেন এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন। অর্থাৎ ইমাম মাহদীর শাসনকাল ৭ বছরের মধ্যেই সব কিছু হয়ে যাবে। তারপর ঈসা (আঃ) ৪০ বছর রাজত্ব করবেন, তারপর সকল ইমানদার মুসলমানগণ একযোগে মৃত্যুবরণ করবেন। অর্থাৎ আগামী ৪৯ বছরের মধ্যে সব কিছু ঘটে যাবে। কিন্তু আসলেই কি তাদের ধারণা মত এরকম হবে? নাকি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) আলাদা দুটি যুগে আসবেন?

কেন তারা এরকম ধারণা করছেন?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "সেদিন কেমন হবে, যখন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করে তোমাদেরই একজনের পিছনে ফজরের নামাজ আদায় করবেন?" **(সহিহ বুখারী)**

উল্লেখ এই হাদিসে কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানে স্পষ্ট করে 'তোমাদের ইমামের' কথা বলা হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের একদল মুজাহিদ কিয়ামত পর্যন্ত শত্রুর উপর বিজয়ী থাকবে। একপর্যায়ে আকাশ থেকে ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) অবতরণ করলে মুসলমানদের সেনাপতি বলবে আসুন, নামাজের ইমামতি করুন! তখন ঈসা (আঃ) বলবেন না, বরং তোমাদের একজন অপরজনের নেতা (অর্থাৎ তুমি ইমামতি কর)। এটি এই উম্মতের জন্য আল্লাহতা'য়ালার পক্ষ থেকে একটি বিরাট সম্মানের।" **(সহিহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)**

এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে, "তোমাদের একজন অন্যজনের আমীর"।

হযরত আবু সাঈদ খুদুরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) যার পিছনে নামাজ পরবেন, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই একজন।" **(হাদিসের মান সহিহ, 'কিতাব আল মাহদী' লেখকঃ হাফিজ আবু নাঈম রহঃ, 'ফাইয়াদ আল কাদির' লেখকঃ আল মানাওয়ী)**

এই হাদিসেও কোথাও ইমাম মাহদীর কথা উল্লেখ করা হয়নি, বরং এখানেও 'তোমাদের একজনের' কথা বলা হয়েছে।

হযরত উসমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "হযরত ঈসা (আঃ) ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। তখন 'মুসলমানদের আমীর' তাঁর নিকট আবেদন জানাবেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি

নামাজের ইমামতি করুন। তিনি বলবেন, এ উম্মত একে অন্যের উপর আমীর (অর্থাৎ তোমাদের জন্যই নামাজের ইকামত দেওয়া হয়েছে, তাই তোমরাই নামাজ পরাও) তখন আমীর অগ্রসর হয়ে নামায পড়াবেন।" **(মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা; দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা; মুসতাদরাকে হাকিম, ৪র্থ খণ্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)**

এই হাদিসেও ইমাম মাহদীর কথা কোথাও বলা নেই, বরং বলা হয়েছে 'মুসলমানদের আমিরের' কথা। তাই বেশিরভাগ আবেগী মুসলমান মনে করেছেন, এ সকল হাদিসগুলোতে মুসলমানদের ইমাম বলতে, ইমাম মাহদীর কথা বলা হয়েছে। যদিও এই ধারণাটি একদমই ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর এমন কোন সহিহ, হাসান ও জয়িফ হাদিসেও সরাসরি বলা হয়নি যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল মাহদী একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। বরং অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যে হাদিসগুলো নিয়ে গবেষণা করলে বুঝা যায়, হযরত ঈসা (আঃ) ও ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের মধ্যে রয়েছে বিশাল একটা সময়ের ব্যবধান।

ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হবে না, তার প্রমাণসমূহ

(১) হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না কাহ্তান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।" **(সহিহ বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ৬৬১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬৬৩২)**

যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্মপ্রকাশ হয়, তাহলে তিনি কখন খলিফা হবেন? এই কাহতানী খলিফা সম্পর্কে আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে কিতাবুল ফিতানের এই হাদিসটিতে।

হযরত আরতাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মাহদির মৃত্যুবরণ করার পর কাহতান গোত্রের উভয় কান ছিদ্রবিশিষ্ট একজন লোক শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার চরিত্র হবে হুবহু মাহদির মত। তিনি দীর্ঘ ২০ বৎসর পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকার পর, তাকে অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর

বংশধর থেকে জনৈক লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। যিনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবেন। তার হাতে কায়সার সম্রাটের শহর (ইউরোপ) বিজয় হবে। তিনিই হবেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্যে সর্বশেষ খলীফা বা বাদশাহ। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সায়্যিদুনা হযরত ঈসা (আঃ) আসমান থেকে অবতরণ করবেন।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৪)**

(২) হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "কিভাবে আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে? যখন এই উম্মতের শুরুতে আমি মুহাম্মদ (সাঃ) আছি, মধ্যখানে মাহদী রয়েছে, আর এই উম্মতের শেষে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) রয়েছেন।" **(মিশকাত, হাকেম, কানজুল উম্মাল, রাজেন, তারিখে দিমাশক, তারিখ উল খিলাফাহ)**

(৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মত ধ্বংস হয়ে যাবে না, কারণ (এই উম্মতকে পরিচালনা করার জন্য) শুরুতে আমি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও শেষে রয়েছেন মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আঃ)। আর আমাদের দুইজনের মধ্যখানে রয়েছেন ইমাম মাহদী।"

(এই হাদিসটি হাফেজ আবু নাঈম ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন, এছাড়াও নুয়াইম বিন হাম্মাদের 'আল ফিতান' এবং জালাল উদ্দিন সুয়ুতীর 'আল আরিফুল আরদি ফি আখবার আল মাহদী' বইতেও রয়েছে)

(৪) হযরত জাবের বিন সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সাঃ) কে আমি বলতে শুনেছি যে, "এই দ্বীন (ধর্ম) প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না তোমাদের মাঝে **১২** জন খলিফাহ না আসে। তারা সবাই তাদের প্রত্যেক উম্মতকে নিজের নিকট একত্রিত করবে। সাহাবী বলেন, তারপর রাসুল (সাঃ) একটি কথা বললেন, তা আমি বুঝতে পারি নাই। আমি আমার পিতাকে প্রশ্ন করলাম রাসুল (সাঃ) কি বলেছেন? পিতা বললেন, তিনি বললেন, খলিফাহ সকলেই কুরাইশদের মধ্য থেকেই হবে।" **(সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ ৪৯৭৯)**

‘উক্ত ১২ জন খলিফা সবাই হবেন কুরাইশ বংশের এবং তারা প্রত্যেকেই খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেন এবং মুসলিমদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ১২ জন খলিফাই হলেন আহলে বাইত তথা, হযরত আলী (রাঃ) এর বংশধর থেকে, এবং এই মতটি হল বাড়াবাড়ি ও ভুল। যদিও হাদিসে কুরাইশদের কথা বলা হয়েছে, আহলে বাইতের কথা বলা হয়নি।’ (তাফসীর ইবনে কাসীর)

তবে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা’আর মতে, এখন পর্যন্ত ৪/৫ জন খলিফা হয়েছেন, অর্থাৎ ১২ জন খলিফার এখনো আত্মপ্রকাশ হয়নি। যেমনঃ

- হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)
- হযরত উমর ফারুক (রাঃ)
- হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)
- হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)
- হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাঃ)

তার মানে, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পরেও অনেক কুরাইশ বংশের খলিফা হবেন। কিন্তু কারা হবে তা নিচে আলোচনা করা হবে।

(৫) হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “আমার (মৃত্যুর) পর আসবে খিলাফত, তারপর আসবে রাজতন্ত্র, তারপর অত্যাচারী রাজার শাসন, তারপর আবার অত্যাচারী রাজার শাসন। তারপর আরেক অত্যাচারী ব্যক্তির পর আমার বংশধর (ইমাম মাহদী) থেকে একজন আসবে। যিনি পৃথিবীকে ন্যায়বিচার দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। তার পর আসবে কাহতানী। এটা এরকম সত্য, যেমনিভাবে আল্লাহ আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, এর ব্যতিক্রম কখনো হবে না।”

(কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৮৭০৪, নুয়াইম বিন হাম্মাদের রচিত ‘কিতাবুল ফিতানে’ হাদিসটি আব্দুর রহমান বিন কায়েস বিন জাবের আল সাদাফী থেকে বর্ণিত হয়েছে)

(৬) উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "মাহদী সাত বছর রাজত্ব করে মারা যাবে, মুসলমানরা তার জানাজার নামাজ আদায় করবে।" (শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে) (আবু দাউদ)।

যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হতো, তাহলে ঈসা (আঃ) ই মাহদীর মৃত্যুর পর জানাজা নামাজ পড়াতেন, কারণ ঈসা (আঃ) থেকে যোগ্য ইমাম পৃথিবীতে কেউ থাকত না। এখানে স্পষ্ট করে বলা আছে, মাহদীর জানাজার নামাজ মুসলমানরাই আদায় করবেন, ঈসা (আঃ) নয়।

(৭) অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "মাহদীর মৃত্যুর পর কোন কল্যাণ থাকবে না" (শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে) (মুসনাদে আহমাদ, হাদিসটি ড. আরেফী রচিত 'মহা প্রলয়' বইতেও রয়েছে)

মাহদীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হবে এবং রক্তপাত ছড়িয়ে পরবে যার কারণে হাদিসে বলা হয়েছে, কোন কল্যাণ থাকবে না।

(৮) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দিন-রাত্রি ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হবে না, যতক্ষণ না জাহজাহ নামক একজন কৃতদাস রাজত্বের মালিক না হয়।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৭২০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশনী ৭০৪৫, ইসলামিক সেন্টার প্রকাশনী ৭১০১)

এই ক্রীতদাস খলিফার ব্যাপারে কিতাবুল ফিতানে একটি হাদীস রয়েছে। তিনি ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর আহলে বাইতের দুজন খলিফা হবেন, তারপর মুজারী বংশ থেকে কয়েকজন খলিফা হবেন, ঐ সময় তিনি খলিফা হবেন।

হযরত কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "যখন মানুষের মাঝে হত্যা ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে তখন লোকজন বলবে এ যুদ্ধ মূলতঃ কুরাইশদের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং কুরাইশদেরকে হত্যা করলে তোমরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এ কথা শুনার পর সকলে মিলে কুরাইশদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, তাদের একজনও বাকি থাকবে না। কিন্তু এরপর মানুষ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত

হবে, যেমন জাহেলী যুগে লিপ্ত ছিল এবং গোলামদের (ক্রীতদাস থেকে) একজন মানুষের শাসন ক্ষমতা (খিলাফত) গ্রহণ করবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৫২)**

(৯) (নাজ্জাশীর ভাতিজা) হযরত যু-মিখবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, "অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রোমানদের (খ্রিস্টানদের) সাথে শান্তি চুক্তি করবে। পরে তোমরা ও তারা (খ্রিস্টানরা) মিলে তোমাদের পিছন দিককার (রাশিয়া) সাথে যুদ্ধ করবে। সেই যুদ্ধে তোমরা জয়ী হবে, গনিমত অর্জন করবে এবং নিরাপত্তা লাভ করবে। তখন এক খৃষ্টান ব্যক্তি ক্রুশ উঁচিয়ে ধরে বলবে, ক্রুশের জয়ী হয়ে গেছে। ফলে মুসলমানদের এক ব্যক্তি তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে ক্রুশটিকে ভেঙ্গে ফেলবে। এই ঘটনার সুত্র ধরে রোমানরা (খ্রিস্টানরা) বিশ্বাসঘাতকতা (সন্ধি চুক্তি ভঙ্গ) করবে।" **(মিশকাত শরীফ, মহাযুদ্ধ অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)**

এই শান্তি চুক্তিটি হবে ১০ বছর বা, ৭ বছরের জন্য। ঐ সময়ে মুসলিম ও খ্রিস্টানরা মিলে তখনকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, ইরানের কারমান প্রদেশ আক্রমণ করবে এবং কুফা নগরীকে ধ্বংস করবে। যদি ইমাম মাহদীর আমলেই সবকিছু হয়, তাহলে এটি কিভাবে হবে? উল্লেখ্য এই যুদ্ধ বিরতি শান্তি চুক্তিটি কোন শাসকের সময় সম্পাদনা করা হবে তা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

(১০) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুছর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ ও কনিষ্ট্যান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের মধ্যে ব্যবধান হল ৬ বছর। আর সপ্তম বছরে দাজ্জাল আত্নপ্রকাশ করবে।" **(ইবনে মাজাহ, হাদিসটি সহিহ)**

হযরত হিশাম ইবনে আব্দুর রহমান হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমার নিকট ঐ ব্যক্তি বর্ণনা করেছে, তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, আর মাহদী সফর করবে এমনকি সে বাইতুল মুকাদ্দাসে (জেরুজালেম) অবতরণ করবে। তখন গুপ্ত সম্পদগুলো (তাবূত আস সাকীনা) তার দিকে চলে আসবে। আর আরবী, (আরবগণ) আজমী (অনারবী) যুদ্ধে লিপ্ত মানুষ, রোম (ইউরোপের

দেশসমূহ) এবং অন্যান্যরা কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই তার আনুগত্যে প্রবেশ করবে। এমনকি কুসতুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) ছাড়াও অন্যান্য জায়াগায় মসজিদ স্থাপিত হবে। তবে তার আবির্ভাবের পূর্বে তার পরিবারের এক ব্যক্তি (হারস হাররাস) পূর্বাঞ্চল থেকে বের হবে। সে তার কাঁধে আট মাস তরবারী বহন করবে। সে যুদ্ধ করবে, অঙ্গ বিকৃতি করবে, এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হবে কিন্তু সেখানে পৌছানোর পূর্বেই মারা যাবে। (হাদীসের শেষ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে) (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১০০৯)

এই দুটি সম্পূর্ণ দুই রকম কথা বলা হয়েছে, কারণ দুটি হাদীস আলাদা দুটি যুগের জন্য প্রযোজ্য। যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্মপ্রকাশ হয়ে থাকে তাহলে এই দুটি হাদীসের ব্যাখ্যা কি হবে?

(১১) হযরত আবু বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তিনটি বছর অনেক কষ্টকর হবে। এ সময় লোকজন দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। আল্লাহতা'য়ালা প্রথম বছর আকাশকে নির্দেশ দিবেন এক তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখার জন্য এবং জমিনকে নির্দেশ দিবেন এক তৃতীয়াংশ ফসল আটকে রাখার জন্য। দ্বিতীয় বছর আল্লাহতা'য়ালা আকাশকে নির্দেশ দিবেন দুই তৃতীয়াংশ বৃষ্টি আটকে রাখার জন্য এবং জমিনকে নির্দেশ দিবেন দুই তৃতীয়াংশ ফসল আটকে রাখার জন্য। তারপর তৃতীয় বছর আল্লাহতা'য়ালা আকাশকে নির্দেশ দিবেন সম্পূর্ণ বৃষ্টিপাত আটকে রাখার জন্য এবং জমিনকে নির্দেশ দিবেন সম্পূর্ণ ফসল আটকে রাখার জন্য। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তাহলে তখন মানুষ কিভাবে বেঁচে থাকবে? তিনি বললেন, তাহলিল (আল্লাহর একত্ববাদ ঘোষণা), তাকবির (আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা), তাহমিদের (আল্লাহর প্রশংসার) মাধ্যমে। এগুলোই মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ করবে।" (সুনানে আহমদ)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আখেরি জমানায় আমার উম্মতের মাঝে মাহদীর আবির্ভাব হবে। আল্লাহতা'য়ালা তার উপর কল্যাণের বারিধারা বর্ষণ করবেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সকল

গচ্ছিত সম্পদ উত্তোলন করা হবে। তিনি ধন সম্পদের সুসম বন্টন নিশ্চিত করবেন। গবাদি পশু বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলিমরা তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে।” **(মুস্তাদরাকে হাকেম, সনদ সহিহ)**

এখানেও দুটি হাদীসে দুই রকম কথা বলা হয়েছে, কারণ দুটি হাদীস আলাদা দুটি যুগের জন্য প্রযোজ্য। যদি ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্মপ্রকাশ হয়, তাহলে এই দুটি হাদীস কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? এই দুটি হাদীস থেকেও বুঝা যায়, ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) একই সময়ে আত্মপ্রকাশ হবে না।

ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কারা খলিফা হবেন?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “মাহদীর মৃত্যুর পর (মুজার বংশের) এমন একজন শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবেন, যিনি ইয়েমেনবাসীদেরকে তাদের এলাকা থেকে বিতাড়িত করে দিবেন। অতঃপর (ইয়েমেনী) খলিফা মনসুর ক্ষমতার মালিক হবেন। এরপর মাহদী (আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ) নামে আরেকজন শাসনভার গ্রহণ করবেন, যার হাতে রোমানদের শহর বিজয় হবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৮৬)

হযরত ওয়ালিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “আখেরী জমানায় মাহদী পৃথিবীর শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করবে, তার যুগে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হবে। অতপর তার মৃত্যুর পর আহলে বাইতের আরেকজন ইনসাফগার লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। তার মৃত্যুর পর এমন (মুজার বংশের) একজনের হাতে ক্ষমতা যাবে, সে সবসময় মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করতে থাকবে। একপর্যায়ে তাদের বংশের একজন ক্ষমতাসীন হবে এবং ইয়েমেন দখল করবে। এরপর পরই তার উপর আক্রমণ করে তাকে হত্যা করা হবে এবং মুহাম্মদ নামের একজনকে শাসক নিযুক্ত করা হবে। কতক ওলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি ইয়েমেনের বাসিন্দা হবেন এবং তার মাধ্যমেই ভয়ংকর যুদ্ধ (আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ) সংঘটিত হবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৮৫)

হযরত কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “মাহদীর মৃত্যু হলে আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশের) জনৈক লোক মানুষের যিম্মাদারী (খিলাফত) গ্রহণ করবে। তার মাঝে ভালো-খারাপ সবকিছু থাকলেও তার ভালো কাজ থেকে খারাপ কাজ অনেক বেশি হবে। তিনি মানুষের উপর খুবই রাগান্বিত হবে এবং মানুষের ঐকতাবদ্ধতার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করতে থাকবে। তবে তার হুকুমতের স্থায়িত্ব থাকবে খুবই কম সময়ের জন্য। তার অবস্থা দেখে আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশের) অন্য আরেকজন লোক তার উপর হামলা করার মাধ্যমে তাকে হত্যা করবে। এরপর লোকজনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হবে। এভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলার পর খুবই কম সংখ্যক মানুষ জীবিত থাকবে। এরপর আরো অনেক লোক মারা যাবে। অতঃপর পশ্চিমাদের মুজার গোত্রের আরেকজন লোক ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে মানুষকে কুফরীর প্রতি দাওয়াত দিবে এবং তাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে আসবে। দুই নাহরের (নদীর) মাঝামাঝি যায়গায় তার সাথে ইয়ামানবাসিদের যুদ্ধ সংগঠিত হবে এবং আল্লাহতা’আলা ঐ লোক এবং তার সাথে থাকা সবাইকে পরাজিত করবেন।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৩৫)**

হাদিসগুলো থেকে বুঝা যায়, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর আহলে বাইতের দুজন লোক খলিফা হবেন। তার পর মুজার বংশের লোকজন খলিফা হবেন। তারপর ইয়েমেনের লোকজন খলিফা হবেন।

হযরত আবু উমাইয়া আযিমারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “তোমাকে খুবই চিন্তিত মনে হচ্ছে, কারণ কি? জবাবে তিনি বলেন, জিফারের কবরে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে লেখা রয়েছে যে, তোমাদেরকে ক্ষমতা গ্রহণের এখতিয়ার দেয়া হলো, এরপর ক্ষমতা খুব ভালোভাবে পরিচালনা কর। তবে একদিন সেটা দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। যদি ভালো হয় তাহলে প্রশংসিত হবে এবং অনেক মর্যাদাবান হতে পারবে। এক সময় (ক্রীতদাস থেকে) আযাদ হওয়া (মুজার বংশের) লোকজন ক্ষমতা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠবে, কিন্তু ক্ষমতার মালিক হবে হিমইয়ার (ইয়েমেন) এলাকার সম্মানিত লোকজন, এরপর সমাজের নিকৃষ্টত লোকজন ক্ষমতা হাতে নিবে, অতঃপর পারস্যবাসিরা (ইরানের লোকজন), অতঃপর কুরাইশ বংশের লোকজন, এরপর (আমাক প্রান্তের) তীব্র

যুদ্ধ সংগঠিত হবে। প্রত্যেকবার প্রায় অর্ধেক অর্ধেক লোকজন মারা যাবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৫৫)

এই হাদিসটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সিরিয়াল সহকারে বলা হয়েছে, ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কারা খলিফা হবেন

দুজন আহলে বাইতের খলিফার মৃত্যুর পর আফ্রিকা অঞ্চলের মুজার গোত্রের লোকজন বা, ক্রীতদাস থেকে মুক্ত হওয়া লোকজন খলিফা হবেন। তারপর কয়েকজন (১৫ জন) ইয়েমেনী খলিফা হবেন। তারপর নিকৃষ্ট লোকজন বা, মাখজুমী খলিফা মানুষ থেকে একজন খলিফা হবেন। তারপর ইরানের লোকজন খলিফা হবেন। তারপর পুনরায় কুরাইশ বংশের লোকজন খলিফা হবেন। আর ঐ সময়েই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ হবে, কনিষ্টেন্টিনেপোল বিজয় হবে এবং সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের দখলে আসবে। তারপর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং ঐ সময়েই আসমান থেকে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন।

নাজার বা মুজার বংশের খলিফা বা মাখজুমী বংশের খলিফা

আফ্রিকার মুজার বংশের কয়েক জন খলিফা হবেন। ঐ সময় ক্রীতদাস থেকে একজন খলিফা হবেন (সহিহ মুসলিম ৭২০১)। তারা দীর্ঘদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের নেতৃত্ব দিবে। ঐ সময় একজন বাদশাহর মেয়ে উলঙ্গ প্রায় পোষাক পরবে, যার কারণে লজ্জাস্থানের পশম দেখা যাবে, তারপর মসজিদের চারপাশে ঘুরবে। কেউ বিরোধিতা করলে তাকে হত্যা করা হবে। তাদের সময়ে মানুষকে সরাসরি কুফুরির দিকে আহবান করা হবে। (আল ফিতান, ১২১৮) । তখন লাখাম, জুদাম, এলাকা থেকে ইয়েমেনী বাসিন্দাদেরকে বের করে দেওয়া হবে। এবং প্রসিদ্ধ দুই নহরের (নদীর) মধ্যকার যুদ্ধ সংঘটিত হবে। একপর্যায়ে তাদেরকে হত্যা করা হবে। সম্ভবত এই বংশের খলিফা হবেন ৩ জন বা, তার বেশি।

হযরত আব্দুর রহমান কাসেম (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “তোমাদের এই মসজিদের (আল আকসা মসজিদের) আশেপাশে এমন একজন নারীকে ঘুরানো হবে, যার কাপড়ের ভিতর দিয়ে লজ্জাস্থানের পশম দেখা যাবে। ঐ সময় এ সমন্ধে

কেউ যদি বলে, আল্লাহর কসম! এটা ইসলাম সমর্থন করে না। তখন তাকে মারা যাওয়া পর্যন্ত মাটিতে পাড়ানো হবে। হায়! আমি যদি সেই লোক হতাম, তাহলে কতইনা ভালো হতো।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৬৫)

মুত্তালিব ইবনে হানতাব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাঃ) প্রায় সময় বলতেন, “যারা মাখযুমীর খেলাফতের যুগপ্রাপ্ত হবে, যেন তাদের ধ্বংস হয়।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৪১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “হে ইয়েমেনবাসী, যখন মুজার গোত্র তোমাদেরকে (লাখাম, জুদাম অর্থাৎ ইরাকের আনবার প্রদেশ ও সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চল থেকে) বের করে দিবে, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? জবাবে তারা বলল, হে আবু মুহাম্মদ! সেটাও কি সম্ভব? উত্তরে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, কসম সেই সত্তার (আল্লাহর) যার হাতে আমার প্রাণ! হ্যাঁ এমনটাই হবে, তারা তোমাদের উপর জুলুম করবে। একথা শুনে জৈনিক ইয়েমেনী বলে উঠল, জালেম ও অত্যাচারীগণ খুব শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের জন্য কি পরিণতি অপেক্ষা করছে? জবাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি যদি জানতাম, তাহলে তোমাদের সাথেই অবস্থান করতাম।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৯৫)

হযরত সুলাইমান ইবনে ঈসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত, “আমার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, মাহদী দীর্ঘ ১৪ বছর যাবত বাইতুল মোকাদ্দাসের নেতৃত্ব দিয়ে মৃত্যুবরণ করবেন। তার মৃত্যুর পর মানযুর (সম্ভবত মুজারী বংশের খলিফা) নামে আরেক সম্মানিত লোক আমীরের দায়িত্ব পালন করবে, এবং তিনি হবেন তুব্বা বাদশাহর বংশধরদের একজন। তিনি দীর্ঘ ২১ বছর যাবত বাইতুল মোকাদ্দাসের নেতৃত্ব দিলেও ১৫ বছর খুব ভালো ভাবে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিন বছর মানুষের উপর জুলুম নির্যাতন করতে থাকবে এবং তার পরবর্তী তিন বছর দুর্নীতি করতে থাকবে এবং কাউকে এক দিরহামও দিবে না, জিম্মিদেরকে তার সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে দিবেন। তিনি আমাক (সিরিয়ার উত্তর আলেপ্পো) এলাকায় মাওয়ালীদেরকে (নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিম) বাকী রাখবেন। তিনি বনু ইসমাইলকে (আরবদের) গরু মাড়ানোর মত মাড়াতে

থাকবে। তার বিরুদ্ধে মাওয়ালীদেরকে (নতুন ধর্মান্তরিত মুসলিম) অবস্থান নিতে যিনি উৎসাহিত করবেন, তার নাম কোন একজন নবীর নামের অনুরূপ হবে। তার উপনামও হবে নবীর উপনামের অনুরূপ হবে। আমাক (সিরিয়ার উত্তর আলেপ্পো) থেকে কিছু লোক তার কাছে যাওয়ার পথে মানসুরের সাথে সাক্ষাৎ হলে উভয় পক্ষ তীব্র যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং একপর্যায়ে তাকে (যিনি মানযুরের বিরুদ্ধে মাওয়ালীদের উদ্বুদ্ধ করবেন) হত্যা করা হবে। অতঃপর সে (মানযুর) মাওয়ালীদের (নতুন ধর্মান্তরীত মুসলিম) মালিক হয়ে যাবে এবং বনু ফাতহান ও বনু ঈসমাইলকে (আরবদের) দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিবে। তারা (বনু ফাতহান ও বনু ঈসমাইল) অবশ্যই আরবদের দুই বড় শহরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করবে। সেই দুটি বড় শহর নাম হচ্ছে মদিনা ও সানা (ইয়েমেনের রাজধানী)। যার হাতে তুর্কি ও রোমানরা বিতাড়িত হতে বাধ্য হবে। একপর্যায়ে তারা (তুর্কি ও রোমানরা) উভয়দল এন্তাকিয়া (সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের একট শহর) নগরীর আমাক (উত্তর আলেপ্পো) থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনের আকা পর্যন্ত (তুরস্ক, সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিন) বিশাল ভূখণ্ডের মালিক হয়ে যাবে। তিন বছর পর্যন্ত মাওয়ালীদেরকে রাজত্ব করার পর একপর্যায়ে তাকে (মানযুরকে) হত্যা করা হবে। এরপর দ্বিতীয় মাহদী (আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ) খিলাফতের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করবে। তিনি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতঃ জয়লাভ করবেন এবং ইস্তাম্বুল শহরও জয় করে নিবেন এবং সেখানে তিনি ৩ বছর ৪ মাস ১০ দিন অবস্থান করবে। এরপর আকাশ ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং উক্ত বাদশাহ ঈসা (আঃ) এর নিকট রাজত্ব হস্তান্তর করবেন।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৮১)

এরপর আসবে ইয়েমেনী খিলাফত বা, হিমইয়ারী

এরপর আসবে ইয়েমেনী খিলাফত। এসব ইয়েমেনী খলিফাদের পিতা হবেন কুরাইশ বংশের আর মাতা হবেন ইয়েমেনী। এসকল খলিফাগণ হবেন নেককার ও চরিত্রবান। তাদের খিলাফত শুরু হবে ‘মনসুর’ নামক একজন গোত্র নেতার মাধ্যমে। সম্ভবত হিমইয়ার খিলাফতের খলিফা হবেন ১৫ জন। এই খিলাফত হবে মুসলমানদের জন্য গৌরব ও সম্মানের।

হযরত যু-মিখবার (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বটি মূলতঃ হিমইয়ার (ইয়েমেনীদের) গোত্রের কাছে ছিল, পরবর্তীতে তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদের হাতে অর্পণ করা হয়। তবে কিছু দিনের মধ্যে সেটা আবার তাদের কাছে ফিরে যাবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৫৪)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "তিনজন আমির ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসবেন। তাদের হাতে অনেক এলাকা বিজয় হবে, উক্ত খলিফাদের প্রত্যেকজন হবেন খুবই সৎ। তাদের একজন হবেন আল জাবের, আরেকজন হবেন আল মুকরাহ তৃতীয়জন হবেন যুল আসাব। তিনজন মোট ৪০ বছর ক্ষমতায় থাকবে। এই তিনজনের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আর কোন কল্যাণ থাকবে না। সকল কল্যাণ যেন তাদের সাথেই দূর হয়ে যাবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১১৭৭)

বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "খিলাফতের দ্বায়িত্বে প্রথমে সিফাহ থাকবে, তারপর মনসুর, জাবের, মাহদী, আল আমিন, সীন সালাম। অতঃপর কা'ব ইবনে লুরাই বা, লুইয়াই এর বংশধর থেকে ৬ জন খলিফা হবেন। তার পর আসবেন কাহতান গোত্রের একজন লোক। এদের মত নেককার লোক সাধারণ দেখা যায় না।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২০৪, ১২০৫)

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "মানসুর হিমইয়ার ১৫ জন খলিফার মধ্য থেকে পঞ্চম খলিফা হবেন"। (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২১০)

উল্লেখ, হিমইয়ার খিলাফত বা, ইয়েমেনী খিলাফতের সময়ে কাহতানী বংশের একজন খলিফা হবেন (সহিহ বুখারী ৬৬৩২) যিনি সকল মুসলমানদের একত্রিত করবেন এবং রোমানদেরকে তাদের এলাকা থেকে বের করে দিবেন। তার হাতেই রোমানদের অনেক এলাকা বিজয় হবে এবং হিন্দুস্তান বা, বিজয় হবে। তাই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দেয়া উচিত।

হযরত কাইস আস সাদাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মাহদীর পরে জৈনিক কাহতানী লোক শাসক নিযুক্ত হবেন। কসম সেই সত্তার, যিনি আমাকে হক সহকারে প্রেরণ করেছেন। তার হাতেই বিজয় হবে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২২১)**

হযরত আরতাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “উক্ত ইয়ামানী খলীফার (একজনের) নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৮)**

সর্বশেষ আহলে বাইতের দুজন খলিফা হবেন

তবে এসব ইয়েমেনী খলিফাদের সর্বশেষ দুইজন খলিফা সরাসরি কুরাইশ বংশের বনু হাশেম গোত্রের হবেন। প্রথম খলিফা ৪০ বছর শাসন করবেন, তার সময় রোমানদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি হবে, পিছনের দিকের শত্রু (রাশিয়া অঞ্চলের) বাদশাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে, ইরানের কারমান প্রদেশ আক্রমণ করা হবে, কুফা নগরী ধ্বংস করা হবে। এবং শেষ খলিফার নাম হবে আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ। তার সময়েই আমাক প্রান্তের মালহামা বা, মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। কনিষ্টেন্টিনোপল বা ইস্তাম্বুল শহর বিজয় হবে এবং সমগ্র ইউরোপ বিজয় হবে। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং আকাশ থেকে হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। এই আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদের পিছনেই তিনি নামাজ পড়বেন।

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “বনু হাশেমের একজন লোক বায়তুল মোকাদ্দাসের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর গোটা পৃথিবীতে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে নতুনরুপে সংস্কার করবে। যা ইতিপূর্বে কেউ এরূপ সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি। তিনি দীর্ঘ ৪০ বছর শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খিলাফতের ৭ বছর বাকী থাকতে রোমানদের সাথে একটি শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন হবে। কিছুদিন পরেই সেই চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং তার বিরুদ্ধে আমাক প্রান্তে বিশাল সৈন্যবাহিনী জমা

করবে। এ শোকে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। এরপর বনু হাশেমের জনৈক লোক (আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ) তার স্থলাভিষিক্ত হবে, যার হাতে রোমানরা পরাজিত হবে এবং ইস্তাম্বুল নগরী বিজয় হবে। অতঃপর সে রোমিয়া (ইউরোপ) নগরীর দিকে অগ্রসর হতে থাকবে এবং সেটা জয় করার পর সেখানের গচ্ছিত রাখা সম্পদগুলো বের করে আনবে এবং সেখানে থাকা সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ) এর দস্তরখানাও থাকবে। তারপর বায়তুল মোকাদ্দাসে গিয়ে অবস্থান করবে। তার যুগেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। ঐ শাসকের পিছনেই হযরত ঈসা (আঃ) নামাজ আদায় করবেন।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২০০)**

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলতে শুনেছি, "আমাদের বংশের (বনু হাশেম গোত্রের) জনৈক লোক ৪০ বছর পর্যন্ত শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। তার খিলাফতের ৭ বছর বাকী থাকতে বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হবে। অতপর আমাক (সিরিয়ার উত্তর আলেপ্পো) নামক স্থানে তার মৃত্যু হলে তার বংশের (বনু হাশেম গোত্রের) আরেকজন লোক খলিফা হবেন। তার হাতেই রোমানদের বিরুদ্ধে বিজয় হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২১৯)**

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বনু হাশেমের জনৈক লোক যার নাম আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ। তার হাতেই রোমানদের এলাকা বিজয় হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২২০)**

তবে কিতাবুল ফিতানের ১১৮৫ নং হাদীসে ও ১৩৪৭ নং হাদীসে এই উম্মতের শেষ খলিফার নাম বলা হয়েছে, মুহাম্মদ ও সালেহ।

এই আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ বা মুহাম্মাদ বা সালেহ এর সময়েই আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ বা মালহামা সংগঠিত হবে। রোমানদের ৮০টি পতাকাবাহী দল ৯,৬০,০০০ সৈন্য নিয়ে মুসলমানদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে আসবে এবং রোমানদেরকে সাহায্য করতে কনিষ্টেন্টিনপোলের রাজা আরো ৬,০০,০০০ সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসবে। প্রায় ১৬ লক্ষ বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে

মুসলমানদের সৈন্য থাকবে (ইয়েমেন অঞ্চল থেকে ৭০,০০০+৮০,০০০) এবং হিমইয়ার অথবা, পারস্য অঞ্চল থেকে ৪০,০০০ সৈন্য। মোট প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য বাহিনী। কিন্তু মুসলিম এক তৃতীয়াংশ (৭০,০০০) যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ (প্রায় ৬০,০০০) শহীদ হয়ে যাবে। বাকী এক তৃতীয়াংশকে আল্লাহতা'য়ালা বিশাল ১৬ লক্ষ রোমানদের বাহিনীর উপর বিজয়ী করবেন। এবং এই যুদ্ধে রোমানদের সকল সৈন্যবাহিনীকে হত্যা করা হবে। (আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মুসলিম শরীফের ৭১৭৩ নং হাদীসটি এবং কিতাবুল ফিতানের ১২৫২ ও ১২৫৪ নং হাদীসটি দেখুন)

এই যুদ্ধের পরেই কনিষ্টেন্টিনেপোল বিজয় হবে এবং সমগ্র ইউরোপ মুসলমানদের দখলে আসবে। তারপরই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।

(১৬) ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে ২০২৮ সালে (ইনশাল্লাহ)

ইমাম মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ কবে হবে? এই বিষয়টি নিয়ে প্রত্যেকটি যুগেই চলছে ভবিষ্যৎবাণী। যদিও নির্দিষ্ট সময় আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। তারপরও কেবলমাত্র সতর্কতার জন্য ইমাম মাহদীর আগমনের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট সময় নিয়ে একটু লিখতে চাই। কারণ অনেকে হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্তমান পৃথিবীর সত্য সংবাদগুলো না থাকার কারণে মনে করছেন ইমাম মাহদীর আগমন আরো শতশত বছর পরে হবে। অপরদিকে কিছু ভাই মনে করছেন ২০২৩ সালের মধ্যেই ইমাম মাহদীর আগমন হবে। যদিও এর কোনটাই সঠিক নয়। বরং বর্তমানে ইমাম মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশের অধিকাংশ আলামত এই সময়টির সাথে মিলে যাচ্ছে। তবে এখনও কিছু আলামত বাস্তবায়ন বাকী রয়েছে। তবে কেউ আমার এই লেখাটিকে একমাত্র দলিল হিসেবে নির্ভরশীল হবেন না।

তুর্কি খিলাফত ধ্বংস

হযরত আবু কুবাইল (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "১০৪ বছর পর মাহদী (আঃ) উপর মানুষ ভিড় করবে। ইবনে লাহইয়া বলেন, উক্ত হিসাবটা আজমী তথা অনারবী হিসাব মতে। আরবী হিসাব মতে নয়।" **(আল ফিতান নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৬২; আস সুনানু কিতাবুল ফিরদাউস, ৮১১)**

- আমরা সবাই জানি যে, তুর্কি খিলাফত আনুষ্ঠানিকভাবে **১৯২৪** সালে বিলুপ্ত করা হয়েছিল। সুতরাং, **১৯২৪+১০৪ = ২০২৮** সাল।

বি.দ্র. একমাত্র তুর্কি খিলাফত আজমী, অর্থাৎ অনরবী। এছাড়া চার খলিফা, উমাইয়া খিলাফত, আব্বাসীয় খিলাফত, ফাতেমীয় খিলাফত সবগুলোই আরবদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।

১৫ই রমজান শুক্রবার রাতে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে

ফিরোজ দায়লামি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাঃ) বলেছেন, "কোন এক রমজানে আওয়াজ আসবে।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! রমজানের শুরুতে? নাকি মাঝামাঝি সময়ে? নাকি শেষ দিকে?' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "না, বরং রমজানের মাঝামাঝি সময়ে। ঠিক মধ্য রমজানের রাতে। শুক্রবার রাতে আকাশ থেকে একটি শব্দ আসবে। সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় সত্তর হাজার মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে আর সত্তর হাজার বধির হয়ে যাবে।" **(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১০)**

- সৌদিআরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী **১৫ই** রমজান শুক্রবার হয়, **১৪৪৯** হিজরী বা, **১১** ফেব্রুয়ারি **২০২৮** সাল।

রমজান মাস শুরু হবে শুক্রবার

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, "কোন এক রমজানে অনেক ভূমিকম্প হবে। যে বছর শুক্রবার রাতে রমজান মাস শুরু হয়। তারপর মধ্য রমজানে ফজরের নামাজের পর আকাশ থেকে বিকট শব্দে আওয়াজ আসবে।

তখন তোমরা সবাই ঘরের দরজা, জানালা সব বন্ধ করে রাখবে। আর সবাই সোবহানাল কুদ্দুস, সোবহানাল কুদ্দুস, রাব্বুনাল কুদ্দুস তেলাওয়াত করবে।” **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ)**

- সৌদিআরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী, ১ রমজান শুক্রবার ১৪৪৯ হিজরী বা, ২৮ জানুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

(**বি.দ্র.** হাদিস বড় হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি এবং কিতাবুল ফিতানের অনুবাদে শুক্রবারে রমজান মাস শুরু হবে এ রকম বলা হয়নি)

আশুরা বা ১০ মুহাররম শনিবার হবে

ইমাম বাকির (রহঃ) বলেন, ‘যদি দেখ আশুরার দিন বা, ১০ মুহাররম শনিবার ইমাম কায়িম (মাহদী) (আঃ) মাকামে ইব্রাহিম ও কাবার এর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার পাশেই দাড়িয়ে থাকবেন এবং মানুষকে ডাকবেন তাকে বাইয়াত দেয়ার জন্য।’ **(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ২৭০; গাইবাত, শাইখ আত তুসী, পৃষ্ঠা ২৭৪; কাশফ উল গাম্মাহ, খন্ড ৩,পৃষ্ঠা ২৫২)**

- সৌদিআরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ১০ মুহাররম শনিবার ১৪৫০ হিজরী বা ৩ জুন ২০২৮ সাল হয়।

ইমাম মাহদীর নাম ধরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর আহ্বান

হযরত আবু বাছির (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ আস সাদিক (হযরত জাফর সাদিক রহঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম? কখন আল কায়েম (ইমাম মাহদী) আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, আহলে বাইতের (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর) জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় (উল্লেখ) নেই। তবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে ৫টি বিষয় ঘটবে। যেমনঃ

১) আকাশ থেকে আহ্বান।
২) সুফিয়ানীর উত্থান।
৩) খোরাসানের বাহিনীর আত্মপ্রকাশ।

৪) নিরপরাধ মানুষকে ব্যাপকহারে হত্যা করা।
৫) মরুভূমিতে (বাইদার প্রান্তে) একটি বিশাল বাহিনী ধ্বসে যাবে।

ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে দুই ধরনের মৃত্যু দেখা যাবে।

১. শ্বেত মৃত্যু।
২. লাল মৃত্যু।

শ্বেতমৃত্যু (দুর্ভিক্ষের কারণে মৃত্যু) হল, মহান মৃত্যু। আর লাল মৃত্যু হল, তরবারি (যুদ্ধের) কারণে মৃত্যু। আর আকাশ থেকে তিনি (হযরত জিব্রাইল (আঃ) তার (ইমাম মাহদীর) নাম ধরে আহ্বান করবে ২৩ই রমজান শুক্রবার রাতে। (হাদিস বড় হওয়ায় সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা হয়নি) **(বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২; পৃষ্ঠা ১১৯, বিশারাতুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৫০; মুন্তাখাবুল আসার, পৃষ্ঠা ৪২৫; মুজ'আম আল হাদিস আল ইমাম আল মাহদী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৭২)**

- সৌদি আরবের কেলেন্ডার অনুযায়ী ২২ রমজান শুক্রবার (যেহেতু আরবী মাস সন্ধ্যা থেকে হিসাব করতে হয়, তাই শুক্রবার রাত ২৩ই রমজান হবে রাত) ১৪৪৯ হিজরী বা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৮ সাল হয়।

রমজান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে

মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী থেকে দুটি বিষয় না ঘটবে, ততদিন পর্যন্ত মাহদী আগমন হবে না। প্রথমটি হল, রমজানের প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ ও মধ্য রমজানে সূর্যগ্রহণ না ঘটে।" **(ইমাম আল আলী বিন উমর আল দারাকতুনী; আল কাউলুল মুখতাসার ফি আলামাতিল মাহদী আল মুন্তাজার, ইবনে হাজার আল হাইতামী, পৃষ্ঠা ৪৭)**

- ১ রমজান রবিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ সালে সূর্যগ্রহণ ঘটবে এবং ১৪ রমজান শনিবার ১৪৪৮ হিজরী বা, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ চন্দ্রগ্রহণ ঘটবে। (সূত্রঃ Wikipedia & NASA website)

বি.দ্র. ২০২৬ সালেও রমজান মাসে দুই বার চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হবে।

বিখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) এর উক্তি

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "১৪০০ হিজরীর পর ২ দশক বা, ৩ দশক পর ইমাম মাহদীর আগমন হবে।" (আসমাউল মাসালিক লিইয়াম মাহদিয়্যাহ মাসালিক লি কুল্লিদ দুনিইয়া বি আমরিল্লাহীল মালিক, কালদা বিন জায়েদ, পৃষ্ঠা ২১৬)

সুতরাং ১৪০০+২০+৩০ = ১৪৫০ হিজরী বা, ২০২৮ সাল।

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ

শাহ নিয়ামত উল্লাহ (রহঃ) এর কাসিদাহ মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভবিষ্যৎবাণী করা একটি কবিতা। কাসিদাহ লেখা হয়েছে ১১৫৮ সালে। কাসিদাহ এর (প্যারা-৫৭) বলা হয়েছে, 'কানা জাহুকার প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত (ইমাম মাহাদি) দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।'

উল্লেখ যে, 'কানা জাহুকা' শব্দটি পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা বানি ঈসরাইলের ৮১ নং আয়াতে রয়েছে এবং আমরা জানি যে, উপমহাদেশ ভারত ও পাকিস্তান নামে ভাগ হয়েছিল, ১৯৪৭ সালে।

সুতরাং ১৯৪৭+৮১ = ২০২৮ সাল।

সুফিয়ানীর জন্ম ও উত্থান

হযরত যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানীর জন্মের সময় আকাশে আলামত বা নিদর্শন দেখা যাবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৯৫৪)

১৯৮৬ সালের ৮ মার্চ আকাশে হেলির ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। সাধারণত প্রতি ৭৪ থেকে ৭৯ বছর পর পর হেলির ধূমকেতু পৃথিবীতে দৃশ্যমান হয়। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, যে বছর হেলির ধূমকেতু দৃশ্যমান হয়, সে বছর একটা বিখ্যাত ঘটনা ঘটে।

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন খুযায়ী (রাঃ) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এই সুফিয়ানিকে কিভাবে চিনব?' উত্তরে রাসুল (সাঃ) বললেন, "তার গাঁয়ে দুটি কাতওয়ানির চাদর থাকবে (দুটি শক্তিশালী দল)। তার চেহারার রং ঝলমলে তারকার মতো হবে। ডান গালে তিলক থাকবে। আর বয়স চল্লিশের কম হবে।" (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১১০)

- সুতরাং ১৯৮৬+৪০ = ২০২৬ সাল অর্থাৎ ২০২৬ সালের পূর্বেই সুফিয়ানীর উত্থান হবে।

আমরা সবাই জানি, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে সিরিয়াতে সুফিয়ানীর উত্থান হবে।

ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠা ও ইমাম মাহদীর খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর

সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "চতুর্থ ফিৎনা হচ্ছে, অন্ধত্বপূর্ণ ফিৎনা। যা সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় উত্তাল হয়ে আসবে, আরব অনারবের কোনো ঘর বাকি থাকবে না, প্রত্যেক ঘরেই উক্ত ফিৎনা প্রবেশ করবে। যা দ্বারা তারা লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়ে যাবে। যে ফিৎনাটি শাম (সিরিয়া) দেশে চক্কর দিতে থাকলেও রাত্রিযাপন করবে ইরাকে। তার হাত পা দ্বারা আরব ভূখন্ডের ভিতরে বিচরণ করতে থাকবে। উক্ত ফিৎনা এ উম্মতের সাথে চামড়ার সাথে চামড়া মিশ্রিত হওয়ার ন্যায় মিশ্রিত হয়ে যাবে। তখন বালা মুসিবত এত ব্যাপক ও মারাত্মক আকার ধারণ করবে যা দ্বারা মানুষ ভালো খারাপ কিছুই নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। ঐ মুহুর্তে কেউ উক্ত ফিৎনা থামানোর সাহসও রাখবে না। একদিকে একটু শান্তির সুবাতাস বইলেও অন্যদিকে তীব্র আকার ধারণ করবে। মানুষ সকাল বেলা মুসলমান থাকলেও সন্ধা হতে হতে সে কাফের হয়ে যাবে। উক্ত ফিৎনা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না, কিন্তু শুধু ঐ লোক বাঁচতে পারে, যে সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় করুন সুরে আকুতি জানাতে থাকে। সেটা প্রায় ১২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। এক পর্যায়ে সকলের কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতোমধ্যে ফোরাত নদীতে

স্বর্ণের একটি পাহাড় প্রকাশ পাবে। যা দখল করার জন্য সকলে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে এবং প্রতি নয় জনের সাতজন মারা পড়বে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৬)

- আমরা সবাই জানি যে, চতুর্থ ফিতনা বা, সিরিয়ার যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০১১ সালে। সেটা ১২ বছর স্থায়ী থাকবে, তারপর ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় ভেসে উঠবে। সুতরাং ২০১১+১২ = ২০২৩ সাল। (আল্লাহু আকবর)

উল্লেখ, ফোরাত নদীর তীরে সোনার পাহাড় দখলকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের পরপরই ইরাকের কুফা (মসূল) নগরীতে কালো পতাকাবাহী দলের উপর গণহত্যা সংগঠিত হবে। তারপরই খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনীর আত্মপ্রকাশ হবে।

হযরত ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খোরাসান থেকে কালো ঝান্ডাবাহী দল এবং শুয়াইব ইবনে সালেহ ও মাহদী (আঃ) এর আত্মপ্রকাশ আর মাহদী (আঃ) এর হাতে ক্ষমতা আসা বাহাত্তর মাসের (৬ বছর) মধ্যেই সংঘটিত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮০৪)

- সুতরাং, ইমাম মাহদীর হাতে খিলাফতের ক্ষমতা যাবে ২০২৩+৬ = ২০২৯ সাল। অর্থাৎ ২০২৯ সালের পূর্বেই মাহদীর হাতে রাজত্ব যাবে।

পবিত্র কাবা শরীফে হত্যাকাণ্ড

১৪০০ হিজরীতে ইমাম মাহদীকে কেন্দ্র করে লোকজন জড়ো হবে। (রিসালাত আল খুরুজ আল মাহদী, পৃষ্ঠা ১০৮)

অর্থাৎ ১৪০০ হিজরী বা, ১৯৭৯ সাল।

১৯৭৯ সালে হজ্জের সময় জুহাইমান আল কুতাইবি নামে এক ব্যক্তি তার শ্যালককে ইমাম মাহদী হিসাবে পরিচিত করে পবিত্র কাবা শরীফ ১৫ দিন অবরুদ্ধ করে রাখে। তারপর পাকিস্তান ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে হত্যা করা হয়। (সূত্রঃ Wikipedia)

হযরত তাবে’ (রহঃ) হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, “আশ্রয়প্রার্থী অচিরেই মক্কার নিকট আশ্রয় চাইবে। কিন্তু তাকে হত্যা করে দেওয়া হবে। অতপর মানুষ তাদের যুগের কিছুকাল বসবাস করবে। অতপর আরেকজন আশ্রয় চাইবে। যদি তুমি তাকে পাও তাহলে তোমরা তাকে আক্রমণ করিও না। কেননা সে ধসনেওয়ালা সৈন্যদলের একজন সৈন্য। (অর্থাৎ যারাই তাকে আক্রমণ করতে যাবে, তারাই মাটির নিচে ধ্বংসে যাবে)।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ৯৩৫)

- এখানে যুগের কিছুকাল বলতে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ৩৩ থেকে ৪০ বছর বা, তার বেশি কিছু সময়। সুতরাং, ১৯৭৯+৪০ = ২০১৯+আরো কিছু সময়।

(১৭) খুব শীঘ্রই হারাস্তা নামক এলাকায় একটি বড় ধরনের ভূমিধ্বস ঘটবে

আল্লাহতা’য়ালা কত দ্রুত ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের আলামত বাস্তবায়ন করে দিচ্ছেন, তা কেবল আখিরুজ্জামান নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, তারাই কিছুটা বুঝতে পারছেন। একদিকে মুসলিম উম্মাহর উপর বৃষ্টির ন্যায় ফেতনা বর্ষিত হচ্ছে, অন্যদিকে মুসলিম উম্মাহর সুদিন খুব দ্রুতই ফিরে আসছে। বর্তমানে সিরিয়াতে রাশিয়ান বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা যেভাবে মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত, যার কারণে মুজাহিদিনরা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যাওয়া পথে। কিন্তু আল্লাহতা’য়ালা হারাস্তার ভূমিধ্বসের মাধ্যমে খুব শীঘ্রই সিরিয়ার অবস্থা পরিবর্তন করে দিবেন, যার কারণে রাশিয়ান বাহিনী ও সুফিয়ানী বাহিনী মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

“ততদিন পর্যন্ত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে না, যতদিন না দামেস্কের নিকটবর্তী হারাস্তা নামক ভূমিধ্বসের কারণে ধ্বংস না হয়।” (ফাওয়াহিদ আল ফিকহ্ আল মাহদী আল মুনতাজার, মারি বিন ইউসুফ কারামী হাম্বলী)

হারাস্তা নামক এলাকাটি কোথায়?

হারাস্তা (Harasta) শহরের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে যেমন, হারাস্তা, হিরিস্তা (Hirista), হারাস্তা আল বাসাল (Harasta Al Bassal)। এছাড়াও হাদিসের ভাষায় খুরাস্তা এবং আরম জনপদ, দামেস্কের বড় মসজিদের দেয়াল ধ্বসে পরবে বলা হয়েছে। হারাস্তা (Harasta) নামক শহরটি সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের নিকটবর্তী আল গৌতা শহরের একটি এলাকার নাম। এটি দামেস্কের নিকটবর্তী জোবার (Jobar) শহর ও দৌমা (Duma) শহরের মধ্যবর্তী ছোট শহরের নাম। হারাস্তা (Harasta) শহরটি মূলত দৌমা জেলা (Duma District) এর আওতাধীন একটি শহর। ২০০৭ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী হারাস্তা শহরের জনসংখ্যা ছিল ৩৪০০০ এর কিছু বেশি। এখানের তাপমাত্রা সাধারণত ২৪ ডিগ্রি থেকে ৩৭ ডিগ্রি থাকে।

হারাস্তার ভূমিধ্বস সম্পর্কে হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "কালো ঝান্ডাবাহী (Islamic state of Iraq and Syria-ISIS) লোকজনের মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে ইরম নামক এলাকায় একটি গ্রাম ধসে পড়বে, যে গ্রামকে মূলতঃ খোরাস্তা (হারাস্তা) বলা হয়। আর তখনই শাম (সিরিয়া) দেশে থেকে তিন প্রকার ঝান্ডার অধিকারী লোকজনের আগমন হবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৫৯৫)**

হযরত মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মাগরিব বাসিদের (Tuareg Militant) প্রাথমিক দল দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করবে। তারা সেখানে প্রবেশ করে মসজিদের সৌন্দর্য্য ও কারুকার্যগুলো দেখে আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে থাকবে। হঠাৎ করে ভূমিকম্প আরম্ভ হবে, যার ফলে দামেস্কের মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে গভীর গর্ত হয়ে যাবে এবং হারাস্তা নামক গ্রাম নিচের দিকে ধ্বসে পরবে। এহেন পরিস্থিতিতে সুফিয়ানী প্রকাশ পাবে এবং তাদের (Tuareg Militant) সাথে যুদ্ধ করবে আর তাদেরকে মিশরের দিকে ধাওয়া করবে। কিছুদিন পর আবারো সে আসবে এবং মাশরিক বাসিদের (Islamic state)

সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৭০)

হযরত তাবী (রহঃ) হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন তুমি হলুদ ঝান্ডাবাহী (Tuareg Militant) দলকে ইস্কান্দারিয়া (মিশরের আলেকজেন্দ্রীয়া) অবস্থান করতে দেখবে, অতঃপর তারা সুররাতাশ (তাদের একটি গ্রুপ) শামে (সিরিয়াতে) আসবে তখনই হারাস্তা নামক দামেস্কের একটি জনপদ ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৮১)

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "খারাস্তা (হারাস্তা) নামক কোনো এলাকা যখন ধসে যাবে এবং আব্বাছের দুইজন খলীফাকে উৎখাত করা হবে আর আব্বাসীয় বংশের লোকজনের মাঝে ব্যাপকভাবে মতানৈক্য দেখা দিবে। এক পর্যায়ে বারোটি বড় এবং বারোটি ছোট পতাকা উত্তোলন করা হবে তখন তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ফেৎনা জয়লাভ করতে থাকবে। ধীরে ধীরে রাজত্ত্ব তাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং শামের (সিরিয়া) বিরুদ্ধে বর্বর জাতির (Tuareg militant) আবির্ভাব ঘটবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬০৩)

সুবহানাল্লাহ, বর্তমান সিরিয়া ও ইরাকের বিপর্যয় সম্পর্কে কত সুন্দরভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবীরা আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। এই হাদিসে হলুদ পতাকাবাহী বর্বর আবকা জাতির (Tuareg Militant) আবির্ভাবের পূর্বে "১২টি বড় ও ১২টি ছোট পতাকা উত্তোলন করা হবে যার কারণে তাদের (মুজাহিদিনদের) রাজত্ব হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং ফিতনা জয় লাভ করবে।"

আপনি জানেন কি? ইরাকের মসূল শহর উদ্ধারের জন্য ইসলামিক স্টেট এর বিরুদ্ধে কতটি দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছে? উত্তর হলোঃ ১২টি।

হযরত ওয়ালিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রমযান মাসের কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা দামেস্কবাসীদের উপর এক ধরনের ভূমিকম্প হতে দেখলাম। যা দ্বারা ১৩৭ হিজরী সনের রমযান মাসে অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। তবে খুরাস্তা (হারাস্তা) নগরীতে যে ভূমিধসের কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে আমরা দেখিনি।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৩৯)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “একবার তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দ্রুত গতিতে চলছিলেন। যার ফলে বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করছিলেন, অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ‘ইরাম’ (হারাস্তা) জনপদ কোথায় অবস্থিত? আমি বললাম, ইরাম (হারাস্তা) হচ্ছে, (তারা যেখানে ছিলেন সেখান থেকে) মাগরিবের (পশ্চিম) দিকে ১২ মাইলের দুরত্বে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭২২)

হারাস্তা ভূমিধ্বসের পূর্বে কি কি ঘটবে?

“হারাস্তা ভূমিধ্বসের পূর্বে তুর্কি (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ও খাসাফ জাতি (রাশিয়া) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের প্রান্তে একত্রিত হবে” (কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং ৮৩৩)। এই ভবিষ্যৎবাণীটি ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত হচ্ছে।

আপনি জানেন কি? সিরিয়াতে আমেরিকা কতটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে? রাশিয়া কতটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে? তুরস্ক কতটি ঘাঁটি স্থাপন করেছে?

রাশিয়া দাবী করেছে, আমেরিকা সিরিয়াতে এখন পর্যন্ত ২০টি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে হাসাকা প্রদেশ, রাক্কা, তাবকা ড্যাম, আল তানাফ, দেইর আজ জুর ও মানবিজে তাদের এসব ঘাঁটিগুলো রয়েছে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও তুরস্কে একাধিক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে।

আর রাশিয়া এখন পর্যন্ত সিরিয়াতে ১৭টি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। যার মধ্যে লাটাকিয়া ও তারতাস প্রদেশে ২টি স্থায়ী বিমান ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়াও শুধু রাজধানী দামেস্ক ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৪টি ঘাঁটি রয়েছে।

তুরস্ক এখন পর্যন্ত সিরিয়াতে ১৬টি থেকে ২০টির মত সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। যার মধ্যে ইদলিব প্রদেশে ১২টি, এবং আল বাব শহর ও আফরিন শহর বাকী সামরিক ঘাঁটিগুলো রয়েছে। এছাড়াও খুব শীঘ্রই তুরস্ক কুর্দি বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবিজে অভিযান চালাবে বলে শুনা যাচ্ছে।

জাতিসংঘ ও ঈসরাইলের দাবী অনুযায়ী, সিরিয়াতে ইরানের ৮০ হাজার সৈন্য বাহিনী রয়েছে। ইরান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৭টি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এছাড়াও এখন পর্যন্ত ইরান সিরিয়াতে প্রতি মাসে ৩০ বিলিয়ন ডলার খরচ করছে।

হারাস্তার ভূমিধ্বসে কতজন মানুষ মারা যাবে?

হযরত আবু জাফর আল বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমিরুল মুমিনীন (হযরত আলী রাঃ) বলেছেন, "যখন শামে (সিরিয়াতে) দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে মতানৈক্য দেবে এবং এটি শেষ হবে না যতক্ষণ না আল্লাহতা'য়ালা একটি নিদর্শন না প্রকাশ করেন?" তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আমিরুল মুমিনীন সেই নিদর্শন টা কি? উত্তরে তিনি বলেন, "শামে (সিরিয়াতে) একটি ভূমিকম্প দেখা দিবে যার কারণে এক লক্ষ লোক ধ্বংস হবে। যার (হারাস্তা ভূমিধ্বসের) মাধ্যমে আল্লাহতা'য়ালা মুমিনদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন, আর কাফেরদের উপর আজাব প্রদান করবেন। যখন এটি ঘটবে, তখন পশ্চিম দিক থেকে ধূসর বর্ণের ঘোড়া সহকারে হলুদ পতাকাবাহী দল এগিয়ে আসবে। তারা ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা চালাবে। তখন তুমি দেখবে দামেস্কের একটি গ্রাম যাকে হারাস্তা বলা হয়, সেটি ধ্বসে পরবে। তারপর দামেস্কের পার্শ্ববর্তী শুষ্ক উপত্যকা ওয়াদিউল ইয়াবেস থেকে ওয়াকিলাতুল আকবাদ (সুফিয়ানী) বেরিয়ে আসবে। তারপর তুমি মাহদীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা কর।" **(কিতাবুল গাইবাত, সুফিয়ানীর উত্থানের অধ্যায়, ১৮ নং অধ্যায়, ১৬ নং হাদীস, পৃষ্ঠা ৪৪৬; আল গাইবাত আত তুশি, শেখ তুশী, পৃষ্ঠা ৪৪১; আল খারায়েজ ওয়াল জারাইয়্যাহ, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১৫১; আল ওদাদ ওয়াল কারণয়া, পৃষ্ঠা ৭৬)**

এই হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হারাস্তার ভূমিধ্বসে এক লক্ষ লোক নিহত হবে, সুতরাং এটি সাধারণ কোন ভূমিধ্বস হবে না। খুব সম্ভবত বড় ধরনের আন্তমোহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র (Intercontinental ballistic missile-ICBM) আঘাতে পুরো হারাস্তা এলাকাটি মাটির নিচে ধ্বসে পরবে।

এছাড়াও এই হাদিসে আরো বলা হয়েছে, "হারাস্তা ভূমিধ্বসের মাধ্যমে আল্লাহতা'য়ালা কাফেরদেরকে কঠিন আজাব দিবেন, মুমিনদের জন্য রহমত প্রদান করবেন।" অর্থাৎ তুরস্ক ও আমেরিকা যখন রাশিয়া, ইরান, হিজবুল্লাহ ও শিয়া মিলিশিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে তখন ইসলামিক স্টেট ইরাকের বাগদাদ, মসূল, সিরিয়ার হোমস শহর পুনরায় দখল করে নিবে। আর সম্ভবত তুরস্ক ও আমেরিকার সমর্থন পুষ্ট আহরার আল শাম, FSA এবং আল কায়দার অনুসারী তাহরির আল শাম পুনরায় আলেপ্পো, দামেস্ক শহর দখল করে নিবে। (তবে আল্লাহ সবচেয়ে ভালো জানেন)

হারাস্তার ভূমিধ্বসে কারা ধ্বংস হবে?

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, "যখন তুর্কী (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) এবং খাসাফ জাতি (রাশিয়া) দামেস্কের এক প্রান্তরে (ইস্টার্ন গৌতা এলাকায়) জমায়েত হবে এবং দামেস্কের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেক দল (খাসাফ জাতি ও তাদের সহযোগী অর্থাৎ রাশিয়া, ইরান, সিরিয়ার সেনাবাহিনী, হিজবুল্লাহ ও শিয়া মিলিশিয়া) ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে (সিরিয়াতে) আবকা (Tuareg militant), আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দামেস্ক এলাকাকে জনৈক লোক (বাশার আল আসাদ) অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) এবং তার সাথীদেরকে (রাশিয়া, ইরান, হিজবুল্লাহ, সিরিয়ার সেনাবাহিনী ও শিয়া মিলিশিয়াদের) হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন (প্রথম সুফিয়ানী ও দ্বিতীয় সুফিয়ানী) লোকের আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন (সুফিয়ানী বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের জন্য) দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আবকা গোত্রের (Tuareg) লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে, তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) এবং তুর্কীরা (তুরস্ক) মিলে কারকায়সিয়া (দেইর আজ জুর) নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা তৃপ্ত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৩)

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, হারাস্তার ভূমিধ্বসে খাসাফ জাতি বা, খাজার জাতি (রাশিয়া ও তার সহযোগী ইরান, হিজবুল্লাহ, শিয়া মিলিশিয়ারা) ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। কারণ,

১। তিনটি জাতি অর্থাৎ তুর্কি (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ও খাসাফ জাতি বা, খাজার জাতি (রাশিয়া) হারাস্তা ভূমিধ্বসের পূর্বে দামেস্কের প্রান্তে একত্রিত হবে। কিন্তু ভূমিধ্বসের পর তুর্কি (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স) ঠিকই ফোরাত নদীর তীরে কিরকিসিয়ার প্রান্তে (দেইর আজ জুর) সোনার পাহাড় দখলের জন্য যুদ্ধ করবে। কিন্তু ভূমিধ্বসের পর খাসাফ জাতি বা, খাজার জাতির (রাশিয়া ও তাদের সহযোগীদের) অস্তিত্ব সিরিয়াতে থাকবে এমন কোন হাদিসে পাওয়া যায় না।

২। যদিও সুফিয়ানীর সহযোগীরা বানু কাল্ব গোত্রের লোক (অর্থাৎ Syrian Arab Army-SAA) হবে। এমনকি হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতির (Tuareg Militant) দের এক তৃতীয়াংশ সুফিয়ানীর সাথে যোগদান করবে, কিন্তু হারাস্তার ভূমিধ্বসের পর খাসাফ জাতি (রাশিয়া) এখনকার মত সুফিয়ানীকে সহযোগীতা করবে এমন কোন ভূমিকা পাওয়া যায় না।

সিরিয়া যুদ্ধে বিদ্রোহীরা কেন অসহায়ভাবে আসাদ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করছে?

আল্লাহতা'য়ালা যা করেন, তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন যদিও আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারি না। সিরিয়া যুদ্ধে বাশার আল আসাদ সরকারের কাছে আল গৌতার কয়েকটি শহরে যেমন জোবার, দৌমা, হারাস্তা, ইরবিন, কাফর বাতনা সহ পুরো পূর্ব গৌতা (Eastern Gouta) ২০১২ সাল থেকেই কয়েকটি বিদ্রোহী গ্রুপ যেমন সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, বাহরাইন সমর্থনপুষ্ট জাইশ আল ইসলাম, তুরস্কের সমর্থন পুষ্ট আহরার আল শাম ও ফাইলাক আর রহমান, আল কায়দার অনুসারী তাহরির আল শাম এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। বাশার আল আসাদ সরকার একাধিক বার চেষ্টা করেও ইস্টার্ন গৌতা পূর্ণদখল করতে পারেনি। ২০১৩ সালে আসাদ সরকার গৌতা শহরে ভয়াবহ

রাসায়নিক হামলা চালিয়েছিল, যার কারণে ১৪০০ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছিল। এছাড়াও আরো একাধিক বার তারা রাসায়নিক হামলা চালিয়েছিল।

কিন্তু ২০১৭ সালের শেষের দিকে মাত্র ২ মাসের যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে সকল বিদ্রোহী গ্রুপগুলো ইস্টার্ন গৌতা ছাড়তে বাধ্য হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত সমর্থনপুষ্ট সবচেয়ে বেশি অস্ত্রের অধিকারী জাইশুল ইসলাম কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই আসাদ সরকারের সাথে সমঝোতা করে সকল অস্ত্র আসাদ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে দৌমা শহর ত্যাগ করে। তাদের অস্ত্রের মধ্যে ৯০টি ট্যাংক, কয়েক শত RPGs, যুদ্ধ বিমান ধ্বংসকারী শত শত এন্টি এয়ার ক্রাফট, শত শত ট্যাংক ধ্বংসকারী (Anti-Tank Guided missiles-ATGM) হাজার হাজার মর্টার লাঞ্চার, AK47, গোলাবারুদ ছিল।

যদিও বিদ্রোহীরা আলেপ্পো, হামা, ইদলিব প্রদেশের আবু দুহুর এলাকা, ইস্টার্ন গৌতা, হোমস, দুমাইর এলাকা থেকে খুব দ্রুতই নামেমাত্র যুদ্ধ অথবা, কোন প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই সমঝোতা করে ইদলিব প্রদেশে চলে যাচ্ছে। হয়ত তারা খুব শীঘ্রই দক্ষিণ সিরিয়ার দারা শহর থেকে বিদ্রোহীদের ইদলিব প্রদেশে পাঠিয়ে দিবে। তারপর হয় বাশার আল আসাদ সরকার রাক্কা প্রদেশ, হাসাকা প্রদেশ না হয় ইদলিব আক্রমণ করবে, আর তখনই তুরস্ক ও আমেরিকার আক্রমণের মুখে পড়বে বাশার আল আসাদ সরকার। কারণ ইতোমধ্যেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন ঘোষণা দিয়েছেন বাশার আল আসাদের বিজয়ের পর সকল বিদেশী দেশের সামরিক বাহিনীর (আমেরিকা, তুরস্ক, ও ফ্রান্সের) প্রত্যাহার করতে হবে, যা আমেরিকা, তুরস্ক ও ফ্রান্স কখনো মেনে নিবে না।

আর এভাবেই আল্লাহতা'য়ালা খুব শীঘ্রই বাশার আল আসাদ সরকার ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে আমেরিকা ও তুরস্কের মাধ্যমে আরো ভয়ংকর যুদ্ধ চাপিয়ে দিবেন। তাই আল্লাহতা'য়ালা তার পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব দ্রুতই বিদ্রোহীদেরকে সমস্ত সিরিয়া থেকে বের করে নিয়ে ইদলিব প্রদেশে একত্রিত করছেন। হয়তো তাদেরকে হারাস্তার ভূমিধ্বস থেকে আল্লাহ রক্ষা করতে চান অথবা তারা তুরস্ক ও

আমেরিকার সহযোগী বাহিনী হয়ে বাশার আল আসাদ ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আল্লাহতা'য়ালা তাদেরকে একত্রিত করছেন।

হারাস্তার ভূমিধ্বসের পর কি ঘটবে

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন কালো ঝান্ডাবাহী দলের লোকেরা পরস্পর মতানৈক্যে লিপ্ত হবে, তখন আরম জনপদের একাংশ ধ্বসে পড়বে এবং তার পশ্চিম পার্শ্বের মসজিদের এক সাইড ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর শাম দেশ থেকে তিন প্রকারের ঝান্ডা আত্মপ্রকাশ করবে। আসহাব, আবকা (Tuareg) এবং সুফিয়ানীর ঝান্ডা। সুফিয়ানী বের হবে শাম দেশ থেকে, এক পর্যায়ে সুফিয়ানী সব দলের উপর জয়লাভ করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৪১)

এই হাদিসটিতে একেবারে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, হারাস্তার ভূমিধ্বসের পরেই আসহাব জাতি, আবকা জাতি ও সুফিয়ানী বাহিনীর উত্থান হবে।

তাই যারা আখিরুজ্জামান নিয়ে পড়াশোনা করেন কিংবা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্ব আলামত সম্পর্কে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন, তাদের জন্য অবশ্যই হারাস্তার ভূমিধ্বসের দিকে নজর রাখতে হবে। অন্যথায়, কিছুতেই ফিতনা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন না।

(১৮) হাদীসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধ কখন হবে? আমরা কি হিন্দুস্তানের যুদ্ধ দেখতে পাব?

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে হাদিসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা দেখা যাচ্ছে। যদিও আমাদের বেশিরভাগ মুসলিম ভাই জানেই না, আসলে হাদীসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের যুদ্ধ কখন হবে? আশ্চর্যের ব্যাপার হল, হিন্দুস্তানের যুদ্ধের পূর্বেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে মালউনরা পাকিস্তান ধ্বংস করে এবং নিজেরাও ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। এছাড়াও চীন, বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ৩০০ কোটি মানুষকে ধ্বংসের মুখোমুখি ফেলে দিবে, অথচ এ ব্যাপারে আমাদের বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। যদিও এই

বিষয়টি আমাদের খুবই নিকটবর্তী এবং এই মহা বিপর্যয়টি আমাদের যুগেই হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ। এমনকি আমি খুবই ব্যথিত হই, যখন দেখি আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা একটা কিছু দেখলেই কথায় কথায়, হাদিস বর্ণিত হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা শুরু করে দেয়, অথচ এ ব্যাপারে তাদের পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। তাই হাদীসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের যুদ্ধটি আসলে কখন হবে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করছি।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের সম্পদ, তোমাদের হাত, তোমাদের জিহ্বা (কথার মাধ্যমে) জিহাদ কর।" **(হাদীসের মান সহিহ, সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ৩০৯৬)**

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান ধ্বংস হওয়া

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী অধঃপতন শুরু হবে। এমনকি মিশর অধঃপতনের সম্মুখীন হবে। আর মিশর নিরাপদ থাকতেই বসরার (ইরাক) অধঃপতন হবে। বসরা (ইরাকের) অধঃপতন হবে ডুবে যাওয়ার কারণে। মিশরের অধঃপতন হবে নীলনদ শুকিয়ে যাওয়ার কারণে। মক্কা ও মদিনার অধঃপতন হবে ক্ষুধার কারণে। ইয়েমেনের অধঃপতন হবে পঙ্গ পালের কারণে। উবলা'র অধঃপতন ঘটবে অবরোধের মাধ্যমে। পারস্যের (ইরানের) অধঃপতন হবে রিক্তহস্ত ও চোর-ডাকাতের মাধ্যমে। তুর্কিদের (তুরস্কের) অধঃপতন হবে দায়লামীর (কুর্দি) পক্ষ থেকে। দায়লামী (কুর্দি) অধঃপতন হবে আর্মেনিয়ার পক্ষ থেকে। আর্মেনিয়ার অধঃপতন হবে 'খাযার' (রাশিয়া) পক্ষ থেকে। খাযার (রাশিয়া) এর অধঃপতন হবে তুর্কি (তুরস্ক) পক্ষ থেকে। আর তুর্কি (তুরস্ক) অধঃপতন হবে বজ্রাঘাতের (পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ) এর মাধ্যমে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন হবে হিন্দুস্তান (ভারত) পক্ষ থেকে। হিন্দুস্তানের (ভারত) অধঃপতন হবে তিব্বতের (চীন) পক্ষ থেকে। তিব্বতের (চীন) অধঃপতন হবে রমূল (প্রাচীন রোমানদের একটি গোত্র বা, আমেরিকা) পক্ষ থেকে। হাবসার (ইথিওপিয়া) অধঃপতন হবে ভূমিকম্পের মাধ্যমে। জাওরা (বাগদাদ) এর অধঃপতন হবে সুফিয়ানীর তান্ডবের কারণে।

রাওহা (বাগদাদ শহরের ছোট এলাকা) এর অধঃপতন হবে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে। আর সম্পূর্ণ কুফা (ইরাক) এর অধঃপতন হবে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে।” (তাজকিরাহ, ইমাম কুরতুবী, আন নিহায়া ফিল ফিতান; ইবনে কাসীর, আস সুনানু ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান)

হযরত ওহাব বিন মুনাব্বাহ (রাঃ) বলেন, “আরব উপদ্বীপ (সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন, ওমান) ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ না মিশর ধ্বংস হয়। বিশ্বযুদ্ধ (আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ) ততক্ষণ পর্যন্ত শুরু হবে না, যতক্ষণ না কুফা (ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস না হয়। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বনু হাশেমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) বিজয় হবে। আন্দালুস (স্পেন) ও আরব উপদ্বীপ (সৌদি আরব, কাতার, আরব আমিরাত, বাহরাইন ওমান) এর অধঃপতন ঘটবে ঘোড়ার পা ও সেনাবাহিনীর পারস্পরিক মতানৈক্যের কারণে। ইরাকের অধঃপতন হবে ক্ষুধা ও তরবারি (অস্ত্র) কারণে। আরমেনিয়ার অধঃপতন ঘটবে ভূমিকম্প ও বজ্রাঘাতের (সম্ভবত পারমাণবক বোমা বা, মিসাইল নিক্ষেপের) কারণে। কুফা (ইরাকের একটি শহর) ধ্বংস হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। বসরা (ইরাক) ধ্বংস হবে ডুবে যাওয়া/নিমজ্জিত হওয়ার কারণে। উবলা’র অধঃপতন হবে শত্রুদের পক্ষ থেকে। রাই (ইরানের একটি শহর) এর অধঃপতন হবে দাইলামের (তুরস্ক ও ইরানের উত্তর এলাকার একটি তুর্কি গোত্র বা, কুর্দি জাতি) এর পক্ষ থেকে। খোরাসানের (আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা) অধঃপতন ঘটবে তিব্বত (চীন) এর পক্ষ থেকে। তিব্বত (চীন) এর অধঃপতন ঘটবে সিন্ধ (পাকিস্তান ও কাশ্মীর) এর পক্ষ থেকে। সিন্ধ (পাকিস্তান) এর অধঃপতন ঘটবে হিন্দুস্তান (ভারত) এর পক্ষ থেকে। ইয়েমেনের অধঃপতন ঘটবে টিড্ডি (পঙ্গপাল) ও বাদশাহীর কারণে। মক্কার অধঃপতন ঘটবে হাবশা (ইথিওপিয়া) এর পক্ষ থেকে। আর মদিনার অধঃপতন ঘটবে ক্ষুধার কারণে।” (আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

দুটি হাদীসেই একেবারেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সিন্ধু (পাকিস্তান) ধ্বংস হবে হিন্দুস্তানের (ভারতের) পক্ষ থেকে। আর হিন্দুস্তান (ভারত) ধ্বংস হবে তিব্বত (চীনের) পক্ষ থেকে। উল্লেখ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর

এবং ভয়ংকর যুদ্ধটির স্থায়ীত্ব হবে মাত্র পাঁচ থেকে ১১ মাস, যদিও এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এবং আমরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তিতও নই। বিস্তারিত জানতে পড়ুন, 'ভয়ংকর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবী'।

পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে ভারত কী কী পরিকল্পনা করছে?

ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। জন্মের পর থেকেই এই দুটি দেশ হুমকি, ধমকি, সীমান্তে গোলাগুলি, আর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিয়েই প্রতিনিয়ত দিন চলছে। এছাড়াও ১৯৬৫ ও ১৯৯৯ সালে এই দুটি দেশ ছোট খাট যুদ্ধে জড়িয়েও পরেছিল। ভবিষ্যতেও যে এই দুটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ যেকোন মূহুর্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পারতে পারে, এরকম আশঙ্কা সবাই করছেন। প্রতিনিয়ত পাল্লা দিয়ে বারিয়েই চলছে অস্ত্রের মজুদ, তাই পরবর্তীতে যুদ্ধ হলে সেটা যে, পারমাণবিক বোমার ব্যবহার হবে এরকম আশঙ্কা সবাই প্রকাশ করছেন। ভারত ও পাকিস্তানে বর্তমানে প্রায় ১৫০ কোটি মানুষ বসবাস করছে, এবং একই সাথে এই দু'দেশের ২৫০টি পারমাণবিক বোমাও রয়েছে। যার কারণে উপমহাদেশের প্রায় বেশিরভাগ মানুষই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের সেনাবাহিনীর সাবেক উত্তরাঞ্চলের কমান্ডার বিএস জাসওয়াল পাকিস্তানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ভারতের সাথে যুদ্ধ হলে পাকিস্তান প্রস্তর যুগে ফিরে যাবে।

সাম্প্রতিক সময়ে উত্তর পশ্চিম ভারতে কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধের সময় ভয়ংকর বিপর্যয় এড়াতে এবং প্রায় ২ কোটি ৫০ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে মাটির নিচে বাংকার নির্মাণ করছে। বিশ্লেষকরা যা পাকিস্তানের সাথে পরবর্তী যুদ্ধের আগাম লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু হাদিস থেকে আমরা জানতে পারি, শুধুমাত্র পাকিস্তানই ভারতের হামলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে, কেননা মুসলিম জাতির ধর্মই হল, আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা। তাই হয়তো পাকিস্তান কখনও আগ বাড়িয়ে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে

না। ভারতই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করবে, যার কারণে পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভারতকে ধ্বংস করতে চীন কী কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

যারা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি ভালো জানেন, তারা দেখেছেন, ইতোমধ্যেই চীনের কাছে ভারত কিভাবে পররাষ্ট্র নীতি ও ভূ-রাজনীতিতে একের পর এক ধরা খেয়েই যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়াতে চীন দিন দিন ভারতকে অবরুদ্ধ করে ফেলছে, এছাড়াও ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালে ভারত চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। মূলত ভারতের সীমান্তবর্তী দেশগুলো হলঃ পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও মায়ানমার। বর্তমানে চীন ভারতের সীমান্তবর্তী প্রতিটি দেশের উপরই চাচ্ছে ভারতের প্রভাবমুক্ত করে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে। ভারত মহাসাগরের কাছাকাছি অবস্থিত দেশ হল শ্রীলঙ্কা, ভারত থেকে যার দূরত্ব মাত্র ৩০ কি.মি.। আর চীন শ্রীলঙ্কার হাম্বানটোটা সমুদ্র বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজ (ইজারা) নিয়েছে, মূলত এর মাধ্যমেই চীন পুরো দক্ষিণ ভারতে নজরদারি ও ভবিষ্যত হামলা করার ভিত্তি তৈরি করে নিয়েছে। এছাড়াও উত্তর ভারতের সীমান্তবর্তী হিন্দুরাষ্ট্র নেপালের রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ এখন চীন নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে নেপালের রাজ পরিবারের অবসানের পর নেপালের রাজনীতিবিদগণ সম্পূর্ণভাবে চীন নির্ভরশীল হয়ে গেছে। এছাড়াও চীন নেপালের বিমানবন্দর ৫০ বছরের জন্য লিজ (ইজারা) নিয়েছে, যার মাধ্যমে উত্তর ভারতে ভবিষ্যৎ হামলার পথ তৈরি করে নিয়েছে। আর পাকিস্তানের সাথে চীনের সম্পর্কের কথাতো সবাই জানে, ইতোমধ্যে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অধিকৃত আজাদ কাশ্মীর এলাকায় চীন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে, যার মাধ্যমে ভারতের রাজধানী দিল্লিসহ কাশ্মীর, পাঞ্জাব এলাকায় ভবিষ্যৎ হামলার পথ তৈরি করে ফেলছে। এছাড়াও ভারত মহাসাগরের আরেক রাষ্ট্রে এই প্রথম চীন মালদ্বীপ সরকারের অনুরোধে সেখানে সরাসরি সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তার আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির খোলস দেখিয়েছে। আর পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী মায়ানমার তো বরাবরই চীনের উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্কিত আরাকান অঞ্চলে রোহিঙ্গা বিতাড়িত করে সেখানে নাকি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেছে। এছাড়াও মায়ানমার সরকার সমুদ্র

উপকূলীয় এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য চীনের কোম্পানিগুলোকে ৭০% শেয়ারে দিয়ে দিয়েছে। ভারত সরকার চেয়েছিল, রোহিঙ্গা বিতাড়নের সময় মায়ানমারের পাশে থেকে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে, কিন্তু তাদের সে আশায় গুড়ে বালি হবে। কারণ মায়ানমার কখনো চীনকে ছেড়ে ভারতের পক্ষে আসবে না। বলা যায়, ভারত এখন পর্যন্ত তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পেরেছে। আর সেটাও এখন পর্যন্ত টিকে থাকার মূল কারণ হলো ভারত পন্থী আওয়ামীলীগ সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতা জোর করে দখল করার কারণে, অর্থাৎ আওয়ামীলীগ সরকারের পতন মানে ভারতের সর্বশেষ নিয়ন্ত্রণ করা দেশের পতন হওয়া। তাই ভারত কিছুতেই বাংলাদেশের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাচ্ছে না। আর ভারত ও চীনের এই দ্বন্দ্ব যে যেকোন সময় বিশাল পারমাণবিক যুদ্ধে রূপ নেবে, সেটা ডোকলাম ইস্যুতে বুঝা গেছে। আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর হাদীসের বাস্তবতা ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাই ভারতের উপর যদি চীন পারমাণবিক বোমা হামলা চালায়, ১২০ কোটি মানুষ সব ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এ ব্যাপারে পাকিস্তানের মুহাম্মদ বিন কাশিম নামে এক ব্যক্তির স্বপ্নে দেখেছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বলেছেন, ভারতের যুদ্ধে ৮০ কোটি মানুষ ধ্বংস হবে, ইউটিউবে গেলেই Mohammad qasim dreams/Abdullah servent লিখে সার্চ দিলেই তার ভিডিওগুলো দেখতে পাবেন। *যদিও তার স্বপ্ন কোন দলিল নয়, তারপরও কেবলমাত্র তথ্য হিসেবে সতর্কতার জন্য উল্লেখ করা মাত্র।*

হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে মুসলমানদেরকে অভিশপ্ত মালউনরা গরু ছাগলের মত বাজারে ক্রয় বিক্রয় করবে

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মুশরিকগণ (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মুসলমানদেরকে নিজেদের কাজে নিয়োজিত করবে, এমনকি তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বড় বড় শহরে কেনা বেচা করবে এবং (হিন্দু ও বৌদ্ধদের) ভালো-মন্দ কোন ব্যক্তি এই কাজ করে করতে ভয় পাবে না। তখন তারা (মুসলমানরা) সবাই নিরাশ হয়ে যাবে এবং ভাবতে থাকবে, তাদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই। ঠিক সেই সময়ে আল্লাহতা'য়ালা আমার বংশের (বনু হাশেম গোত্রের) এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত

করাবেন। সে হবে ন্যায়পরায়ণ, পূণ্যময় ও পবিত্র। সে ইসলামের কোন বিধানই উপেক্ষা করবে না। মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে ধর্ম, কুরআন, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান প্রদান দিবেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। সে সবসময় আল্লাহকে ভয় করবেন এবং মহান আল্লাহর বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে তার কোন স্বজনদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সে তার নিজের জন্য পাথরের উপর পাথর সাজাবেন না এবং কোন ইমারত নির্মাণ করবেন না। একমাত্র শরীয়া প্রয়োগ ব্যতীত কাউকে চাবুক মারবে না। তার মাধ্যমে আল্লাহ সকল বিদআতের মূলোৎপাটন করাবেন এবং সকল ফিতনার অবসান ঘটাবেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ সকল ন্যায় সংগত অধিকারের দরজা উন্মুক্ত হবে এবং বাতিলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর যেখানেই মুসলমানরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকুক না কেন? আল্লাহ তার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করাবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেবেন।" **(আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃষ্ঠা ১০৮; আসরে জুহুরী, আল্লামা আলী আল কুরানী, পৃষ্ঠা ৪৪)**

হিন্দুস্তানের যুদ্ধের গুরুত্ব ও ফজিলত

হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "আমার উম্মতের দুটি দল, আল্লাহ্‌তা'আলা তাদেরকে জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দান করবেন। একদল যারা হিন্দুস্থানের জিহাদ করবে, আর একদল যারা ঈসা ইব্‌ন মারিয়াম (আঃ)-এর সঙ্গে থাকবে।" **(হাদিসের মান সহিহ, সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৫)**

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হিন্দুস্থানের জিহাদের ওয়াদা দিয়েছেন। আমি তা পেলে তাতে আমার জান মাল উৎসর্গ করব। আর যদি আমি নিহত হই, তবে মর্যাদাবান শহীদ বলে গণ্য হব, আর যদি ফিরে আসি, তা হলে আমি হব আযাদ বা জাহান্নাম হতে মুক্ত আবূ হুরায়রা।" **(সুনানে আন-নাসায়ী, হাদিস নং ৩১৭৪)**

হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধ হবে হযরত ঈসা ইবনে মারিয়ম (আঃ) এর আকাশ থেকে অবতরণের কিছু পূর্বে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিন্দুস্তানের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, "অবশ্যই আমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা রাজাদের শিকল/বেড়ি দিয়ে টেনে আনবে এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের দরুন) এবং সে মুসলিমেরা ফিরে আসবে তারা ঈসা ইবন-ই-মারিয়াম কে সিরিয়ায় (শাম) পাবে।" হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, "আমি যদি সেই গাযওয়া পেতাম, তাহলে আমার সকল নতুন পুরাতন সামগ্রী বিক্রি করে দিতাম এবং এতে অংশগ্রহণ করতাম। যখন আল্লাহ্ (সুবঃ) আমাদের সফলতা দান করতেন এবং আমরা ফিরতাম, তখন আমি একজন মুক্ত আবু হুরায়রা হতাম; যে কিনা সিরিয়ায় হযরত ঈসা (আঃ) কে পাবার গর্ব নিয়ে ফিরত। ও মুহাম্মাদ (সাঃ)! সেটা আমার গভীর ইচ্ছা যে আমি ঈসা (আঃ) এর এত নিকটবর্তী হতে পারতাম, আমি তাকে বলতে পারতাম যে আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একজন সাহাবী।" বর্ণনাকারী বলেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং বললেন, 'খুব কঠিন, খুব কঠিন' । **(মুসনাদে আহমাদ, শাইখ নাসের উদ্দিন আলবানী (রহঃ) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন)**

হিন্দুস্তানের যুদ্ধ হবে একজন ইয়েমেনী খলিফার নির্দেশে

হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "বায়তুল মোকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। ঐ সময় ভারত বায়তুল মোকাদ্দাসের (জেরুজালেমের) একটি অংশ হয়ে যাবে। তখন তার সামনে ভারতের সৈন্য বাহিনী গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৫)**

হযরত আরতাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের এলাকা বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলে থাকেন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২৩৮)

এখন প্রশ্ন হলঃ কে এই ইয়েমেনী খলিফা? তার নাম কি হবে? কখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস (জেরুজালেমের) শাসক হবেন? তিনি কতদিন পৃথিবীকে শাসন করবেন?

মূলত আমাদের বেশিরভাগ মুসলমানদের ধারণা হল, ইমাম মাহদিই হলেন সেই খলিফা এবং তার নেতৃত্বেই হিন্দুস্তানের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হবে? কিন্তু সত্যি কথা হল, ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হবে না। মূলত তারা আলাদা দুটি যুগে আত্মপ্রকাশ করবেন। বিস্তারিত জানতে পড়ুন *'ইমাম মাহদী ও হযরত ঈসা (আঃ) একই সময়ে আবির্ভাব হবে না? ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর কারা পর্যায়ক্রমে খলিফা হবেন?'*

অর্থাৎ ইমাম মাহদীর মৃত্যুর পর আহলে বাইত বা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশের দুজন খলিফা, তারপর মুজারী বংশের বা, মাখজুমী খলিফা, তারপর কয়েকজন ইয়েমেনী খলিফা শাসক হবেন। আর এই ইয়েমেনী খলিফাগণ যখন শাসক হবেন, তাদের শেষ দুজন বনু হাশেম বা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশের হবেন। প্রথমজন ৪০ বছর শাসন করবেন, তার সময়েই খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধ শুরু হবে এবং তিনি এই যুদ্ধের সময়েই মারা যাবেন। তারপর বনু হাশেম গোত্রের আরেকজন খলিফা হবেন এবং তার সময়েই আমাক প্রান্তের মহাযুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হবে, কনিষ্টেন্টিনেপোল (ইস্তাম্বুল) বিজয় হবে, ইউরোপ বিজয় হবে, এবং হিন্দ বা, ভারতের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় হবে। তিনিই হবেন ঈসা (আঃ) আগমনের পূর্বে মুসলমানদের শেষ খলিফা এবং তার পিছনেই হযরত ঈসা (আঃ) নামাজ আদায় করবেন। তার শাসনকাল ৩ বছর বা, ৭ বছর হতে পারে, কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "(আমাক প্রান্তের) মহাযুদ্ধ এবং (কন্সটান্টিনোপল) শহর বিজয়ের মধ্যে

ছয় বছরের ব্যবধান হবে। আর সপ্তম বছরে মাসীহ দাজ্জাল আবির্ভূত হবে।” (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৬)

গাজওয়াতুল হিন্দ বা, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশদাতা ইয়েমেনী খলিফার নাম কী হবে?

গাজওয়াতুল হিন্দ বা, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশদাতা এই ইয়েমেনী খলিফার নাম হবে সালেহ বা, মুহাম্মদ বা, আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ। যিনি খিলাফতের রাজধানী বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে ভারত আক্রমণ করার নির্দেশ দিবেন।

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “বনু হাশেমের জনৈক লোক যার নাম আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদ। তার হাতেই রোমানদের এলাকা বিজয় হবে।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১২২০)

হযরত আবু কুবাইল (রহঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, “কোনো নবীর নামের সাথে মিল রয়েছে এমন একজনের হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (ইস্তাম্বুল) নগরীর বিজয় হবে। হাদীস বর্ণনাকারী, ইবনে লাহইয়্যাহ (রহঃ) বলেন, তাদের কিতাবে লেখা রয়েছে যে, উক্ত নবীর নাম হবে সালেহ (আঃ) (অর্থাৎ সালেহ নামের একজন খলিফার নেতৃত্বে কনিষ্টেন্টিনেপোল বিজয় হবে)।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ ১৩৪৭)

তবে কিতাবুল ফিতানের ১১৮৫ নং হাদীসে এই উম্মতের শেষ খলিফার নাম বলা হয়েছে মুহাম্মদ।

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** আমার ব্যক্তিগত গবেষণায় মনে হচ্ছে, কনিষ্টেন্টিনেপোল বিজয়ী, ইউরোপ বিজয়ী, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশদাতা এই খলিফার নাম হবে সালেহ। কারণ, কিতাবুল ফিতানের ১৩৪৭ নং হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো হাদিস রয়েছে এবং এই নামটি একজন নবীর নামও বটে]

তাহলে কী হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আমাদের যুগে হবে না?

উপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, হাদিসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধ আমাদের জমানায় বা, যুগে হবে না। কারণ,

১। হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধ হবে জেরুজালেমের একজন ইয়েমেনী খলিফার নির্দেশে? অথচ এখন পর্যন্ত জেরুজালেম ইহুদীদের হাত থেকেই উদ্ধার হয়নি। মূলত জেরুজালেম ইহুদীদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন সুফিয়ানী এবং খোরাসানের কালো পতাকাবাহী বাহিনী। তবে জেরুজালেম তৃতীয়বারের মত বিজয়ের সম্ভাবনা রয়েছে ২০২৩ সালে (ইনশাআল্লাহ)। তারপর সেখানে ইমাম মাহদীর মাধ্যমে খিলাফতের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আর উক্ত ইয়েমেনী খলিফাগণ ইমাম মাহদীর মৃত্যুর অনেক পরে রাজত্ব করবেন। তাই এখনই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

২। হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধ হবে দাজ্জালের আবির্ভাব ও হযরত ঈসা (আঃ) এর অবতরণের কিছু পূর্বে। আর ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) আবির্ভাবের মধ্যে রয়েছে শত বছরের বেশি ব্যবধান। তাই এখনও যেহেতু ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হয়নি, তাই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ আমাদের যুগে হওয়া কল্পনাতীত।

৩। মূলত ইমাম মাহদীর আবির্ভাব আমাদের খুবই নিকটবর্তী (২০২৮ সালে ইনশাআল্লাহ) কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ আমাদের নিকটবর্তী নয়। আর হিন্দুস্তানের যুদ্ধ যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণের কয়েক বছর পূর্বে হবে এবং হিন্দুস্তানের যুদ্ধে বিজয়ী যোদ্ধারা শাম দেশে হযরত ঈসা (আঃ) সাক্ষাৎ পাবে, তাই এখনই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৪। হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধের কাছাকাছি সময়ে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আমাক প্রান্তে বা দাবিক পাহাড়ের চুড়ান্ত যুদ্ধ হবে। আর এই যুদ্ধে রোমানদের নেতৃত্ব দিবেন আন্দালুস (স্পেন) এবং মুসলমানদের খলিফা থাকবেন বনু হাশেম (রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর) গোত্রের। যিনি জেরুজালেম থেকে ৪০ বছর মুসলিম বিশ্ব শাসন করবেন, যা এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। তাই এখনই হিন্দুস্তানের যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

৫। হিন্দুস্তানের যুদ্ধের নির্দেশদাতা ইয়েমেনী খলিফার নাম হবে আসবাইগ ইবনে ইয়াজিদের অথবা, সালেহ। এই হাদিসটি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি, তাই হিন্দুস্তানের চূড়ান্ত যুদ্ধ নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

এছাড়াও বর্ণনা করার মত আরো অসংখ্য কারণ রয়েছে, শুধুমাত্র লেখা সংক্ষিপ্ত করার জন্য উল্লেখ করা হয়নি।

আমাদের উচিত হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া

যেহেতু ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর প্রেক্ষাপট ইতোমধ্যেই সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমেন ও আফগানিস্তানে আল্লাহতা'য়ালা তৈরি করছেন, তাই আমাদেরকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়েই উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "শাম দেশে (সিরিয়া) ব্যাপক ফিৎনা দেখা দিবে। যখনই উক্ত দেশের কোনো প্রান্তের ফিৎনা একটু শান্ত হবে, তখনই অন্য প্রান্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। এভাবে চলতে থাকবে যা কখনো স্থিতিশীল হবে না। এক পর্যায়ে একজন ঘোষক (হযরত জিব্রাইল আঃ) আসমান থেকে ঘোষণা করবে, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে অমুক হচ্ছে, (ইমাম মাহদী) তোমাদের আমীর।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৭৩)

আল্লাহর কসম! এই হাদিসটির সত্যতা ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বর্তমানে সিরিয়ার যুদ্ধবিগ্রহ আস্তে আস্তে বর্তমান পৃথিবীর সকল সুপার পাওয়ারদের গ্রাস করে ফেলছে। খুব শীঘ্রই আমরা এসব সুপার পাওয়ারদের পতন দেখতে পাব ইনশাআল্লাহ। আর সিরিয়ার এই ফিতনা চলবে ১২ থেকে ১৮ বছর, ইতোমধ্যেই আমরা ৮ বছর অতিবাহিত করে ফেলেছি। তাই বর্তমান জালেম সুপার পাওয়ারদের পতন ও মুসলমানদের সুদিন খুব বেশি দূরে নয়। তবে তার আগে মুসলমানদেরকে সন্তান প্রসব বেদনার মত অনেক দুর্যোগ অতিবাহিত করতে হবে।

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে যুদ্ধ-বিগ্রহ এত ব্যাপক আকার ধারণ করবে, যা দ্বারা প্রত্যেক জাতি মনে করবে, তার পার্শ্ববর্তী এলাকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩২)**

আমার ব্যক্তিগত গবেষণায় হাদীসে বর্ণিত দ্বিতীয় সুফিয়ানীর উত্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ২০২৫ বা, ২০২৬ সালের দিকে *(তবে সুনির্দিষ্ট সময় কেবলমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন)*। তাই দ্বিতীয় সুফিয়ানীর যুগে এবং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর যেহেতু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চুড়ান্ত রূপ নিবে, তাই আমাদেরকে এই ভয়ংকর বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা ও উদ্বিগ্ন হওয়া দরকার। যেহেতু এই বিশ্বযুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ভারত, পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা, ইউরোপ।

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "(মাহদীর আবির্ভাবের বছর) রমযান মাসে এমন বিকট শব্দে (পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের) আওয়াজ প্রকাশ পাবে, যা দ্বারা ঘুমন্ত লোকজন জাগ্রত হয়ে যাবে এবং কুমারী নারীগণ পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। শাওয়াল মাসে মহামারি দেখা দিবে। জিলক্বদ মাসে এক গোত্র আরেক গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যাবে। এবং জিলহজ্ব মাসে পরস্পরের মাঝে খুন-খারাপি দেখা দিবে। অতঃপর মুহাররম, মুহাররম মাসে, মুহাররম কি! এভাবে তিনবার উচ্চারণ করার পর বললেন, মুহাররম মাস হচ্ছে, তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব খতম (ধ্বংস) হয়ে যাওয়ার মাস।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬৪৫)

এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের বছর বিশেষ করে মুহাররম মাসে অবশ্যই বর্তমান তথাকথিত সকল সুপার পাওয়ার (আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারত, পাকিস্তান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ঈসরাইল) রাষ্ট্রকে আল্লাহতা'য়ালা ধ্বংস করে দিবেন এবং একই সাথে মুসলিমদেরকে আবার বিশ্ব নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিবেন। তাই আমাদের হতাশ, কিংবা মনক্ষুন্ন হওয়ার কিছুই নেই, কারণ আমাদের সুদিন খুব শীঘ্রই ফিরে আসছে। তবে পৃথিবীর এসব সুপার পাওয়ারদের পতনের সাথে সাথে পৃথিবীর বৃহৎ জনগোষ্ঠীও কিন্তু ইতিহাসের পাতায় চিরতরে হারিয়ে যাবে।

হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) বলেছেন, "পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত এ ঘটনা (ইমাম মাহদীর আবির্ভাব) ঘটবে না। তখন আমি (আবু বসির) জিজ্ঞেস করলাম, যখন পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন কোন ব্যক্তি অক্ষত থাকবে? উত্তরে, হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) বলেছেন, তোমরা (মুসলমানেরা) কি অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে থাকতে চাও না?" (বিহারুল আনোয়ার, খন্ড ৫২, পৃষ্ঠা ১১৩; আসরে জুহুরী, পৃষ্ঠা নং ১৯০)

তাই আমাদেরকে সম্ভাব্য আমাদের যুগের ঘটনাগুলো নিয়েই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত এবং এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। একইসাথে হাদীসে বর্ণিত হিন্দুস্তানের চুড়ান্ত যুদ্ধ যেহেতু আমাদের যুগে হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই এগুলো নিয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বাদ দেওয়া উচিত। কারণ এতে আমাদের কোন ফায়দা নেই। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ বুঝার তৌফিক দান করুন।

(১৯) ইরাকের মসূল শহরের ঐতিহাসিক বিখ্যাত আন নুর মসজিদ সম্পর্কে হাদিসের আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী

হযরত আবু আব্দুল্লাহ (হযরত জাফর সাদিক রহঃ) তিনি হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন কুফা (মসূল) শহরের মসজিদের দেয়াল ধ্বংস হবে। তারপর মানুষেরা তাদের ধন সম্পদ হারাবে, অধিকারী (মাহদী) এর উত্থান হবে। তখন মাহদী বের হবে।" (আল মুত্তাকী আল হিন্দি, আল বুরহান ফি আলামত আল মাহদী ফি আখিরুজ্জামান, পৃষ্ঠা ২৭)

মুহাম্মদ ইবনে সিনান, তিনি হোসাইন ইবনে আল মুখতার, তিনি হযরত জাফর সাদিক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "যখন কুফা (মসূল) শহরের মসজিদের দেয়াল এবং তার পার্শ্ববর্তী আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এর বাড়ি ধ্বংস হবে। ঐ সময়ে নেতৃত্ব দেয়ার ব্যক্তির উত্থান হবে এবং তিনি বের হবেন। আমি তাকে বললাম, কখন তিনি (ইমাম মাহদী) আবির্ভূত হবেন? উত্তরে তিনি বললেন, যখন তুমি ইরাকের আনবার, ফোরাত নদীর উপকূল, দাজলা নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকা, সিরাজ নামক শহর থেকে সৈন্য বাহিনীকে আসতে দেখবে এবং কুফা (মসূল) শহরের (আন নুর মসজিদের) মিনার ধ্বংস হতে দেখবে, এবং কুফা

(মসূল) শহরের কিছু বাড়ি ঘর আগুনে জ্বলতে দেখবে। তখনই আল্লাহতা'য়ালা তার ইচ্ছা অনুযায়ী (বিশেষ) কিছু ঘটাবেন। অর্থাৎ তখনই সত্যিকার অর্থে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে। কেউ আল্লাহর নির্দেশকে আটকাতে পারবে না, কেউ আল্লাহর বিচারের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।" (ফালাইস সায়েল, পৃষ্ঠা ১৯৯; আল মিসবাহ, পৃষ্ঠা ৫১; আল বালাদুল আমিন, পৃষ্ঠা ৩৫)

হাদিসে বর্ণিত কুফা নগরী কোনটি?

মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের যুগে ইরাক ও কুয়েত নামে কোন ভূখণ্ড ছিল না, ঐ সময়ে বর্তমান ইরাক ও কুয়েতকে বসরা ও কুফা নামে ডাকা হত। অর্থাৎ যদি কুফা ও বসরা উল্লেখ করে কোন হাদিস বর্ণনা করা হত, তখন বুঝা যেত এটা বৃহত্তর ইরাক ও কুয়েতকেই বুঝানো হয়েছে? আর বাগদাদ শহরকে ডাকা হত 'জাওরা' নামে। চলুন হাদিস থেকেই জানি, ইরাকের কুফা নগরী বলতে বর্তমান কুফা নগরীকে বুঝানো হয়েছে? নাকি অন্য কোন শহরকে বুঝানো হয়েছে?

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যখন সুফিয়ানী ফোরাত নদী পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যার নাম হবে আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা)। আল্লাহতা'আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল (দাজলা নদী/Tigress River)। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে ৭০ হাজার তরবারীধারী (যোদ্ধা) লোককে সে হত্যা করবে। তখন তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর স্বর্ণের ঘরের (পাহাড়) প্রকাশ পাবে এবং তারা যুদ্ধ করবে ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর তারা (সুফিয়ানী বাহিনী) মহিলাদের পেট চিড়বে বলবে হয়তো সে কোন গোলাম (Islamic state) কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে র্মারা (Samarra/সামাররা শহর) এর দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের (সুফিয়ানীকে সমর্থন কারীদের) নিকট সাহায্য কামনা করবে। সুফুনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে, যাতে তাদেরকে (ধ্বংসস্তুপ থেকে) উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাতে পারে। তখন তারা (শিয়া সম্প্রদায়ের মহিলাগণ) বনু হাশেমের (Islamic state) উপর শত্রুতার

কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না, কেননা তাদের (বংশ) থেকেই রহমতের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাদের থেকে জান্নাতে পাখি হবে (হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন) হে মহিলাগণ! তখন কি অবস্থা হবে যখন জাহান্নামের অন্ধকার গর্তসমূহে (যখন) তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতপর তাদের নিকট সাহায্য (খোরাসানের বাহিনী) আসবে। এমনকি তারা (খোরাসানের বাহিনী) সুফিয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান সন্ততি (সুফিয়ানী বাহিনীর নিকট) আটক থাকবে তাদেরকে (খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল) বাগদাদ ও কুফা (মসূল) থেকে উদ্ধার করবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৫)

এই হাদিসটিতে হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরীর ৫টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সুফিয়ানী গণহত্যা চালাবে।

১। শহরটি হবে দাজলা বা, Tigress নদীর তীরে। মসূল শহর কিন্তু দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহর। অথচ, ইরাকের বর্তমান কুফা নগরী হল ফোরাত নদীর তীরে।

২। বর্তমানে সিরিয়াতে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন যেভাবে বাশার আল আসাদ বাহিনীকে সমর্থন করছে, ঠিক সুফিয়ানীর উত্থানের পরেও শিয়ারা বানু কাল্ব গোত্রের কুরাইশী শাসক সুফিয়ানীকে সমর্থন করবে। আর ইসলামিক স্টেট এর সাথে শিয়াদের জন্ম থেকেই একটা শত্রুতা রয়েছে। যার কারণে একে অপরকে হত্যা করেই চলছে। এটা পরবর্তীতে ও অব্যাহত থাকবে।

৩। সুফিয়ানী গণহত্যা সংগঠিত করার পর, সেখানে ধ্বংসস্তুপে আটকা পড়া মহিলারা পার্শ্ববর্তী সুফূনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য ডাকবে। সুফূন থেকে বর্তমান কুফা নগরীর প্রায় ৪০০ কি.মি.। আর সুফূন থেকে মসূল শহরের দূরত্ব ১০০ কি.মি. এর মত। তাই ৪০০ কি.মি. দূরের লোকদেরকে উদ্ধারের জন্য ডাকবে এটা যৌক্তিক নয়।

৪। দাজলা নদীর প্রান্তে ধ্বংসস্তুপে আটকা পড়ে থাকা মহিলাগণ মার্রা (সামররা শহরের) কুরাইশদের নিকট সাহায্য চাইবে। কিন্তু তারা শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। অর্থাৎ সুফিয়ানী কিন্তু কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রের লোক হবেন, যারা তাকে সমর্থন করবে তারা (শিয়ারা) তাদেরকে শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। কারণ বনু হাশেম (Islamic state) এর প্রধান আবু বকর আল বাগদাদী বনু হাশেম গোত্রের লোক, তাই বনু হাশেম বলতে ইসলামিক স্টেটকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে সামাররা শহরে ৬০%-৬৫% হচ্ছে শিয়া, আর সুন্নি মুসলিম হচ্ছে ৩২%-৩৫% এর মত। তবে সামররা শহরটি মসূল ও কুফা নগরীর মধ্যখানে অবস্থিত।

৫। সুফূনের অধিবাসীরা কালো পতাকাবাহী (Islamic state) এর ধ্বংসস্তুপে আটকা পড়া মহিলাদের শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। সুফূন একটি গ্রামের নাম এর নিকটবর্তী বড় শহর হল কিরকুক। যার ৬০% মানুষ হল শিয়া মুসলিম। আর শিয়াদের সাথে Islamic state এর সাথে জন্ম থেকেই দা-কুমড়া সম্পর্ক।

তাই হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরী বলতে মসূল শহরকেই বুঝানো হয়েছে, একথা প্রমাণিত।

ঐতিহাসিক বিখ্যাত আন নুর মসজিদ এর বর্ণনা

ইরাকের মসূল শহরের ঐতিহাসিক বিখ্যাত আন নুর মসজিদ এর নাম হল জামেয়া আন নুর মসজিদ। ৮৫২ বছরের পুরনো এই মসজিদটি ১১৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি প্রতিষ্ঠা করেন ইতিহাস বিখ্যাত ক্রুসেড বিরোধী যুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারী নুর উদ্দীন জঙ্গি (রহঃ)। তার পুরো নাম ছিল নুর উদ্দীন আবুল কাশেম মুহাম্মদ ইবনে ইমাম উদ্দীন জঙ্গি। এটি নির্মাণ করার সময় তিনি তৎকালীন দামেস্কের (বর্তমান সিরিয়া ও ইরাকের উত্তরাঞ্চলের গভর্নর ছিলেন। তিনি মৃত্যুর ২ বছর পূর্বে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। তবে এই মসজিদটির অন্যতম সৌন্দর্য হল ৪৫ মিটার (১৪৮ ফুট) লম্বা একটি মিনার ছিল। আর এই মিনারটির নাম ছিল আল হাদবা মিনার।

আন নুর মসজিদ এর গুরুত্ব

ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তম মসূল শহরের সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন মসজিদ হল আন নুর মসজিদ। ইসলামিক স্টেট মসূল দখল করার পর ২০১৪ সালের জুন মাসে (পবিত্র রমজান মাসে) খিলাফত ঘোষণা করে এবং শুক্রবার ইসলামিক স্টেট এর প্রধান খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী প্রকাশ্যে এসে ভাষণ দেন। আর এটাই তার একমাত্র প্রকাশ্য ভাষণ। তাই সাড়া বিশ্বে ইসলামিক স্টেট এর অনুসারীদের নিকট এই মসজিদের একটা গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও ঐতিহাসিকদের ও গবেষকদের নিকটেও এই মসজিদটির গুরুত্ব রয়েছে।

মসূল শহরের যুদ্ধের ভয়ংকর পরিস্থিতি

ইসলামিক স্টেট থেকে মসূল শহর পুনরুদ্ধার করার জন্য আমেরিকান নেতৃত্বাধীন জোট ও ইরাকী সেনা বাহিনী ১,২৫,০০০ এর বিশাল সৈন্য বাহিনী ২০১৬-১৭ সালে ৯ মাস ধরে যুদ্ধ করে। কিন্তু পশ্চিম মসূল শহরের যুদ্ধ যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। ঐ সময়ে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বিমান বাহিনী ও ইরাকী বিমান বাহিনী মসূল শহরে ২০০০০ বারের বেশি বিমান হামলা চালিয়েছিল। তখন পশ্চিম মসূলের বেশিরভাগ বাড়ি ঘর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। এমনকি সেখান থেকে শিয়াদের দ্বারা এখনও সুন্নি মুসলিমদের মৃত কঙ্কাল উদ্ধার করছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। কিছুদিন আগে ১০ দিনে তারা ১৪০০ মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল। সর্বমোট মসূল যুদ্ধে ৪০,০০০ লোক নিকট নিহত হয়েছে। যাদের বেশিরভাগই যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে শিয়া মিলিশিয়া ও আমেরিকান নেতৃত্বাধীন বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।

তারপরেও তথাকথিত মানবতাবাদীদের মুখ থেকে একটি কথাও বের হয়নি। বরং প্যারিস ও নিউইয়র্কে হামলা হলে, কয়েকজন কাফেরদের জন্য পৃথিবীর সকল মিডিয়া ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো যেন চোখের পানি আর নাকের পানি এক করে ফেলে। মনে হয়, ইরাকের সুন্নি মুসলিমরা মানুষ নয়, তাদের জন্য পৃথিবীতে আহ্ শব্দটি বলার মতোও কেউ নেই, ৪০,০০০ লাশ যেন কিছুই নয়। (একমাত্র আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট) (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৭৩)

সত্যিকার অর্থে কে আন নুর মসজিদ ধ্বংস করেছিল?

মসূল যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে ২১ জুন ২০১৭ সালে ঐতিহাসিক বিখ্যাত আন নুর মসজিদটি একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, এমনকি সুদর্শন মিনারটিও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কারা ধ্বংস করল এই মসজিদটি? আমেরিকা ও ইরাকী প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদী বলেছেন, এটি ইসলামিক স্টেট ধ্বংস করেছে। এমনকি পৃথিবীর সব মিডিয়া BBC, CNN, The New York times, The Washington post, TRT, Al Zajiraa সবাই একযোগে বলেছে, এটি ইসলামিক স্টেট ধ্বংস করেছে। অপরদিকে ইসলামিক স্টেট বলছে, এটি আমেরিকার বিমান হামলায় ধ্বংস হয়েছে।

তাই আমাদের উচিত নিরপেক্ষ অনুসন্ধান করে দেখা, আসলে কে আন নুর মসজিদটি ধ্বংস করেছে?

১। বিশ্বের সকল মিডিয়া ও আমেরিকা এবং ইরাকী সৈন্য বাহিনী বলেছে, এই মসজিদটি ইসলামিক স্টেট মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে। সাধারণতঃ মাইন বিস্ফোরণ হলে একটি ভবনের নিচের অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, আর ভবনের ছাদ নিচে নেমে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আল হাদবা মিনারের নিচের অংশ অক্ষত রয়েছে, আর উপরের অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এটি যে আমেরিকার বিমান হামলায় ধ্বংস হয়েছিল, এটাই সত্য।

২। আন নুর মসজিদ আমেরিকা বিমান হামলায় ধ্বংস হয়েছে, কারণ যুদ্ধের সময় ইসলামিক স্টেট মিনারটিতে তাদের পতাকা উত্তোলন করেছিল, তাই হয়তো আকাশ থেকে বিমান বাহিনী এটিকে টার্গেট করেছিল।

৩। সাধারণত ইসলামিক স্টেট মাজার ও শিয়া মসজিদকে টার্গেট করে বোমা হামলা চালায়, কারণ তারা মাজার পুজারী ও শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনকে মুসলিম মনে করে না। কিন্তু আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও সুন্নি মসজিদে তারা হামলা চালায় নাই। হয়তো আমেরিকা এই সুযোগটি নিতে চেয়েছিল।

কুফা (মসূল) শহরে ভবিষ্যতে কি কি ঘটবে?

১। খুব শীঘ্রই ইসলামিক স্টেট মসূল শহর পুনরায় দখল করবে।

২। মনসুর ইয়েমেনীর উত্থানের পর তিনি ইয়েমেন থেকে এই মসূল শহরে আসবেন।

৩। সুফিয়ানী এই মসূল শহরে ৭০ হাজার ইসলামিক স্টেট এর যোদ্ধাদের হত্যা করবে।

৪। সম্পূর্ণ মসূল শহরকে সুফিয়ানী বাহিনী মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে।

৫। খোরাসানের কালো পতাকাবাহী দল এই মসূল শহরে সুফিয়ানীর হাতে আটক সকল মহিলা ও শিশুদের উদ্ধার করবে।

৬। আবির্ভাবের পূর্বে ইমাম মাহদী সাময়িক সময়ের জন্য এই মসূল শহরে অবস্থান করবেন।

৭। সুফিয়ানী বাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর ইমাম মাহদী ও মনসুর মসূল শহর থেকে পালিয়ে মক্কা চলে যাবেন।

৮। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পর এই মসূল শহরের সম্মানিত লোকজন, যাদেরকে আসহাব বলা হয়েছে, তারা ইমাম মাহদীকে বাইয়াত দিবে।

...(ইনশাল্লাহ)

তাই যারা আখিরুজ্জামান নিয়ে পড়াশোনা করেন, তাদেরকে অবশ্যই কুফা নগরী সম্পর্কিত সকল হাদিসগুলো সতর্কতার সাথে মসূল শহরের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে। অন্যথায় আমাদের চোখের সামনেই সকল কিছু ঘটে গেলেও আমরা হাদীসের ভবিষ্যৎবাণী সত্ত্বেও পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারব না।

(২০) ইরাকের মসূল যুদ্ধ নিয়ে হাদীসের আশ্চর্য ভবিষ্যৎবাণী

ফিতনাকালীন যুগে ইরাকের কুফা নগরী সম্পর্কে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। আর এই শহরটি কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত যুদ্ধ বা, ধ্বংস হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরী বলতে, কোন শহরকে বুঝানো হয়েছে? তা আমাদের জানা দরকার। আর কুফা নগরী সম্পর্কিত সব হাদিসগুলো মূলত তিনটি মূল ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত। যেমনঃ

১। কুফা নগরীতে প্রসিদ্ধ ১২টি ঝান্ডাবাহী পতাকা উত্তোলন করা হবে। (২০১৬-২০১৭)

২। সুফিয়ানী কুফা নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতির (Islamic state) ৭০ হাজার সৈন্যকে হত্যা করবে।

৩। রোমানরা (খ্রিস্টানরা) ও মুসলিমরা মিলে কুফা নগরীকে ধ্বংস করে ফেলবে।

হাদিসে বর্ণিত কুফা নগরী কোনটি?

মূলত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবীদের যুগে ইরাক ও কুয়েত নামে কোন ভূখণ্ড ছিল না, বর্তমান ইরাক ও কুয়েতকে বসরা ও কুফা নামে ডাকা হত। অর্থাৎ যদি কুফা ও বসরা উল্লেখ করে কোন হাদিস বর্ণনা করা হত, তখন বুঝা যেত, এটা বৃহত্তর ইরাক ও কুয়েতকেই বুঝানো হয়েছে। আর বাগদাদ নগরীকে ডাকা হত **জাওরা** নামে। চলুন হাদিস থেকেই জানি, ইরাকের কুফা নগরী বলতে বর্তমান কুফা নগরীকে বুঝানো হয়েছে? নাকি অন্য কোন শহরকে বুঝানো হয়েছে?

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “যখন সুফইয়ানী ফোরাত নদী পার হবে এবং এমন এক জায়গায় পৌঁছবে যার নাম হবে আকের কুফা (ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা)। আল্লাহতা’আলা তার অন্তর থেকে ঈমানকে মুছে দিবেন। আর সেখানে একটি নদীর দিকে যে নদীর নাম হবে দাজীল (দাজলা নদী/Tigress River)। উক্ত নদীর নির্জন প্রান্তরে ৭০ হাজার তরবারীধারী (যোদ্ধা) লোককে সে হত্যা করবে। তখন তাদের ব্যতীত তাদের থেকে বেশী লোক থাকবে না। অতপর স্বর্ণের ঘরের (পাহাড়) উপর প্রকাশ পাবে।

অতপর তারা যুদ্ধ করবে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে। অতপর তারা মহিলাদের পেট চিঁড়বে বা ফাড়বে। তারা বলবে হয়তো সে কোন গোলাম (Islamic state) কর্তৃক গর্ভবতী হয়েছে। আর দাজলার পাড়ে র্মারা এর দিকে মহিলাগণ কুরাইশদের নিকট সাহায্য কামনা করবে। সুফুনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) অধিবাসীদেরকে তারা ডাকবে যাতে তাদেরকে উঠিয়ে নেয় এবং যাতে তারা তাদেরকে মানুষের সাথে সাক্ষাত করাতে পারে। আর তারা বনু হাশেমের উপর শত্রুতার কারণে তাদেরকে উঠাবে না। আর তোমরা বনু হাশেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করিও না, কেননা তাদের থেকেই রহমতের নবী (সাঃ) আর তাদের থেকে জান্নাতে পাখি হবে। হে মহিলাগণ! তখন কি অবস্থা হবে যখন জাহান্নামের অন্ধকার গর্তসমূহে তোমাদেরকে নিক্ষেপ করবে যে গর্তগুলো থাকবে ফাসেকদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। অতপর তাদের নিকট সাহায্য (খোরাসানের বাহিনী) আসবে। এমনকি তারা (খোরাসানের বাহিনী) সুফইয়ানীর সাথে যে সমস্ত মহিলা ও সন্তান সন্ততি আটক থাকবে তাদেরকে বাগদাদ ও কুফা থেকে উদ্ধার করবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৮৫)**

এই হাদিসটিতে হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরীর তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সুফিয়ানী গণহত্যা চালাবে।

১। শহরটি হবে দাজলা বা, Tigress নদীর তীরে। মসূল শহর কিন্তু দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত সবচেয়ে বড় শহর। অথচ, ইরাকের বর্তমান কুফা নগরী হল ফোরাত নদীর তীরে।

সুফিয়ানী গণহত্যা সংগঠিত করার পর, সেখানে ধ্বংসস্তুপে আটকা পরা মহিলারা পার্শ্ববর্তী সুফূনের (মসূল ও কিরকুক শহরের মধ্যবর্তী জায়গা) লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য ডাকবে। সুফূন থেকে বর্তমান কুফা নগরীর প্রায় ৪০০ কি.মি.। আর সুফূন থেকে মসূল শহরের দূরত্ব ১০০ কি.মি. এর মত। তাই ৪০০ কি.মি. দূরের লোকদেরকে উদ্ধারের জন্য ডাকবে এটা যৌক্তিক নয়।

২। সুফূনের অধিবাসীরা কালো পতাকাবাহী (Islamic state) এর ধ্বংসস্তুপে আটকা পরা মহিলাদের শত্রুতা বশতঃ উদ্ধার করবে না। সুফূন একটি গ্রামের নাম এর নিকটবর্তী বড় শহর হল কিরকুক। যার ৬০% মানুষ হল শিয়া মুসলিম। আর শিয়াদের সাথে Islamic state এর সাথে জন্ম থেকেই দা-কুমড়া সম্পর্ক।

তাই হাদীসে বর্ণিত কুফা নগরী বলতে মসূল শহরকেই বুঝানো হয়েছে। যার আরো একটি প্রমাণ হল, কুফা (মসূল) শহরে ১২টি ঝান্ডাবাহী পতাকা উত্তোলন করা হবে

হযরত আবু জাফর (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "যখন (কালো পতাকাবাহী দলের) তাদের বক্তব্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হবে এবং যুসশিফার আত্মপ্রকাশ হবে। তখন তোমাদের আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না, এক পর্যায়ে মিশরে আবকা জাতির (Tuareg) আবির্ভাব ঘটবে। তারা লোকজনকে হত্যা করতে করতে আরম (Damascus) পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে। অতঃপর মাশু গোত্র তাদের উপর হামলা করে বসবে এবং উভয়ের মধ্যে মারাত্মক একটা যুদ্ধ সংঘঠিত হবে। এরপর সুফিয়ানী মালউন প্রকাশ পাবে এবং উভয়ে জয়লাভ করবে। এর পূর্বে অবশ্যই কুফা নগরীতে প্রসিদ্ধ বারোটি ঝান্ডার প্রদর্শনী হবে। ইতোমধ্যে হোসাইন (রাঃ) এর বংশ ধরদের একদল কুফাতে আগমন করে মানুষকে তার পিতার দিকে আহবান করবে। এরপর সুফিয়ানী তার সৈন্যদেরকে সংবাদ সরবরাহ করবে।" **(আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৬)**

এই হাদিসটিতে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে

যুশ শিফার আত্মপ্রকাশ করবে। প্রশ্ন হল, যুশ শিফার কি? যুশ শিফার এর শাব্দিক অর্থ আমার জানা নেই, তবে আমার ধারণা মতে, এর অর্থ সংশোধনকারী, পরিবর্তনকারী। কারণ, সম্পূর্ণ একটা জাহেলী সমাজে খিলাফত ঘোষণা করা, ইসলামী শরিয়া আইন সম্পূর্ণরুপে বাস্তবায়ন করা সহজ কাজ নয়। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এর উপর তাদের একটা নাশিদ শুনছিলাম, যার এর মিল রয়েছে।

কুফা (মসূল) নগরীতে ১২টি ঝান্ডার প্রদর্শনী হবে

আপনি জানেন কি? ২০১৬ সালে ঈসলামিক স্টেট এর থেকে মসূল উদ্ধার করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কতটি পতাকা একত্রিত হয়েছিল। উত্তর হল, ১২ টি। যেমনঃ

১. ইরাকী সরকার।
২. ইরাকী কুর্দি বাহিনী।
৩. যুক্তরাষ্ট্র।
৪. যুক্তরাজ্য।
৫. কানাডা।
৬. অস্ট্রেলিয়া।
৭. তুরস্ক।
৮. ফ্রান্স।
৯. জার্মানি।
১০. ইরান।
১১. লেবাননের হিজবুল্লাহ।
১২. Army of the men of nakshabandi group (সুফিপন্থী নকশাবন্দি দল)

এই যুদ্ধে ইসলামিক স্টেট এর ৬০০০ যোদ্ধাদের বিপরীতে ১২টি সম্মিলিত কুফুরি শক্তির যোদ্ধা ছিল ১,১৪,০০০। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইরাক ও তুরস্কের সম্মিলিত বিমান হামলা তো রয়েছেই। তারা প্রায় ২০ হাজার বারের বেশি হামলা চালিয়েছে। তাদের বিমান হামলায় পশ্চিম মসূলের বেশিরভাগ ভবন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল। তারপরেও মাত্র ৬ হাজার ইসলামিক স্টেট এর যোদ্ধাদের থেকে মসূল শহর উদ্ধার করতে তাদের সময় লেগে যায় ৯ মাস। ইরাকী ও কুর্দি বাহিনীর ২১,০০০ যোদ্ধা নিহত হয়। তবে কুর্দি গোয়েন্দা বিভাগের তথ্য মতে, এই যুদ্ধে সাধারণ মানুষসহ মোট নিহত হয়েছে ৪০ হাজার মানুষ। গৃহহীন হয়েছে ১০ লক্ষ লোক। আহত মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ। এই যুদ্ধে ইসলামিক স্টেট প্রায় ৪০০ আত্মঘাতী/ইশতিশাদি হামলা চালায়, যা আধুনিক ইতিহাসে বিরল। এই যুদ্ধে ইরাকী ও কুর্দি বাহিনীর প্রায় ৫০% যুদ্ধযান, ট্যাংক, হামাবী, গাড়ি, ও অন্যান্য অস্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে। এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন বাহিনীর বিমান হামলায় ৮৪২ বছরের পুরনো আন নুরি গ্রেন্ড জামে মসজিদসহ অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই এই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে, অনেক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইসলামিক স্টেট যদি দ্বিতীয়বার পুনরায় মসূল শহর আক্রমণ করে, তাহলে সেটা প্রতিহত করার সামর্থ্য ইরাকী বাহিনীর নেই।

এছাড়াও মসূল যুদ্ধ নিয়ে Al Jazeera এর প্রতিবেদনটি দেখতে পারেন। লিংকঃ https://youtu.be/oJPQUfRndxE

হযরত হোসাইন (রাঃ) বংশধরদের একদল কুফাতে (মসূল) আসবে

ইসলামিক স্টেট এর খলিফা আবু বকর আল বাগদাদী (হাফিঃ) হলেন, কুরাইশ বংশের হযরত হোসাইন (রাঃ) এর বংশধর। তার পুরো নাম হল, আবু বকর আল বাগদাদী আল হোসাইনী আল হাশেমী আল কুরাইশী। তার উপাধি ছিল আবু দুয়া। তার জন্মগত নাম ছিল, ইব্রাহিম আওয়াদ ইব্রাহিম আল বদরী।

সুফিয়ানী কুফা (মসূল) নগরীতে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতির (Islamic state) ৭০ হাজার সৈন্যকে হত্যা করবে

হযরত আরতাত (রাঃ) বলেন, "সুফিয়ানি কুফায় (মসূল শহরে) প্রবেশ করবে। ৩ দিন পর্যন্ত সে দুশমনদের (Islamic state) বন্দীদেরকে সেখানে আটকে রাখবে এবং ৭০ হাজার কুফাবাসীকে (মসূলবাসী) হত্যা করে ফেলবে। তারপর সে ১৮ দিন পর্যন্ত আঠার দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তাদের (Islamic state) সম্পদগুলো বণ্টন করবে। তখন তাদের মধ্যে একদল খোরাসানে ফেরত যাবে। সুফিয়ানির সৈন্যবাহিনী আসবে এবং কুফার (মসূল) বিল্ডিংগুলো ধ্বংস করে সে খোরাসানবাসীদেরকে তালাশ করবে। খোরাসানে একটি দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ইমাম মাহদির দিকে আহ্বান করবে। অতঃপর মাহদি ও মানসুর (একজন সেনাপতি) উভয়ে কুফা (মসূল) থেকে পলায়ন করবে। সুফিয়ানি উভয়ের তালাশে সৈন্য প্রেরণ করবে। অতঃপর যখন মাহদি ও মানসুর মক্কায় পৌঁছে যাবে, তখন সুফিয়ানির বাহিনীকে 'বায়দা' নামক স্থানে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। এরপর মাহদি মক্কা থেকে বের হয়ে মদিনায় যাবেন এবং ওখানে বনু হাশেমকে মুক্ত করবেন। এমন সময় কালো পতাকাবাহী লোকেরা এসে পানির (সমুদ্রে) উপর অবস্থান করবে। কুফায় (মসূল) অবস্থিত সুফিয়ানির লোকেরা কালো পতাকাবাহী দলের আগমনের কথা শুনে পলায়ন করবে। কুফার (মসূল) এর সম্মানিত লোকেরা বের হবে যাদেরকে 'আসহাব' বলা হয়ে থাকে, তাদের কাছে কিছু অস্ত্রশস্ত্রও থাকবে এবং তাদের মধ্যে বসরাবাসীদের থেকে একজন লোক

থাকবে। অতঃপর কুফাবাসী (মসূল শহরের লোকজন) সুফিয়ানির লোকদেরকে ধরে ফেলবে এবং কুফার যে সব লোক তাদের হাতে থাকবে, তাদেরকে মুক্ত করবে। পরিশেষে কালো পতাকাবাহী দল এসে মাহদির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করবে।” (আল ফিতান ৮৫০, মুহাক্কিক আহমদ ইবনে সুয়াইব এই হাদিসটির সনদকে ‘লাবাসা বিহা’ বা ‘বর্ণনাটি গ্রহণ করা যেতে পারে’ বলেছেন)

মুসলমানরা ও খ্রিস্টানরা মিলে কুফা (মসূল) নগরী ধ্বংস করে দিবে

এছাড়াও মুসলমানদের সাথে খ্রিস্টানদের মহাযুদ্ধের পূর্বে এই শহরকেই মুসলমান ও খ্রিস্টানরা মিলে ধ্বংস করে দিবে। তখন সম্ভবত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন এই শহরটিকে দখলে রাখবে।

হযরত কা’ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “তোমরা ও খ্রিস্টানরা একটি শান্তিচুক্তি (১০ বছরের জন্য) করবে। তারপর তোমরা এবং খ্রিস্টানরা মিলে কুফা (মসূল) নগরীতে হামলা করবে। আর এটাই হবে কুফা নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের কারণ।” (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ)

তাই আমাদেরকে হাদীসের বর্ণিত কুফা নগরী সম্পর্কিত সকল হাদিসগুলো সতর্কতার সাথে মসূল শহরের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

(২১) বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলমানদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ দুর্দিন

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “মুশরিকগণ (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মুসলমানদেরকে নিজেদের কাজে নিয়োজিত করবে, এমনকি তাদেরকে (মুসলমানদেরকে) বড় বড় শহরে কেনা-বেচা করবে এবং (হিন্দু ও বৌদ্ধদের) ভালো মন্দ কোন ব্যক্তি এই কাজ করে করতে ভয় পাবেনা। তখন তারা (মুসলমানরা) সবাই নিরাশ হয়ে যাবে এবং ভাবতে থাকবে, তাদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই। ঠিক সেই সময়ে আল্লাহতা’য়ালা আমার বংশের এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করাবেন, সে হবে ন্যায়পরায়ণ, পূণ্যময় ও পবিত্র। সে ইসলামের কোন বিধানই উপেক্ষা করবে না। মহান আল্লাহ তার মাধ্যমে ধর্ম, কুরআন, ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান প্রদান

দিবেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন। সে সবসময় আল্লাহকে ভয় করবেন এবং মহান আল্লাহর বিধি-বিধান প্রয়োগ করতে তার কোন স্বজনদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সে তার নিজের জন্য পাথরের উপর পাথর সাজাবেন না এবং কোন ইমারত নির্মাণ করবেন না। একমাত্র শরীয়া প্রয়োগ ব্যতীত কাউকে চাবুক মারবে না। তার মাধ্যমে আল্লাহ সকল বিদআতের মূলোৎপাটন করাবেন এবং সকল ফিতনার অবসান ঘটাবেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ সকল ন্যায়সংগত অধিকারের দরজা উন্মুক্ত হবে এবং বাতিলের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আর যেখানেই মুসলমানরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকুক না কেন? আল্লাহ তার মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করাবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশে ফিরিয়ে দেবেন।" (আল মালাহিম ওয়াল ফিতান, পৃষ্ঠা ১০৮; আসরে জুহুরী, আল্লামা আলী আল কুরানী, পৃষ্ঠা ৪৪)

এই হাদিসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল

১। মুশরিকরা (হিন্দু ও বৌদ্ধ) কিয়ামতের পূর্বে অসহায় মুসলমানদেরকে প্রথমে তাদের নিজের জন্য গোলামি করাবে।

২। একসময় মুশরিকরা (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মুসলমানদেরকে বড় বড় শহরে প্রকাশ্যে গরু ছাগলের মত কেনা বেচা করবে।

৩। মুশরিকদের (হিন্দু ও বৌদ্ধ) ভাল খারাপ সবাই মুসলমানদেরকে গরু ছাগলের মত কেনা-বেচা করবে? এবং তারা (হিন্দু ও বৌদ্ধ) মুসলমানদের কেনা-বেচা করতে কাউকেই কোন ভয় পাবে না।

৪। একপর্যায়ে মুসলমানরা মনে করবে, তাদের মুক্তির আর কোন উপায় নেই এবং সবাই হতাশ হয়ে যাবে? কিন্তু তার পরেও জিহাদ করবে না।

অবশেষে মুসলমানদের খলিফা এই অসহায় মুসলিমদের উদ্ধার করবেন, কিন্তু কে সেই খলিফা?

হযরত কা'ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "বায়তুল মোকাদ্দাসের (জেরুজালেমে) একজন বাদশাহ ভারতের দিকে সৈন্য প্রেরণ করবে এবং সেখানের যাবতীয় সম্পদ ছিনিয়ে নিবে। ঐ সময় ভারত বায়তুল মোকাদ্দাসের

একটি অংশ হয়ে যাবে। তখন তার সামনে ভারতের সৈন্য বাহিনী গ্রেফতার অবস্থায় পেশ করা হবে। প্রায় গোটা পৃথিবী তার শাসনের অধীনে থাকবে। ভারতে তাদের অবস্থান দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত থাকবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৫)

হযরত আরতাত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "উক্ত ইয়ামানী খলীফার নেতৃত্বে কুস্তুনতুনিয়া (ইস্তাম্বুল) এবং রোমানদের এলাকা (ইউরোপ) বিজয় হবে। তার যুগে দাজ্জালে আবির্ভাব হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তার আমলে ভারতের যুদ্ধ সংগঠিত হবে, যে যুদ্ধের কথা হযরত আবু হুরায়রা বলে থাকেন।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৮)

উল্লেখ, এই হাদীসে যে খলিফার কথা বলা হয়েছে, তিনি ইমাম মাহদী না। ইমাম মাহদী কেবল জেরুজালেমে সর্বপ্রথম খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন। বরং ইমাম মাহদীর মৃত্যুর অনেক পর একজন ইয়েমেনী খলিফা যাকে কাহতানী খলিফাও বলা হয়েছে, মুসলমানদেরকে মুশরিক (হিন্দু ও বৌদ্ধ) দের থেকে মুসলমানদেরকে উদ্ধার করবেন। আর এটাই হবে গাজওয়াতুল হিন্দ বা, ভারতের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধের সময়।

একটু চিন্তা করেন তো, আপনার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কি অপেক্ষা করছে? হ্যাঁ, একদিন তাদেরকে হিন্দু ও বৌদ্ধরা গরু ছাগলের মত বাজারে নিয়ে বিক্রি করবে। তাই এখন থেকেই আরো ভালো মত এসব মুশরিকদের পা আরো ভালো করে চাটতে থাকুন!!

(২২) আমেরিকার জন্য অপেক্ষা করছে আরো দুটি পরাজয়

আধুনিক রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আমেরিকা ইতোমধ্যেই ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধের কারণে অর্থনীতিকভাবে যখন দিন দিন দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে, তাদের ঋণের বোঝা যখন ১৯.৬ ট্রিলিয়ন (১৯,৬০০ বিলিয়ন ডলার) দাড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবীরা আমাদেরকে দিচ্ছেন কাফেরদের প্রধান আমেরিকা ও ইউরোপকে আরো দুটি যুদ্ধে পরাজয়ের সুসংবাদ। এর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যাবে তাদের চূড়ান্ত অহংকার। সেটি খুব দূরে

নয়, বরং ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বেই আমেরিকা ও ইউরোপ সিরিয়া ও মিশরের মাটিতে লজ্জাজন ভাবে পরাজিত পরাজিত হবে।

ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে আমেরিকা কি পেল?

ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ভয়ংকর মারণাস্ত্র তৈরির মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে ১ই মে ২০০৩ সালে Operation Iraqi freedom নামে ইরাক আক্রমণ করেছিল আমেরিকা ও ব্রিটেন এবং তাদের সহযোগী ন্যাটো জোট। আমেরিকার ১,৯২,০০০ সৈন্য ব্রিটেনের ৪৫,০০০ সৈন্য এবং দালাল কুর্দি পেশমের্গার ৭০,০০০ সৈন্যসহ সকল অত্যাচারী জালেমরা নিরপরাধ নারী, শিশু ও বেসামরিক মানুষের উপর বীরত্ব দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে যখন ফোরাত আর দাজলা নদীর পানি লাল হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের ঈদের খুশির দিনে সাদ্দাম হোসেনকে যখন ফাঁসি দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু আল্লাহতা'য়ালা তার জায়গায় তৈরি করে দিয়েছিলেন আমেরিকার আতংক আবু মুসাব আল জারকাওয়ী (রহঃ) কে। ২০০৩ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শুধুমাত্র ইরাক যুদ্ধে আমেরিকার খরচ হয়েছে ২ ট্রিলিয়ন (২০০০ বিলিয়ন) ডলার। এছাড়াও অন্যান্য খরচ ও সুদসহ পরবর্তী ৪ দশকে যা বেড়ে দাঁড়াবে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার।

এতটাকা খরচ করেও সর্বশেষ পেয়েছে, Islamic state-ISIS এর মত দুর্ধর্ষ জঙ্গিদের উত্থান। যারা ইতোমধ্যেই ইরাকের সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের ৫০টি দেশে আমেরিকা ও তাদের দোসরদের উপর হামলা চালিয়েছে।

আর সাম্রাজ্যবাদের গোরস্থান খ্যাত আফগানিস্তানে ইতোমধ্যেই আমেরিকা খরচ ১ ট্রিলিয়নেরও বেশী। এছাড়াও আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরো ১ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করার জন্য অনুমোদন করেছেন। অর্থাৎ আমেরিকা ইরাক ও আফগানিস্তানে ইতোমধ্যেই ৪ ট্রিলিয়ন থেকে ৬ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। ২০০১ সাল থেকে যুদ্ধ করেও আজ পর্যন্ত তালেবান ধ্বংস তো দূরের কথা, এখনও আফগানিস্তানের ৭০% এলাকায় তালেবান সক্রিয় রয়েছে। অর্ধেকের বেশী এলাকার দখল তালেবানের হাতে রয়েছে।

একসময় জিহাদীরা ছিল কেবলমাত্র আফগানিস্তানে। আর এই আমেরিকার কল্যাণে তারা আজ ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক, সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, মালি, লিবিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, চেচনিয়া, কাশ্মীরসহ ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে।

মিশরে আমেরিকা হলুদ পতাকাবাহী বর্বর (Tuareg) জাতির কাছে পরাজিত হবে, কিন্তু কেন?

আমাদের বেশিরভাগ মানুষ জানেই না, আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি অঞ্চলে বর্বর Tuareg militant যাদেরকে হাদীসের ভাষায় আবকা জাতি বলা হয়েছে, তাদের উপস্থিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে। তারা বর্তমানে মালির তিমবুক্তু (Timbuktu) শহর থেকে লিবিয়ার উবারি (Awbari) পর্যন্ত মালি, নাইজার, আলজেরিয়া ও লিবিয়ার সীমান্তবর্তী বিশাল এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে। হাদিসের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী, খুব শীঘ্রই তারা মিশর দখল করবে। তারপর তারা মিশরের নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্বিচারে হত্যা করবে। মিশরের সম্মানিত মহিলাদেরকে দাসী হিসেবে বিক্রি করবে। তবে তার আগে কালো পতাকাবাহী (Islamic state) বা, (Jamat Nusrat Al Islam and Muslimin-JNIM) মিশর দখল করবে। তারপর হলুদ পতাকাবাহী Tuareg জাতি কালো পতাকাবাহী আসবাব জাতিকে (Islamic state) কে পরাজিত করে কাফের আখ্যায়িত করে উত্তর আফ্রিকা থেকে বের করে দিবে। ইতোমধ্যেই Tuareg militant রা উত্তর মালি সীমান্তে Islamic state এর সাথে যুদ্ধে জড়িয়েও গেছে, এবং তারা সাহারা অঞ্চলের ইসলামিক স্টেট এর আমির আবু ওয়ালিদ আল সাহারাওয়ীকে হত্যাও করেছে।

বর্তমানে মিশরে আমেরিকা ও ঈসরাইলের মদদপুষ্ট প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ আল সিসি ক্ষমতায় রয়েছে, যার হাতে হাজার হাজার ইখওয়ানুল মুসলিমীন (Muslim Brotherhood) এর ভাইদের রক্তের দাগ এখনও রয়েছে। যারা আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে ভালো বুঝেন, তারা জানেন ইহুদী রাষ্ট্র ঈসরাইলকে আক্রমণ করতে হলে অবশ্যই মিশর ও জর্ডানকে অবশ্যই দখল করতে হবে। যদি এই দুটি রাষ্ট্রকে দখল করা যায়, ঈসরাইল আক্রমণ করা তাদের জন্যে খুবই সহজ হবে।

মুসলমানদের কোন মিলিশিয়া বাহিনীর সাথেও ঈসরাইলের আধুনিক বাহিনী পরাজিত হয়, সেটা হামাসের দ্বিতীয় ইন্তিফাদা এর বুঝা গেছে। অর্থাৎ ইহুদী ও মুশরিকরা কখনো মুসলমানদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পারবে না। তাই আমেরিকা ঈসরাইলকে রক্ষার জন্য প্রতি বছর মিশর ও জর্ডানকে কোটি কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। ২০১৮ সালের জন্যে ঈসরাইলকে ৩.২ বিলিয়ন ডলার, মিশরকে ১.৩ বিলিয়ন ডলার, জর্ডানকে ৩৬৪২,০০,০০০ ডলার অর্থ সহায়তা দিচ্ছে। লিংকঃ

http://www.abc.net.au/news/2017-12-21/here-are-the-countries-that-get-the-most-foreign-aid-from-the-us/9278164

ইতোমধ্যেই Islamic State অনেকদিন ধরেই মিশরের সিনাই উপত্যকা দখল করে রেখেছে। এছাড়াও শুধু মিশরেই আল কায়দা ও ইসলামিক স্টেট এর অনুসারী ১৭টি গ্রুপ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এছাড়াও ২০১৮ সালে মার্চের শুরুতে আল কায়দার আমীর আইমান আল জাওয়াহিরী (হাফিঃ) উত্তর আফ্রিকাতে ফ্রান্সসহ সকল পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। লিংকঃ

https://www.longwarjournal.org/archives/2018/03/zawahiri-incites-followers-in-the-maghreb.php

আর Islamic state উত্তর আফ্রিকাতে বিশেষ করে লিবিয়াতে ইরাক ও সিরিয়ার মতো বড় ধরনের উত্থানের জন্য ব্যাপকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা লিবিয়াতে ১২ হাজার যোদ্ধা ইতোমধ্যেই জড়ো করেছে। তারা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চে চূড়ান্তভাবে ৫ম সাহেল ডিসার্ড ওয়ার (5^{th} Shahel Deserd war) শুরু করবে।

তাই যদি মিশরে কালো পতাকাবাহী (Islamic state) বা, Tuareg militant দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে অবশ্যই আমেরিকা ঈসরাইলকে রক্ষার জন্য মিশরে তাদেরকে পরাজিত করার জন্য মিশরে আসবে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তারা কোথায় এসে ঘাঁটি ফেলবে সেটাও হাদীসে বলা হয়েছে, তারা মিশরের আলেকজেন্দ্রিয়ায় এসে ঘাঁটি ফেলবে। ইতোমধ্যেই ২০১৭ সালে মিশরের

প্রেসিডেন্ট আলেকজেন্দ্রিয়ায় আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে বড় মিলিটারি ব্যাস উদ্বোধন করেছেন। লিংকঃ

https://egyptianstreets.com/2017/07/22/largest-military-base-in-the-middle-east-opens-in-egypt/

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহুনী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন পশ্চিমারা (Tuareg) বের হবে তখন রোমবাসিরা (আমেরিকা) তাদের পিছু নিবে এবং ইস্কান্দারিয়া (আলেকজেন্দ্রিয়া), মিশর ও শামের (সিরিয়া) পার্শ্বে উভয়ের মাঝে তীব্র যুদ্ধ হবে। (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৮৭)

হযরত নাজীব ইবনুস সারী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "পশ্চিমাদেরকে (Tuareg) সাথে নিয়ে আব্দুর রহমান (হলুদ পতাকাবাহী বর্বর Tuareg জাতির নেতার) আবির্ভাব হবে। ইতোমধ্যে রোম (আমেরিকা) বাসিরা ইস্কান্দারিয়ার (আলেকজেন্দ্রিয়া) উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে এবং সেখানে তারা দখল বজায় রাখবে। অতঃপর তাদের (আমেরিকা) সাথে যুদ্ধ হবে এবং তারা মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে। (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৭৯০)

এই দুটি হাদীসে স্পষ্ট করে বলা আছে, হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) যখন মিশর দখল করবে, তখন আমেরিকা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হবে।

সিরিয়াতেও আমেরিকা ও তুরস্ক সুফিয়ানীর কাছে পরাজিত হবে

হযরত আরতাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, "যখন তুর্কী (তুরস্ক), রোম (আমেরিকা) এবং খাসাফ জাতি (সম্ভবত কুর্দি বাহিনী) দিমাশকের এক প্রান্তরে জমায়েত হবে এবং দিমাশকের মসজিদের পশ্চিম প্রান্তে আরেকদল ভুপাতিত হবে তখনই শাম দেশে (সিরিয়াতে) আবকা, আসহাফ এবং সুফিয়ানীদের তিনটি ঝান্ডা প্রকাশ পাবে। দিমাশক (Damascus) এলাকাকে জনৈক লোক অবরুদ্ধ করে রাখবে। এক পর্যায়ে সেই লোক (বাশার আল আসাদ) এবং তার সাথীদেরকে হত্যা করা হলে বনু সুফিয়ান থেকে আরো দুইজন লোকের

আত্মপ্রকাশ হবে। তখন যেন দ্বিতীয় বিজয় পাওয়া গেল। অতঃপর যখন আবকা গোত্রের (Tuareg) লোকজন মিশর থেকে এগিয়ে আসবে, তখনই সুফিয়ানী তার সৈন্যদের সাহায্যে তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। রোম (আমেরিকা) এবং তুর্কীরা (তুরস্ক) মিলে কারকায়সিয়া (দেইর আজ জুর) নামক স্থানে তাদেরকে হত্যা করবে এবং তাদের গোশত দ্বারা জঙ্গলে বাঘ-ভল্লুকরা খেয়ে তৃপ্ত হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৮৩৩)

আপনি জানেন কি? সিরিয়াতে আমেরিকার এবং তুরস্কের কয়টি মিলিটারি ব্যাস রয়েছে? ২০১৭ সালে উত্তর আলেপ্পো, রাক্কা, হোমস ও দেইর আজ জুর প্রদেশ থেকে ইসলামিক স্টেট এর পরাজয়ের পরও থেমে নেই আমেরিকা ও তুরস্কের সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বৃদ্ধি এবং সামরিক কেন্দ্র নির্মাণের কাজ। যদিও তারা মিডিয়াতে কেবলমাত্র ইসলামিক স্টেটকে পরাজিত করার কথা বলেই সিরিয়াতে এসেছিল। আমেরিকা ইতোমধ্যেই সিরিয়ার হাসাকা প্রদেশে দুটি, রাক্কা প্রদেশের তাবকা বিমানবন্দরে ১টি এবং তুরস্কের সীমান্তবর্তী সাররিন এলাকায় ১টি, এবং হোমস প্রদেশের আল তানাফে একটি সহ মোট ৫টি মিলিটারি ব্যাস নির্মাণ করেছে। আর আল তানাফ থেকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের দূরত্ব ১৮৫ কি.মি. এর মত। আর তুরস্ক উত্তর আলেপ্পোর আল বাব শহরে ১টি এবং ইদলিব প্রদেশে ৮ টি মিলিটারি ব্যাস নির্মাণ করেছে। এছাড়াও খুব শীঘ্রই কুর্দি বাহিনীর থেকে আফরিন শহর দখল করবে এবং তারপর মানবিজ শহরে অভিযান চালাবে।

হযরত আবু জাফর (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, "সুফিয়ানী যখন আবকা (Tuareg) ও মানসুর ইয়ামানীর (কালো পতাকাবাহী দল) উপর জয়লাভ করবে। অন্যদিকে তুর্কি (তুরস্ক) ও রোমানবাহিনী (আমেরিকা) এগিয়ে আসবে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও সুফিয়ানী জয়ী হবে।" (আল ফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ৬২১)

অর্থাৎ সুফিয়ানীর উত্থানের পর সে কালো পতাকাবাহী আসহাব জাতি (Islamic state) ও হলুদ পতাকাবাহী আবকা জাতি (Tuareg) বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। তারপর পরই ফোরাত নদীতে দেইর আজ জুরের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক কিরকিসিয়ার প্রান্তে তুরস্ক ও আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এটি দখল করতে আসবে।

তখন উভয়পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ লেগে যাবে। আর এই যুদ্ধেই প্রতি ১০০ জনের ৯৯ জন মারা যাবে। সর্বমোট ১ লক্ষ বা, ১ লক্ষ ৬০ হাজার লোক নিহত হবে।

তাই মুসলমানদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি উত্তর আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির বর্বর তাওয়ারেগ উপজাতি ও আরেক নিকৃষ্ট মানুষ ইমাম মাহদীর শত্রু সুফিয়ানীর হাতেই আল্লাহতা'য়ালা কাফেরদের লিডার আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিবেন। যাতে তারা কেউ ইমাম মাহদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য না থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ ইসলামের শত্রুদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে নবুয়তের আদলে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পথ সহজ করে দিবেন।

"আর তারা (কাফেররা) তোমাদেরকে বন্দি, হত্যা, দেশ থেকে বের করে দিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালাও কৌশল অবলম্বন করছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার কৌশল সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশল।" (সূরা আনফাল, আয়াত নং ৩০)